আমি যে সকল আউলে গমন করি, তন্মধ্যে কয়টীতে এতদূর পর্য্যন্ত এবিষয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার বন্ধু মহম্মদ জিঞা, তাঁবু হইতে কতক দূরে তাঁহার কৃষি-ক্ষেত্র আমাকে দেখাইয়া দেন, এবং যে ক্ষুদ্রকায় রুষীয় কৃষক সেই জমিতে চাষ করে, তিনি তাহার নিকট আমাকে পরিচিত করিয়া দেন। কৃষক আমাকে বলে যে, যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে উভয়পক্ষই তুষ্ট। কিন্তু পরিবর্ত্তনের গতি এই স্থলেই থামিতে পারে না। এই যে মধ্যবর্ত্তী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা অস্থায়ী সুবিধাজনক। এই সকল জমিতে পূর্ব্বে কোনকালে চাষ হইত না, সুতরাং এক্ষণে ইহাতে যে, প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা শ্রমজীবী কৃষক এবং অধিবাসী উভয়ের আত্মপালনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এই সমধিক উর্ব্বরতা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং কয়েক বর্ষ পরে এই জমিতে সামান্য মাত্র আয় হইতে থাকিবে। সেই জন্যই অধিস্বামীগণের পক্ষে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, যে সকল কৃষক পারি-শ্রমিক স্বরূপ উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ লইয়া থাকে, তাহাদিগকে বিদায় দিতে হইবে, এবং তখন অবশ্যই অধিস্বামীগণকে স্বহস্তে হল চালনা করিতে হইবে।

এমতে আমরা দেখিতেছি যে, বাসকিরগণ এখন আর পূর্ব্বমত পশুপালক রাখাল-জাতি নাই। এই তথ্যটী আবিষ্কার করায়, আমি কিছু নিরাশ হই, এবং ইহাদিগের অপেক্ষা আদিম অবস্থাপন্ন পশুপালক রাখালজাতি দেখিবার কামনায় আমি কিরঘিস প্রদেশে এবং কাস্পিয়ান সমুদ্রের অভিমুখে দক্ষিণাঞ্চল প্রদেশে যে সকল পশুপালক বাস করে, তথায় গমন করি। অসীম বিস্তৃত পতিত জমি যাহাকে বলে, আমি এই স্থলে তাহা দেখিতে পাই। এপ্রদেশটী সমুদ্রের মত সমতলবিশিষ্ট, এখানে একটীও ক্ষুদ্র গিরি নাই, এবং প্রকৃতির চারিদিকের সরলরেখার কিছু মাত্র বিকৃতিসাধন করিয়াছে, এমত একটীও উচ্চ ভূমি নাই; এবং এই একাকার বিস্তীর্ণ পতিত স্থানের বিন্দুমাত্র রূপান্তর সাধন জন্য একখণ্ড কৃষিক্ষেত্র, একটী বৃক্ষ, একটী ঝোঁপ, এমন কি একখণ্ড প্রস্তর পর্য্যন্তও এখানে নাই। এরূপ প্রদেশে ভ্রমণ করা—এখানে ক্রোশ-চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, সুতরাং আপনি কত পরিমিত পথ পার হইয়া আসিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় না থাকায়—যে নিতান্ত ক্লান্তিজনক, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যতদূর ক্লান্তিজনক বোধ হয়, ততটা নহে। প্রত্যুষে প্রকৃতি, আপনার প্রীতির জন্য মরীচিকার দ্বারা দূরে যে বিস্তৃত হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, আপনি তন্মধ্যস্থ অন্তরীপ, এবং পাদপরাজিপরিশোভিত তীর দর্শন করিতে করিতে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। তৎপরে সমস্ত দিনের মধ্যে এরূপ দুই একটী সামান্য ঘটনা হইবে, যদ্দ্বারা আপনার সেই একঘেয়ে অবস্থানের কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। বহুদূরে একবার আপনি হয় ত দুইটী অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইবেন, এবং তাহারা যতই নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই তাহা-দিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে থাকিবেন; এবং যখন তাহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন যদি আপনি তাহাদিগের ভাষা জ্ঞাত থাকেন বা আপনার সঙ্গে কোন

দ্বিভাষী থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন; অথবা যদি কথা কহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মূকের ন্যায় ইঙ্গিতে তাহা করিতে পারিবেন। কখন বা বহুল উষ্ট্রশ্রেণী ধীর গম্ভীরভাবে যাইতেছে দেখিতে পাইবেন এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠস্থ বোঝাইয়ের মধ্যে কি আছে, তাহা অনুমান করিতে থাকিবেন। কখনও বা পথের ধারে একটা অশ্বের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কুকুর ও প্রান্তরস্থ গৃধিনীগণ কিরূপে তাহা লইয়া বিবাদ করিতেছে, তাহা দেখিতে থাকিবেন; এবং যদি আপনার শিকার করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি সেই প্রকাণ্ড পক্ষীদিগের মধ্যে একটাকে মারিতেও পারিবেন, কারণ তাহারা ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানে না, এমন কি কখন কখন তাহারা আপনাকে ৬০ বা ৮০ হস্ত নিকটে আসিতে দিবে। কখন বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দৃশ্য অর্থাৎ দূরে ঘাসের গাদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট তাঁবু দেখিতে পাইবেন; এবং আপনি দ্রুতগতি তথায় গমন পূর্ব্বক সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, শ্রান্তিদূরকারী কুমুইস ঘন ঘন পান করিয়া, তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অভিলাষী হইবেন।

আমি যে সময়ে কিরঘিস প্রদেশ পর্য্যটন করি, তখন একজন রুষীয় ভদ্রলোক আমার সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি, বিখ্যাত মোগল বিজেতার বংশধর জেঙ্গিস খাঁ নামে বিদিত এই প্রদেশের বংশানুক্রমিক দলপতির নিকট হইতে একখানি আদেশপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি থাকায়, আমরা যে সকল আউলের মধ্য দিয়া আসি, সেই সমস্ত স্থানেই বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হই। যে প্রত্যেক কিরঘিস সেই পত্রখানি দেখিয়াছিল, সে-ই মহান সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাহাদিগের যে কিছু জিনিস ছিল, তাহাই আমাদিগের ব্যবহার জন্য সম্মুখে আনয়ন করে। কিন্তু সেরূপ প্রবল আদেশপত্র থাকিলেও আমরা বাসকিরদিগের দ্বারা যেরূপ অকৃত্রিম মিত্রতার সহিত গৃহীত এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, এখানে সে বিষয়ে সেরূপ সফল হই না। এখানে আমাদিগের সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটী বস্ত্রাবাস এবং বহুল শয্যা প্রদত্ত হয়; আমাদিগের আহার জন্য মেষবধ করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, এবং আমাদিগের তৃষ্ণা দূর জন্য বহুল পরিমিত কুমুইসও আনীত হয়, কিন্তু যেন আজ্ঞা পালনজন্যই এই সমস্ত প্রদত্ত হয়, অতিথিসৎকার জন্য আপন ইচ্ছায় প্রদত্ত হয় না। আমরা প্রথমে যতদিন থাকিব বলিয়া প্রকাশ করি, দুই এক স্থলে তদতিরিক্ত সময় থাকিবার কামনা প্রকাশ করায়, দেখিতে পাই যে, আমাদিগের আশ্রয়দাতা তাহাতে বড় তুষ্ট হয়েন না। কিন্তু আমাদিগের কেবল এই মাত্র সন্তোষের কারণ ছিল যে, যেখানে যেখানে আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, সেখানে আমাদিগের জন্য প্রদত্ত খাদ্যাদির বিনিময়ে অর্থ দান করায়, তাহারা তাহা লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

উপরোক্ত কারণগুলির উল্লেখ করিয়া, আমি কখনই এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, কিরঘিসজাতি অভ্যাগত অতিথিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করে না বা আশ্রয়

দেয় না। তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা এত কম যে, সে বিষয়ে আমি কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে সক্ষম নই। জেঙ্গিস খাঁ যে পত্রখানি দিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আমাদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রই প্রাপ্ত হই, এবং সেই পত্রের জন্যই আমরা যেন কতকটা রাজপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হই, সুতরাং সে অবস্থায় লোকদিগের সহিত মিত্রভাব স্থাপন অসম্ভব হইয়া উঠে। যাহাদিগের সহিত আমাদিগের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই আমাদিগকে রুষীয় রাজকর্ম্মচারী জ্ঞান করিতে থাকে, এবং আমাদিগের কোন প্রকার গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, এমত সন্দেহ করে। তাহাদিগের কত পশু আছে, তাহাদিগের গড়ে বার্ষিক আয় কত, ইহা যখন আমরা জ্ঞাত হইতে চাই, তখন তাহারা স্বভাবতই ভীত হইয়া উঠে (নিঃস্বার্থভাবে যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবারণ জন্য এরূপ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তাহাদিগের সে ধারণা আদৌ নাই), এবং তাহারা ভাবে যে, করবৃদ্ধির জন্য অথবা সেই প্রকার কোন মন্দ উদ্দেশ্যসাধন জন্য আমরা উক্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতেছি। আমি শীঘ্রই স্পষ্ট জানিতে পারি যে, আমি এখানকার পশুপালদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছি, তাহা ঠিক হইবে না, সুতরাং অন্য সময়ে ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিব বলিয়া, সে সময়ে ক্ষান্ত হই।

কিরঘিসগণ প্রায় কতকটা বাসকিরদিগের সমতুল্য; কিন্তু উভয় জাতির ভাষা এবং আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য আছে। ইহাদিগের আকৃতি সমধিক পরিমাণে খাঁটী মোগলদিগের তুল্য, এবং ইহাদিগের ভাষাও সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার, এমন কি কোন বাসকির বা কাজানের কোন তাতার সে ভাষা কোনমতে বুঝিতে পারে না। ইহারা সম্পূর্ণ মুসলমান, কিন্তু ইহারা গোঁড়া মুসলমানদিগের মত সকল বিধি পালন করে না, তাহার প্রমাণ এই যে, ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষের এমন কি ঘিয়ায়ুরদিগের সমক্ষেও মুখে ঘোমটা দেয় না,—যে ঘিরায়ুর, রমণীর সৌন্দর্য্য বা কদাকৃতিতে মুগ্ধ বা প্রীত হয়, সেও এ প্রথার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু ইহাদিগের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপ্রথা বাসকিরদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পই ভিন্নপ্রকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদিগের পতিত ভূমি-পরিমাণ বাসকিরদিগের অপেক্ষা অধিক, সুতরাং ইহারা আজিও খাঁটী পশুপালকরূপে কালকাটাইতে সক্ষম হইতেছে। ইহারা ইহাদিগের পাশ্চাত্য সীমান্তে বর্ষে বর্ষে এক এক খণ্ড জমিতে চাষ করিবার জন্য রুষীয় কৃষকদিগের উপর ভার দিয়া থাকে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেরূপে কৃষিকার্য্যে অধিক ভূমি নিয়োগ করিবার সুবিধা নাই, কারণ ইহাদিগের অধিকাংশ ভূমিই লবণাক্ত হওয়ায় তাহা কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী। এই জন্যই ভবিষ্যতে ইহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনকালে একটা কাণ্ড ঘটিবেই। বাসকিরদিগের যেমন উত্তম কৃষিভূমি আছে, এবং তাহারা যেমন কৃষিজীবী হইবার জন্য দ্রুতগতি চেষ্টিত হইতেছে, ইহাদিগের সেরূপ সুবিধা না থাকায়, ভবিষ্যতে ইহারা কেবল মাত্র পশুপালন করিয়াই কোনমতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

নিম্ন ভলগার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থ এবং ককেশসের উত্তরাংশে স্থিত সমতল প্রদেশে আমরা কালমুখ নামক আর এক পশুপালক জাতি দেখিতে পাই। আকৃতি, ভাষা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুই জাতির সহিত ইহাদিগের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য বিরাজমান। ইহাদিগের ভাষা একপ্রকার মঙ্গোলীয় ভাষার ন্যায়, তাহার সহিত জগতের এ অংশের কোন ভাষার বিশেষ নিকটসাদৃশ্য দেখা যায় না। ধর্ম্মসম্বন্ধেও ইহারা স্বতন্ত্র অর্থাৎ ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং ভারতবর্ষ এবং তিব্বত ব্যতীত ইহাদিগের সমধর্ম্মাবলম্বী কোন লোকই আর নিকটে নাই। কিন্তু ইহাদিগের আকৃতিই কেবল নিকটবর্ত্তী সমস্ত জাতির মধ্য হইতে ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া প্রকাশিত করিয়া দেয়। ইহারা দেখিতে খাঁটী মঙ্গোলজাতির ন্যায়। যদি ইহাদিগকে কেবলমাত্র কুৎসিৎ বলা যায়, তাহা হইলে, অন্যায় প্রশংসা করা হইবে। ইহাদিগের সেই কদাকৃতি কতকটা অমানুষিক দৃষ্ট হয়। কদাকারের যে সকল লক্ষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া, কতকটা সুন্দরভাবে চৈনেয়দিগের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, সেই লক্ষণগুলি পূর্ণ বিকৃত আকারে ইহাদিগের মুখে বিরাজমান। ইহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে গণ্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতেই ইহাদিগের আত্মা আছে, তাহা অনুমান করিয়া লই; কিন্তু ইহাদিগকে প্রথম দেখিবামাত্র ইহাদিগের চ্যাপটা কদাকার মুখ এবং ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ চক্ষুর পশ্চাতে যে মনুষ্যের আত্মা আছে, তাহা ঠিক করিয়া উঠা বড়ই কঠিন বোধ হয়। এই পশুপালক জাতিগুলিকে একত্র দাঁড় করাইলে, ইহাদিগের সহিত তুলনায় বাসকির এবং সাধারণ কিরঘিসদিগকেও সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে। যদি এই শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে তাতার এবং তুর্কগণ বাস্তবিকই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, তাহাদিগের শিরায় সময়ে অবশ্যই আর্য্যরক্ত প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

কিন্তু বেচারী কালমুখদিগের উপর আমাদিগের নিতান্ত কঠোর হওয়া কর্ত্তব্য নহে এবং ইহাদিগের কদাকার ধরিয়া ইহাদিগের চরিত্র বিবেচনা করাও উচিৎ হয় না। ইহারা দেখিতে যেরূপ, বাস্তবিক ততটা পশুতুল্য নহে। যে সকল লোক ইহাদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিল, তাহারা আমাকে বলিয়াছে যে, ইহারা বেশ বুদ্ধিমান, বিশেষতঃ পশুদিগের সম্বন্ধে ইহাদিগের অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ আছে, এবং ইহারা আদিমকালের প্রথামত পশুচুরি প্রভৃতি কার্য্য (যে সকল কার্য্য সুসভ্য অবস্থায় নিতান্ত নিন্দনীয়) করিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, মনুষ্য-স্বভাবের যে সকল সদ্গুণের প্রয়োজন, ইহাদিগের তাহার কতকগুলির অভাব নাই।

অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে নোগাই তাতার নামে আর এক পশুপালক জাতি ছিল। তাহারা আজফ সমুদ্রের উত্তরাংশের সমতল ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরই তাহারা তুরস্কে যায়, এবং এক্ষণে রুষীয়, জার্ম্মাণ, বুলগেরিয়ান, এবং মণ্টেঞ্জেরীয় উপনিবেশীগণ, তাহাদিগের ভূমিতে বসবাস করিতেছে।

উপরোক্ত রাখালজাতির মধ্যে কালমুখগণকেই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন আগমনকারী বলিয়া বোধ হয়। তাহারা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথমে দেখা দেয়, এবং সে সময়ে তাহাদিগের সংখ্যা অধিক এবং একত্র দলবদ্ধ থাকায়, তাহারা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই হঠাৎ তাঁবু তুলিয়া উক্ত স্থান ছাড়িয়া, চীনসাম্রাজ্যের উত্তরে তাহাদিগের আদি স্থানে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট যাহারা থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে সহজেই বশ করা হয়, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তিসম্ভোগসূত্রে এবং রুষীয়ার প্রবল শাসনাধীনে অবস্থানসূত্রে তাহাদিগের আদিম দুর্দ্দান্ত সামরিক ভাব দূর হইয়া গিয়াছে। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধকালেই তাহারা শেষ রণকৌশল প্রদর্শন করে, কিন্তু তাহা তত উচ্চ অঙ্গের হয় নাই; তাহাদিগের একদল, রুষীয় সৈন্যগণের সহিত গমন করিয়া, তাহাদিগের কদাকার বিভৎসমূর্ত্তি, বিচিত্র বেশভূষা, এবং সেই আদিম কালের অস্ত্রাদি—বিশেষতঃ তাহাদিগের বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাশ্চাত্য য়ুরোপকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

আমি অন্যান্য যে সকল পশুপালকজাতির উল্লেখ করিয়াছি, যে সকল আদিম পশুপালকজাতি স্মরণাতীতকাল পূর্ব্ব হইতে অতি অল্পদিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ রুষীয়ার বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র অধিকার করিয়া ছিল, তাহারা তাহাদিগেরই জীবিতাবশিষ্ট বংশধর। উত্তর আমেরিকায় অল্পবৃক্ষপূর্ণ বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে শ্বেতকায় উপনিবেশীদিগের সহিত রেডস্কিনদিগের যেরূপ দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ চলিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কৃষক উপনিবেশীদিগের সহিত উক্ত পশুপালজাতিসমূহের বিবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং তাহা রুষীয় ইতিহাসের একটী প্রয়োজনীয় অধ্যায়স্বরূপ।

অন্যান্য নববলে বলীয়ান উদ্যমশীল কৃষকজাতিসমূহের ন্যায় রুষীয়গণও চারিদিকে বিস্তৃত হইবার এবং প্রতিবাসীদিগের ভূমি অধিকার করিবার আসক্তি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে তাহারা সহজেই সেই কামনা পূর্ণ করিয়া লয়, কারণ সে অঞ্চলে কেবলমাত্র সামান্যসংখ্যক শান্তিপ্রিয় ফিনজাতি বাস করিত এবং তাহারা আপনাদিগের মধ্যে বিদেশীয় উপনিবেশীগণকে বাস করিতে দিতে কোন আপত্তি করিত না। কিন্তু এই আসিয়িক বিস্তৃত পতিত সমতলক্ষেত্রে তাহারা বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয়। এখানকার বসতিও অতি সামান্য ছিল বটে, কিন্তু এখানকার অধিবাসীগণ ভিন্নধাতুতে গঠিত, এবং ভিন্নপ্রকার প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা শান্তিপ্রিয় কৃষক ছিল না, সমরপ্রিয় পশুপালক ছিল, এবং যে কোন জাতি তাহাদিগের অধিকৃত পশুচারণভূমি অধিকার করিতে আসিলে, প্রবলরূপে বাধা দান করিত, এবং পশুচুরি, মনুষ্যচুরি, এবং গ্রামাদি বিধ্বংসকরাকে বিধিসঙ্গত এবং উপযুক্ত কার্য্য জ্ঞান করিত। একজন প্রাচীন বৈজন্তীয় লেখক বলেন, "তাহারা বিদ্যুতের মত আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া যায় এবং তাহাদিগের পলায়নও গুরু এবং লঘু, অর্থাৎ লুণ্ঠিত দ্রব্যভারে গুরু এবং দ্রুতগতি পলায়নে লঘু। তাহারা শান্তির সহিত জীবনাতিবাহিত করা দুর্ভাগ্য বিবেচনা করে, এবং কোন

একটা যুদ্ধের সুবিধা উপস্থিত হইলেই মহা আনন্দিত হয়। বসন্তকালে মৌমাছি অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়; তাহাদিগের সংখ্যা গণনা করা যায় না।" আর একজন বৈজন্তীয় লেখক বলেন, "তাহাদিগের একটা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায়, তাহারা সকল ভূমিই অধিকার করিতে চায়, কিন্তু কোথাও উপনিবেশ স্থান করে না। তাহারা উড্ডীয়মান মনুষ্যের মত, সুতরাং তাহাদিগকে ধরাও যায় না। তাহাদিগের নগর বা গ্রাম না থাকায়, বন্যপশু শিকারের ন্যায় তাহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইতে হয়. এবং হিতকরী প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনুষ্যের বাসহীন দেশে স্থাপিত অর্দ্ধ-সিংহ অর্দ্ধ-ঈগলাকৃতি গ্রিফিনের সহিত কেবল ইহাদিগের তুলনা হইতে পারে। ভাম্বারী, যে একটী পারসীক কবিতা উদ্ধৃত করেন, তাহার অর্থ,—

"তাহারা আসিয়া, জয় করিয়া, সমস্ত ভস্ম করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া, এবং হত্যা করিয়া শেষ চলিয়া যায়।"

একজন রুষীয় লেখক, ইহাদিগের উপদ্রব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—"তাহারা গ্রাম, গোলাবাটী এবং ভজনাগার সকল অগ্নি লাগাইয়া ভস্ম করে। কৃষিক্ষেত্রকে তাহারা মরুভূমিতে পরিণত করে, এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি পশুদিগের বাসস্থান হয়। অনেক লোককে তাহারা ক্রীতদাস করে; অনেককে উৎপীড়ন পূর্ব্বক হত্যা করে, অথবা সেই সকল লোক ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিয়া যায়। তাহারা রুষীয় বন্দীদিগকে যখন অপরিচিত প্রদেশের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে থাকে, তখন সেই বন্দীগণ দুঃখিত, পরিক্লান্ত, শীতে তাহাদিগের দেহ যেন জমাট-বদ্ধ, মহাবিপদে মুখখানি পরিশুষ্ক, নগ্নপদ, নগ্নদেহ, কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে, এবং তখন ক্রন্দন করিয়া, পরস্পরে বলিতে থাকে, আমি অমুক নগরের লোক এবং আমি অমুক গ্রামের লোক।" উক্ত মঠবাসী সন্ন্যাসীর উক্তির ন্যায় অবিদিত শ্লাভনীয় ওসীয়ানও রুষের হতভাগ্য পুত্রগণের জন্য নিম্নলিখিত প্রকারে শোক করিয়া গিয়াছেন; "রুষীয়ার ভূমিতে কৃষকদিগের স্বর প্রায় শুনা যায় না, নিহতদিগের শবোপরি বসিয়া পরস্পরে বিবাদমান শকুনিগৃধিনীর ধ্বনিই কেবল শুনা যায়; এবং দাঁড়কাকগণ যখন সেই শবোপরি আসিয়া বসে, তখন তাহাদিগের রব শুনা যায়।"

ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া, কৃষক উপনিবেশীদিগের সহিত' বর্ব্বর পশু-পালকদিগের এইমত বিবাদ চলিতে থাকে। রুষীয় ইতিহাসের আদিম সময়ে উপনিবেশীগণ দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া, আসিয়িক পতিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের বহুলাংশ অধিকার করে; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভাগ্যতরঙ্গের গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়। পশুপালজাতি আসিয়া, উক্ত সমগ্র দেশটা জয় করিয়া ফেলে, এবং তাতার খাঁগণ দুই শতাব্দীর অধিক কাল রুষীয়া শাসন করে। আমি তাতারদিগের শাসন সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, সুতরাং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

তাতারদিগের আধিপত্য।

দেশ জয়—জেঙ্গিস খাঁ এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জ—মোগলসাম্রাজ্য সৃষ্টি এবং দ্রুতগতি তাহা বিচ্ছিন্ন হওয়ন—কিপচাক—তাতার-আধিপত্যের প্রকৃত তথ্য—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সহিষ্ণুতা—তাতারদিগের শাসনপ্রণালী—প্রধান রাজগণ—মস্কাউর রাজগণ—তাতার-আধিপত্যের প্রাবল্য—এই প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা।

তাতারদিগের দ্বারা দেশাধিকার এবং তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল, গবেষণাকারীদিগের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয় বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান রুষীয়দিগের প্রকৃত অবস্থার বহুল বিচিত্রতা এবং জাতীয় চরিত্র, মোগলদিগের শাসনাধীনে গঠিত হয়, সাধারণ্যে এমত বলা হইয়া থাকে, এবং কতকগুলি লেখক আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন যে, আমরা যাহাদিগকে রুষীয় বলি, তাহারা তাতার, কেবল য়ুরোপীয় সভ্যতার অতি সূক্ষ্মাবরণে অর্দ্ধাবৃত মাত্র। এরূপ অবস্থায় তাতারাধিপত্যটা বাস্তবিক কিরূপ ছিল, এবং সেই আধিপত্য, রুষীয় লোকদিগের জাতীয় চরিত্র এবং ঐতিহাসিক উৎকর্ষতা সাধনের উপর কিরূপ প্রাবল্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যদিও আমি এবিষয়ে প্রার্থনীয় সমগ্র আলোক প্রদান করিতে না পারি, কিন্তু কতকগুলি প্রচলিত প্রবঞ্চনামূলক উক্তি, যাহা প্রায়ই সহজে বিশ্বাস্য হয়, তাহা বিদূরিত করিবার কতকটা সহায়তা করিতে পারিব।

দেশ জয়ের কথাটা সংক্ষেপেই বলা যাইতে পারে। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে পলোফসি জাতির (যে সকল পশুপালকজাতি আসিয়িক বিস্তৃত পতিত ভূখণ্ডে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং দক্ষিণাঞ্চলের রুষীয়দিগের সহিত অবিশ্রান্ত সমর করিত, তাহাদিগের মধ্যস্থ একজাতি) সামন্তগণ, গেলিসিয়ার রাজা অসমসাহসীরূপে বিদিত মিসটিসলাফের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া, তাঁহাকে জ্ঞাত করেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল হইতে তাতার নামক প্রবল বলবান নিষ্ঠুর শত্রুগণ (তাহাদিগের বর্ণ কটা, চক্ষু ছোট ছোট এবং পরস্পরে দূরে স্থিত, ঠোঁট পুরু, বিশাল বক্ষ, এবং কেশ কাল) আসিয়া, তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। প্রতিনিধিগণ বলেন, "আজ তাহারা আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিয়াছে, এবং যদি আপনি আমাদের এসময়ে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে, কাল তাহারা আপনার দেশ আক্রমণ করিবে।"

আপনার অপেক্ষা কোন প্রবল এবং কঠোর জাতির দ্বারা পলোফসিগণকে একেবারে বিধ্বস্ত হইতে দেখিতে মিসটিসলাফের সম্ভবতঃ কোন আপত্তি ছিল না,

কারণ তাহারা ক্রমাগত তাঁহার অধিকৃত প্রদেশে পড়িয়া উপদ্রব অত্যাচার করিয়া, তাঁহাকে বহুকষ্ট দিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যেও পরে তাহাদিগের মত অবস্থা ঘটিতে পারে, এই কথাটা তিনি বড়ই বলবৎ বোধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং তিনি চিরশত্রু প্রতিবাসীগণের সহায়তা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। বিপদ নিবারণ জন্য তিনি নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহের রাজগণকে ডাকাইয়া, নূতন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন জন্য সকলকে জিদ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধযাত্রা করা হইল, কিন্তু শেষ ফল শোচনীয় হইয়া পড়িল। কালকা নামক যে নদী আজফ সমুদ্রে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই নদীতীরে রুষসৈন্যদলের সহিত আক্রমণকারীদিগের সাক্ষাৎ হইলে, রুষসৈন্যগণই সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। সেই সূত্রে বিজয়ীগণের পক্ষে দেশমধ্যে প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু তাহারা সে সুবিধা অবলম্বন করে না। তাহারা কতকটা অগ্রসর হইয়া, শেষ হঠাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

নবাগতগণের প্রথম আগমন এই প্রকারে অপ্রত্যাশিতরূপে শেষ হইয়া যায়। ত্রয়োদশবর্ষ পরে তাহারা পুনরায় প্রত্যাগমন করে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সহজে চলিয়া যায় না। বহুল পরিমিত আক্রমণকারী, ইয়ুরাল নদী পার হইয়া, গ্রামসমূহ লুণ্ঠন, ভস্মিভূত, বিধ্বস্ত এবং হত্যাসাধন করিতে করিতে দেশের মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হয়। তাহারা কোথাও কিছুমাত্র প্রবল বাধা প্রাপ্ত হয় না। সকলের শত্রুস্বরূপ সেই আক্রমণকারিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য রাজগণ একত্র সংমিলিত হইবার চেষ্টা করেন না। প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নগরই ভস্মিভূত হইয়া যায়, এবং অধিবাসীগণ হত এবং দাসরূপে অন্যত্র নীত হয়। তাহারা রুষীয়া জয় করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, সমগ্র য়ুরোপের মহাভীতি উৎপাদন করিয়া দেয়। এমন কি সেই ভয় ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, এবং প্রকাশ যে, সেই সূত্রে কিছুদিন উপকূলে হেরিং মৎস্যধরা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য-য়ুরোপে তাহারা উপদ্রব অত্যাচার করে না। পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, সারভিয়া, এবং ডালমাটিয়া অধিকার করিয়া, নিম্নভলগায় গমন পূর্ব্বক বিজয়ী খাঁ, সম্মান গ্রহণ জন্য রুষীয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণকে তথায় আহ্বান করেন।

এই নিষ্ঠুর শত্রুটা কে, সে সম্বন্ধে প্রথমে রুষীয়দিগের ধারণাটা নিতান্ত অস্ফুট ছিল। একজন প্রাচীন লেখক সংক্ষেপে বলেন, "আমাদিগের পাপের জন্যই অজ্ঞাত লোকেরা দেখা দিয়াছে। তাহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহারা কোন্ জাতি, এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা কেহই জানে না। সাধারণ্যে তাহারা তাতার নামে বিদিত, কিন্তু কেহ কেহ তাহাদিগকে তুয়ারমেন এবং অপর কেহ কেহ পেচে-নেগস বলিয়াও থাকে। তাহারা বাস্তবিক কে, তাহা একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন, এবং যাঁহারা অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও হয় ত বলিতে পারেন।" "যাঁহারা অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন;" তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাতার

দিগকে পৌত্তলিক মোয়াবিট বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং বলেন যে, ওল্ড টেষ্টে-মেণ্টের সময়ে ইহারই ঈশ্বরের মনোনীত লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, অন্য পক্ষে অপর কতকগুলি লোক ভাবে যে, গিডিয়ন যাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহারা তাহাদিগেরই বংশধর, সেই বিতাড়িতদিগের সম্বন্ধে একজন মাননীয় সাধু বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহারা পরে এক সময়ে আবার আসিয়া দেখা দিবে এবং পূর্ব্বদেশ হইতে ইউফ্রেটিস পর্য্যন্ত এবং টিগ্রিস হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী জয় করিবে।

সুখের বিষয় যে, আমরা উক্ত প্রকার অস্ফুট আনুমানিক কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিতে পারি। উক্ত সময়ে যে কয়জন য়ুরোপীয় পর্য্যটক তাতার দেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের লিখিত বিবরণ পাঠে এবং বহুল প্রাচ্যদেশীয় ইতিহাস-বেত্তার লিখিত বিবরণ পাঠে, এই যে বর্ব্বরগণ, রুষীয়া জয় করিয়া পাশ্চাত্য য়ুরোপকে মহাভীত করিয়াছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

চীনের উত্তরে আমুর নদীর নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সামান্যসংখ্যক রাখাল বা পশুপালক জাতি বাস করিত, তাহারাই বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া, আসিয়া অতিক্রম করিয়া, য়ুরোপের মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ইহারা প্রতিবাসীগণের অপেক্ষা অধিক রণদুর্ম্মদ বা দুর্দ্দান্ত ছিল না। উক্ত শতাব্দীর শেষে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অমিত-বলশালী যোদ্ধারূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহার এবং তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে তৎসাময়িক একজন চৈনেয় গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, "তিনি দেখিতে বিরাটকায় পুরুষ, বিশাল ললাট, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, এবং সাহসের জন্য বিশেষ রূপে প্রশংসিত। তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের মুখ চওড়া, চ্যাপটা, এবং চারচৌকা, গণ্ডাস্থি বৃহৎ; তাহাদিগের চক্ষের উপরের পাতা নাই, এবং তাহাদিগের গোঁপদাড়ী খুব ছোট ছোট; তাহাদিগের মূর্ত্তি বড়ই কুৎসিৎ।" সেই বিরাটকায় পুরুষের নাম জেঙ্গিস খাঁ। তিনি প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়া, শেষ তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলভুক্ত করেন। পরে তাহাদিগের সহায়তায় উত্তর-চীনের অধিকাংশ জয় করিয়া, পরে তিনি স্বীয় অধীনস্থ একজন সেনাপতির উপর চীনজয় শেষ করিবার ভার দিয়া, শেষ সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার উচ্চ কামনায় সসৈন্যে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি বলিতেন যে, "স্বর্গে যেমন কেবল একমাত্র পরমেশ্বর আছেন, সেইমত পৃথিবীতে একজন মাত্র রাজা থাকিবেন।" তিনি নিজে সমগ্র জগতের সেই একমাত্র অধীশ্বর হইবার কামনা করেন।

য়ুরোপীয় সৈন্যদল, মূলস্থান হইতে যতই শত্রুপূর্ণ বিদেশে সমরার্থ অগ্রসর হয়, ততই সেই সৈন্যদলের সমধিক বিপদ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং তাহার বলও ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। কিন্তু জেঙ্গিস খাঁর সৈন্যদল যেরূপ দেশের মধ্য

দিয়া গমন করে, তাহাতে সেই সৈন্যদলের অবস্থা সেরূপ হয় না। সেই সৈন্যদলের একটা নির্দ্দিষ্ট মূলস্থান ছিল না, তাহারা আপনাদিগের সমস্ত পশু, বস্ত্রাবাস এবং আপনাদের সমস্ত জিনিসই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। ঠিক বলিতে গেলে, তাহারা রীতিমত সৈন্যদলস্বরূপ ছিল না, একটা ভ্রমণকারী জাতির মতই ছিল। আসিয়িক বিস্তৃত পতিত তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি তাহাদিগের পশুগণের আহার দান করিতে থাকে, এবং পশুগুলি যোদ্ধাদিগের আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে; স্থতরাং এরূপ অবস্থায় এবম্বিধ সামান্য রসদ যাহাদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের পক্ষে অন্যস্থানে গমনকালে, যে স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইত, সে স্থানের সহিত কোন প্রকার সংবাদ আদানপ্রদান করিবার দরকার হইত না। সৈন্যদল যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার সংখ্যা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই গমনকালে সৈন্যদলের সহিত যে সকল পশুপালকজাতির সংঘর্ষণ হয়, সেই সকল জাতির নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আদৌ ছিল না, যেখানে পশু-চারণভূমি এবং পানীয় জল পাইত, সেই থানেই তাহারা বাস করিত, স্থতরাং তাহারা এই অগ্রগামী মূল সৈন্যদলের সহিত সহজেই মিলিত হইতে থাকে। এই প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে রাজ্যজয় সূত্রে জেঙ্গিস খাঁ, কার্পেথিয়ান হইতে আসিয়ার পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত এবং উত্তর সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইবার যে কামনা করিয়াছিলেন যদিও তাহা পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তিনি একাকী যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসের কোন সময়ের কোন লোকই সেরূপ হইতে পারেন নাই, তিনি এরূপ গর্ব্ব করিতে পারিতেন।

জেঙ্গিস খাঁ যে কেবল নিষ্ঠুর বিধ্বস্তকারী ছিলেন এমত নহে; তাঁহার মত মহান শাসনকর্ত্তা জগতে এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাঁহার শাসন-প্রতিভা, অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে নাই। তিনি একমাত্র বাহুবলে জয় করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে নানাজাতীয় নানাবিধ স্বভাবের প্রজা ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একটা মূলনীতিসূত্রমত শাসন-জীবন ছিল না, স্থতরাং সেই সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। তিনি নিজে সেই সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক জন বংশধর প্রধান খাঁ-পদে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত হয়েন, এবং শাসন-শক্তি তাঁহার দ্বারা নামমাত্র চালিত হয়, কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্ত্তা-গণ দ্রুতগতি তাঁহার অধীনতা ত্যাগ করিয়া, স্বাধীন হইতে থাকেন, এবং জেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দী পরেই সেই বিশালসাম্রাজ্য একটা ইতিহাসিক প্রাচীন উক্তিতে পরিণত হইয়া যায়।

মোগলসাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইলেও কিন্তু পাশ্চাত্য য়ুরোপের বিপদভীতি বিদূরিত হয় না। স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও মূল সাম্রাজ্য অপেক্ষা কম দুর্দ্দান্ত

ছিল না। জেঙ্গিসের একটী পৌত্র রুষীয়ার সীমান্তে কিপচাক নামে সাধারণ্যে বিদিত একটী নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, নিম্ন ভলগার একাংশে সিরাই নামে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজধানীর চিহ্ন এক্ষণে এতদূর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা কোন্ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইবন্ বাটুটা, সেই রাজধানী দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজধানী যেরূপ বৃহৎ সেইমত বহুল অধিবাসীপূর্ণ, এবং দেখিতে পরমরমণীয়। তথায় বহুল মসজিদ, এবং সুন্দর বাজারশ্রেণী বিরাজিত। রাজপথগুলি বিস্তৃত, এবং তথায় বাবিলন, ইজিপ্ট, সিরিয়া, এবং অন্যান্য দেশের বণিকেরা ব্যবসা করিতে আইসে। খাঁগণ এই স্থানে বাস করিয়া, দুই শতাব্দীকাল রুষীয়া শাসন করেন।

তাতারগণ রুষীয়া জয় করে বটে, কিন্তু তাহারা একেবারে দেশটী আপনাদিগের অধীনে রক্ষা করিতে বা আপনাদিগের হস্তে স্থানীয় শাসনভার গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহারা ভূমি চাহিত না, কারণ তাহাদিগের এত অপর্য্যাপ্ত ভূমি ছিল যে, তাহার কতক দান করিতে পারিত। তাহারা পশুপালনবৃত্তি ত্যাগ না করিয়া, নিরাপদে সম্ভোগ জন্য কেবল অস্থাবর সম্পত্তির উপরই দৃষ্টি দিতে থাকে। সেই জন্যই তাহারা স্বদেশে যে নীতি অবলম্বন করিত, রুষীয়াতেও সেইমত নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে। তাহাদিগের আধিপত্য স্বীকৃত হইলেই তাহারা বিজীত প্রদেশে রাজপুরুষ পাঠাইয়া, সেখানকার লোকসংখ্যা গণনা করাইয়া, সেই লোকসংখ্যা অনুসারে কর সংগ্রহ করিয়া লইত। যেরূপ বলে এবং যেরূপ নিষ্ঠুরপ্রণালীতে এই কর সংগ্রহ করিত, তাহা বিজীত লোকদিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইত। করসংগ্রাহকদিগের অত্যাচার-উৎপীড়নসূত্রে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড ঘটিত, এবং সেই জন্য সেই বিদ্রোহীদিগকে অতি গুরুতর দণ্ডও দেওয়া হইত। কিন্তু তাতারগণ কোন কালেই সসৈন্যে সমস্ত দেশ অধিকার পূর্ব্বক সমস্ত ভূমি বাজেআপ্ত করিয়া লইত না, এবং স্থানীয় চলিত রাজনৈতিক শাসনবিভাগেও কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিত না। মধ্য সময়ে যেরূপ কোন দেশ জয় করিলে, সে দেশের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা হইত, তাতারগণ তাহা আদৌ জানিত না। খাঁগণ কোনকালেই এক মুহূর্ত্তের জন্যও রুষীয় প্রজাদিগকে তাতারজাতিতে পরিণত করিবার চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা কেবল মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুষীয় রাজগণকে * রাজভক্তিমূলক শপথ করাইয়া লইতেন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে কতক পরিমিত কর লইতেন। বিজীতগণ আপনাদিগের ভূমি, ধর্ম্ম, ভাষা, বিচারালয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান অক্ষতভাবে রক্ষা করিতে অনুমতি পাইত।

রুষীয় ধর্ম্মবিভাগের প্রতি তাতার জেতাগণ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার দ্বারাই তাহাদিগের আধিপত্যের বিবরণ বিশদরূপে চিত্রিত হইতেছে। রুষীয়াজয়ের অর্দ্ধ

---

* তাতারদিগের আধিপত্যের সময়ে রুষীয়ায় বহুল স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল।

শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত তাতারগণ, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত এক প্রকার ধর্ম্ম পালন করিত এবং অগ্নি-উপাসকদিগের কোন কোন ধর্ম্মবিধিও ইহাদিগের অবলম্বনীয় ছিল। এই সময়ে খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রতি মধ্যাবিৎরূপে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিত। প্রধান খাঁ খুইয়ুক, স্বীয় বাসস্থানের নিকট একটী খ্রীষ্টান ভজনাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী খুবিলাই, খ্রীষ্টান-দিগের ইষ্টার পর্ব্বোৎসবের সময় প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টানদিগের সহিত যোগদান করিতেন। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে কিপচাকনগরের খাঁ, উক্ত রাজধানীতে একজন বিসপ নিয়োগ জন্য রুষীয়দিগকে অনুমতি প্রদান করেন, এবং তাঁহার পরিবারেরর কয়েক জন খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণও করেন। তাতার-রাজবংশীয় উক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে একজন, একটী খ্রীষ্টান মঠ স্থাপন করিয়া দেন, এবং রুষীয় ধর্ম্মজগতে তিনি একজন সাধুরূপে গণ্য হয়েন! গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরীগণ, মাথাগুন্তি করদান হইতে নিষ্কৃতি পান, এবং সেই পাদরীগণকে যে সনন্দপত্র দেওয়া হয়, তন্মধ্যে লিখিত থাকে যে, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের ধর্ম্মের বৃথা অপবাদ দিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিছু দিন পরে এই রাজবংশ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, কিন্তু সে সূত্রে খাঁগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বনীতি পরিবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা খ্রীষ্টান পাদরীদিগের প্রতি পূর্ব্বমত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকেন, এবং তাঁহারা যেভাবে পাদরীদিগকে রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা বহুকাল অবিস্মৃত থাকিয়া যায়। বহুপুরুষ পরে যখন স্বেচ্ছাচারী খ্রীষ্টান রুষসম্রাট, ধর্ম্মবিভাগের সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত করিতে চাহেন, সেই সময়ে অসন্তুষ্ট পাদরীমণ্ডলী, "ঈশ্বরবিহীন" তাতার খাঁগণের শাসননীতির সহিত গোঁড়া খ্রীষ্টান রুষসম্রাটের নীতির তুলনা করিয়া, তাতারগণের প্রশংসা করিতে থাকেন।

প্রথম প্রথম জেতা এবং বিজীতদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সামান্য মাত্র বিশ্বাস ছিল। প্রবল অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন জন্য রুষীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ অধীর-ভাবে বিশেষ সুবিধা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, করসংগ্রাহকদিগের উৎপীড়ন উপদ্রবে প্রজাপুঞ্জ নিগৃহীত হইতে থাকে, যাহাতে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া হত্যাকাণ্ড আরম্ভ না করে, খাঁগণ তন্নিবারন জন্য বিশেষ উপায়াবলম্বন করিতে থাকেন এবং যদি তাঁহাদিগের আজ্ঞা মান্য করা না হয়, তাহা হইলে, সমগ্র দেশটি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন বলিয়া, ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। কিন্তু সময়ের গতিতে সেই পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিদ্রোহিতা অনেক হ্রাস হইয়া আইসে। রুষীয় রাজগণ ক্রমে ক্রমে জানিতে পারেন যে, স্বাধীনতালাভের যে কোন চেষ্টাই বিফল হইবে, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই নবীন অবস্থাতেই তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়েন। তাঁহারা খাঁর শাসনশক্তি লোপের চেষ্টা না করিয়া, আপনাদিগের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের আশায় খাঁর অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করিতে থাকেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তাতার অধিপতির নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে থাকেন, খাঁর

ন্ত্রীগণ ও রাজপারিষদগণকে মূল্যবান উপঢৌকন দিতে থাকেন, এবং সেই সূত্রে খাঁ কর্তৃক আপনাদিগের শাসনশক্তি-স্বীকারসম্বন্ধীয় সনন্দপত্রপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। কোন কোন সময়ে খাঁর পরিবারের সহিত তাঁহারা বৈবাহিক আদানপ্রদানও প্রচলিত করেন। যাঁহারা এরূপে খাঁর অনুগ্রহ লাভ করিতেন, তাঁহারা সেই অনুগ্রহের বলে, স্বজাতীয় প্রতিবাসী রাজার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া, স্বীয় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়া লইতেন, এবং সে কার্য্যে তাতার-সৈন্যদলের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। অন্যপক্ষে খাঁগণ, অধীন রাজগণের উপর সমধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, তাঁহাদিগের উপর করসংগ্রহের ভার দিতেন, এবং আপনাদিগের যে সকল করসংগ্রাহক, প্রজাদিগের নিতান্ত চক্ষুশূল হইয়া উঠিত, তাহাদিগকে প্রত্যাহ্বান করিতেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারপ্রাপ্ত রাজগণ নিয়মিতরূপে কর দান করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জুদ্র রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ শাসনের প্রতি আদৌ হস্ত ক্ষেপ করিতেন না। এককথায় রুষীয় রাজগণ, খাঁর সহকারীর কাজ করিতেন এবং তাঁহারা কতক পরিমাণে তাতার হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে জনকতক উক্ত নীতি এতদূর চালনা করিয়াছিলেন যে, প্রজারা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিত যে, "ইহাঁরা তাতারদিগকে এবং তাহাদিগের ভাষা নিতান্ত ভাল বাসেন, এবং তাহাদিগকে ভূমি, স্বর্ণ এবং সকল প্রকার জিনিস মুক্তহস্তে দিয়া থাকেন।"

যদি কিপচাকের খাঁগণ বুদ্ধিমান এবং বহুদর্শী নীতিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আরও বহুকাল রুষীয়ায় আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিতেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগের রাজনৈতিক জ্ঞান নিতান্তই কম ছিল। অধিকৃত প্রদেশ হইতে কেবল মাত্র যতদূর সম্ভব রাজ-কর আদায়ের দিকে দৃষ্টি থাকায়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় উচ্চ বিষয়ে তাঁহাদিগের আদৌ দৃষ্টি ছিল না, এবং সেই স্বেচ্ছাসম্ভূত অসম্পূর্ণ দৃষ্টির কারণই তাঁহারা রাজনৈতিক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন। রুষীয় রাজগণের সকলকে সমান অবস্থায় রাখিয়া সকলকেই সমভাবে দুর্ব্বল করিতে তাঁহাদিগের দৃষ্টি ছিল না; তাঁহারা উৎকোচও তোষামোদের বশবর্ত্তী হইয়া, একাধিক অধীন রাজ-গণকে অপর সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেন। প্রথম প্রথম কেবল বড়রকম শূন্য উপাধির দ্বারা রাজগণেরপদোচ্চতা সাধন করা হইত; কিন্তু সেরূপে অনুগৃহীত রাজগণ, শীঘ্রই সেই শূন্য উপাধিকে প্রকৃত শক্তিতে পরিণত করিয়া কেবল আপনারাই একায়েক তাতার অধিপতির সহিত সংবাদ আদান প্রদানের স্বত্ব সংগ্রহ করিয়া, অন্যান্য রাজগণকে তাতার অধিপতিকে দেয় কর তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইতে বাধ্য করিয়া ফেলেন। যদি কোন নিম্নপদস্থ রাজা উক্ত আজ্ঞা পালন না করিতেন, অর্থাৎ তাতার অধিপতির প্রাপ্য কর তাঁহাদিগের দ্বারা না পাঠাইতেন, তাহা হইলে, সেই উচ্চ উপাধিধারী রাজা, তাঁহাকে বিদ্রোহীরূপে তাতার-রাজসভায় বিবৃত করিয়া, সহজেই তাঁহাকে বিধ্বস্ত

করিয়া ফেলিতেন। কোন উচ্চপদস্থ রাজা, সেরূপে কোন রাজাকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রকাশ করিলে, সেই রাজাকে সর্ব্বপ্রধান বিচারসভায় আহ্বান করা হইত। সেখানে বিচারকার্য্য নিতান্ত সরাসরি প্রণালীতে শেষ হইত, এবং উচ্চপদস্থ রাজা, সে সভায় সহজেই আপনার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করিয়া লইবার উপায় প্রাপ্ত হইতেন।

যে সকল রাজা উক্ত প্রকারে আপনাদিগের প্রাধান্য সংগ্রহ করিতে থাকেন, তন্মধ্যে মস্কাউর রাজগণই সর্ব্বাপেক্ষা সফল হয়েন। যদিও তাঁহারা সাহসী জাতি ছিলেন না, অথবা এমত কোন গুণও ছিল না, যাহার জন্য কঠোর নীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা চতুর, চালাক, এবং অধ্যবসায়শীল ছিলেন। তাঁহারা প্রথমেই যখন জানিতে পারেন যে, তাতার-রাজদরবারে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে পারিলে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায়, তখন তাঁহারা স্বরাজ্যে নিতান্ত পরিমিতব্যয়ীরূপে অবস্থান পূর্ব্বক যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেন, তাহা তাতার-দরবারে ব্যয় করিতেন। সেই প্রাপ্ত অনুগ্রহ চিরস্থায়ী করিবার জন্য, এমন কি তাহারা খাঁর পরিবারের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধবন্ধন স্থাপন করিয়া, তদীয় অধীন সহকারীরূপে বিশেষ আগ্রহের সহিত কাজ করিতে থাকেন। যখন নভগরডের উদ্ধত এবং দুর্দ্দান্ত সাধারণতন্ত্র সভা, বার্ষিক কর দান করিতে অসম্মত হয়, তখন উক্ত রাজগণ সেই বিদ্রোহীদিগের উপদ্রব নিবারণ ও নেতাদিগকে দমন করেন; এবং যখন ভার নামক স্থানের অধিবাসীগণ, তাতারদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া, আপনাদিগের রাজাকেও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য করিয়া তুলে, তখন মস্কাউর চতুর রাজা, তাতার-দরবারে গমন করিয়া, খাঁর নিকট হইতে উক্ত বিদ্রোহী প্রদেশের স্বত্ব লাভ করেন এবং উক্ত প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার জন্য ৫০,০০০ তাতার সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপে তাতার খাঁদিগের যত দিন পর্য্যন্ত দুর্দ্দমনীয় শক্তি ছিল, মস্কাউর চতুর রাজগণ ততদিন পর্য্যন্ত "তাতারদিগকে বড়ই ভাল বাসিতেন" কিন্তু খাঁদিগের শক্তি-প্রতাপ হ্রাস হইবা মাত্রই তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। যখনএই কিপচাক রাজ্যটী—যাহা পূর্ব্বে মূল তাতারসাম্রাজ্যের এক অংশস্বরূপ ছিল, সেই মূলসাম্রাজ্যের ন্যায় একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন সেই উচ্চাকাঙ্খাযুক্ত রাজগণ সময়ের শুভ লক্ষণ জানিতে পারিয়া, মুক্তিপ্রত্যাশীদলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের সে চেষ্টা প্রথমে নিষ্ফল হইলেও অবশেষে তাঁহারা মাতৃভূমিকে ঘৃণ্য তাতারদিগের পরাধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়েন।

উপরে তাতার-আধিপত্যের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণবদ্ধ হইল, পাঠক তৎপাঠে সহজেই জানিতে পারিবেন যে, সেই আধিপত্যসূত্রে রুষীয়া আদৌ তাতারত্ব

প্রাপ্ত হয় নাই। তাতারগণ কোনকালেই মূল রুষীয়ায় বাস করে নাই, এবং প্রজাদিগের সহিত কখনও সংমিলিত হইয়া যায় নাই। তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত পৌত্তলিক এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত ছিল, তত দিন তাহাদিগের কতকগুলি উচ্চপদের লোক খৃষ্টান হইয়া, রুষীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান; কিন্তু তাহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বন করিবা মাত্রই সেই খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বন রহিত হইয়া যায়। রুষীয়ার উত্তরাংশে রুষীয় কৃষক এবং ফিনজাতির মধ্যে যেমন পরস্পরের একত্র সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাতারদিগের সহিত রুষদিগের সেরূপ সংমিশ্রণ ঘটে নাই। রুষীয়গণ খ্রীষ্টানরূপে এবং তাতারগণ মুসলমানরূপে অবস্থান করিতে থাকে; এবং এই ধর্ম্মবিভিন্নতাই দুইটী জাতির মধ্যে প্রবল প্রাকাররূপে অবস্থান করে।

যাহা হউক, ইহা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাতারদিগের আধিপত্য, রুষীয়দিগের আচারব্যবহার এবং জীবনের উপর কোন প্রাবল্য বিস্তার করিতে না পারিলেও রুষীয়জাতির রাজনৈতিকবিভাগে গভীর এবং স্থায়ী প্রাবল্য বিস্তার করিয়া গিয়াছে। যে সময়ে তাতারগণ রুষীয়া জয় করে, সে সময়ে রুষীয়ায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, এবং রুরিকের বংশধরগণই সেই রাজ্যগুলির রাজা ছিলেন। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ভৌগোলিক ধারাবদ্ধরূপে নিয়মিত ভাবে সংস্থাপিত ছিল না; সীমান্তগুলিও যাহার যেমন ইচ্ছা, সেইমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছিলেন। আবার সেই মূলরাজ্যগুলিও রাজকুমারগণ পৈত্রিক স্বত্বমত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় সেই খণ্ডবিখণ্ড রাজ্যগুলি শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, একটী রাজ্যে পরিণত এবং একজন রাজার অধীন হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তাতার খাঁগণ যে রাজনীতি অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা সেই রাজ্যগুলির একতাসম্পাদনের এবং রুষীয় জার অর্থাৎ সম্রাট, এক্ষণে যে একমাত্র যথেচ্ছাচার শাসনশক্তি চালনা করিতেছেন, সেই শক্তি সৃষ্টি সম্বন্ধেও বিশেষ সহায়তা সাধিত হইতে থাকে। যদি বিদেশীয়দিগের হস্তক্ষেপ ব্যতীত উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একত্রিত হইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহে যেরূপ রাজনৈতিক সংমিলন দৃষ্ট হইত, সেইমত একপ্রকার মিশ্রশাসন অর্থাৎ রুষ-সম্রাট এবং প্রজাপুঞ্জ, উভয়ের মধ্যেই রাজনৈতিক স্বত্ব ন্যূনাধিক পরিমাণে বিভক্ত দেখিতে পাইতাম। তাতার-শাসনে সেই সকলপ্রকার স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনের বিলোপ সাধিত হওয়ায়, সেটী ঘটিতে পারে নাই। মস্কাউর সিংহাসনে যে সকল জার অর্থাৎ সম্রাট প্রথম আরোহণ করেন, তাঁহারা প্রাচীন স্বাধীন রাজবংশের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তাঁহারা তাতার খাঁদিগেরই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। সেই জন্যই ইহা বলা যাইতে পারে যে, গত চারিটী শতাব্দীতে যে রুষীয় স্বেচ্ছাচার-শাসনশক্তি, রুষীয় ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর রাজনৈতিক অভিনয় করিয়াছে, সেই শক্তিটী কতক পরিমাণে তাতার-আধিপত্যের ফলস্বরূপ সৃষ্ট।

এই প্রস্তাবটী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের চক্ষে যেমত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহা তদপেক্ষা গুরুতর এবং প্রয়োজনীয়, আমরা প্রথমে কেন এ কথা বলিয়াছি, পাঠক, এক্ষণে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে তুরস্কে খৃষ্টানগণের যেরূপ অবস্থা, কিপচাকের খাঁদিগের শাসনেও খ্রীষ্টানদিগের ঠিক এইমত অবস্থা ছিল। এক্ষণে বুলগেরিয়া যেভাবে শাসিত হইতেছে, রুষীয়া জয়ের পর খাঁগণও সেইভাবে কিছুকাল রুষীয়া শাসন করিতেন; সারভিয়া এবং রোমেলিয়া এক্ষণে যেরূপ স্বত্ব স্বাধীনতা পাইয়াছে, রুষীয়া পরে সেইমত স্বত্ব-স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং সর্ব্বশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এমতে রুষীয়গণই শ্লাভদিগের প্রথম মুক্তিসাধনের পথাবিষ্কার করে। শ্লাভদিগের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে তাতারদিগের অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে পরাধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করে। এ ঘটনাটী তাহারা ভুলে নাই, এবং তাহাদিগের সমরক্তবাহী যে সকল জাতি, তাহাদিগের আদর্শে স্বাধীনতা সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগের প্রতি ইহারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া, আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি না। সারভীয় এবং বুলগেরীয়দিগের প্রতি রুষীয়গণ যে সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তাহা মৌখিক বলিয়া যে, প্রকাশ করা হয়, যিনি প্রাচ্য য়ুরোপের ইতিহাস জ্ঞাত আছেন, তিনি কখনই তাহা স্বীকার করিবেন না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কোশাকগণ।

তাতারদিগের অত্যাচার-উপদ্রব—ক্রিমিয়ার ক্রীতদাসের বাজার—সীমান্তরক্ষী সৈন্য দল এবং স্বাধীন কোশাকগণ—"নদীয় পরপার"—স্পার্টা এবং মধ্য সময়ের বীর কুলীনশ্রেণীর সহিত জাপারোভীয়শ্রেণীর তুলনা—ডন, ভলগা, এবং ইউরালের কোশাকগণ—সীমান্তের সমর—মধ্য সময়ের কোশাকগণ—ডনের কোশাকদিগের ভূস্বত্ব-প্রণালী—পশুপাল হইতে কৃষক অবস্থায় পরিণতি—সামাজিক উৎকর্ষ-তার "সার্ব্বভৌমিক বিধি"—গ্রাম্যমণ্ডলীর সম্পত্তি বনাম গুপ্ত সম্পত্তি—ভূমি রেজেষ্টরির উপায়স্বরূপ বেত্রাঘাত দণ্ড।

তাতারদিগকে সহজে পরাস্ত করা যাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে দমনপূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে আইন এবং শান্তি প্রচলন করা আরও গুরুতর কষ্ট-সাধ্য হইয়াছিল। তাহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতাচ্যুত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত তাহাদিগের সেই আদিম পশুপালন জীবনযাত্রা-প্রণালী রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, এবং বর্ত্তমানকালে আমেরিকার পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে রেড ইণ্ডিয়ানগণ যেমন শ্বেতকায় উপনিবেশীদিগকে মধ্যে মধ্যে উপদ্রব আক্রমণ দ্বারা উৎপীড়িত করি-তেছে, তাহারাও সেইমত বহুকাল ধরিয়া, দূরবর্ত্তী প্রদেশের কৃষকজাতির উপর পতিত হইয়া, অত্যাচার উপদ্রব করিতে থাকে। ক্রিমিয়া এবং কৃষ্ণসাগরের উত্তরাংশস্থ বিস্তৃত পতিত ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ তুরস্কের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সুলতানের করদাতারূপে তাঁহার অধীনে অবস্থানসূত্রে তাহারা রুষীয়দিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করায়, বিশেষ বিঘ্নবাধা উপস্থিত হয়। সে সময়ে তুরস্কগণ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী জাতিরূপে অবস্থান করিতেছিল, অন্যপক্ষে মস্কাউর জার, সেই সুল-তানের সহিত সফলতার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে নিতান্ত হীনবল জ্ঞান করিতেন। উত্তরাংশের প্রতিবাসীগণ যদি ক্রিমিয়ার খাঁর উপর বল প্রয়োগ করিতে যাইতেন, তাহা হইলে, তিনি কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সাহায্য পাইতেন। ক্রিমিয়া এবং রুষীয়ার সীমান্তের মধ্যস্থ বিস্তৃত পতিত ভূখণ্ডে যে সকল পশুপালজাতি ভ্রমণ করিত, উক্ত খাঁ, তাহাদিগের উপর নামমাত্র আধিপত্য রক্ষা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই পশুপালজাতির উপদ্রব-অত্যাচার নিবারণ করিতে ইচ্ছাও করিতেন না এবং তাঁহার সেরূপ ক্ষমতাও ছিল না। সেই পশুপালজাতি, রুষীয়া এবং পোলদিগের রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, যে সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিত, তন্মধ্যে অনেক মনুষ্যকে দাসরূপে নিশ্চয়ই ধরিয়া আনিত এবং সেই সমস্ত লোক ক্রীতদাসরূপে আধুনিক থিয়োডোসিয়াস্বরূপ কাফা এবং উপকূলস্থ অন্যান্য সমুদ্রবন্দর হইতে বিদেশে প্রেরিত হইত।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত দাসব্যবসায় চলিতে থাকে, শেষ উক্ত বর্ষে রুষীয়া, ক্রিমিয়া অধিকার এবং একেবারে স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে, উক্ত প্রথা রহিত হয়। একজন লিথুয়ানীয় পর্য্যটক ষোড়শশতাব্দীতে উক্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক উক্ত দাসব্যবসা সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "আসিয়া হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তৎসমস্ত জাহাজে ক্রিমিয়ার তাতারদিগের জন্য যুদ্ধাস্ত্র, বস্ত্র এবং ঘোটক নীত হয়, এবং সেই সকল জাহাজ আসিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে ক্রীতদাসপূর্ণ হইয়া যায়। কেবল এই প্রকারের ব্যবসার জন্যই ক্রিমিয়ার বাজার বিখ্যাত। উপহারস্বরূপই হউক বা বন্ধক-স্বরূপেই হউক সকল সময়েই ক্রীতদাস পাওয়া যায় এবং বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। যে কোন ধনবান, ঘোটক কিনিতে ইচ্ছা করিলেই সেই ক্রীতদাসের বিনিময়ে তাহা পাইতে পারে। যদি কোন লোক, বস্ত্র, অস্ত্র, বা ঘোটক কিনিতে ইচ্ছা করে, এবং সে সময়ে যদি তাহার নিকট ক্রীতদাস না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই সর্ত্তে সেই আবশ্যকীয় জিনিসগুলি ধারে ক্রয় করে যে, সে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদিগের স্বজাতীয় কতকগুলি লোক দিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে সে উক্ত পরিমিত লোক পাইবেই তাহার এমত দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রায়ই অবিকল পালিত হইয়া থাকে, কারণ তাহাদিগের উঠানে প্রতিনিয়তই আমাদিগের স্বজাতীয় অনেক লোক আবদ্ধভাবে রক্ষিত হয়। একজন ইহুদী মহাজন, তুয়ারি-সের দ্বারে বসিয়া অর্থ বিনিময় করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি আমাদিগের স্বজাতীয় অগণিত লোককে বন্দীভাবে যাইতে দেখিয়া, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদিগের দেশে এখন আরও মানুষ আছে না কি? এবং এত অগণিত লোক কোথা হইতে আসিতেছে? যে সকল বন্দী সবল, তাহাদিগের কপালে এবং গণ্ডে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্ন দেওয়া হয়, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, সমস্ত দিন তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা দারুণরূপে উৎপীড়িত করা হইতে থাকে, এবং রজনীতে অন্ধকারময় অতি ক্ষুদ্র গহ্বরাকৃতি ঘরের মধ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যে সকল পশু স্বভাবতঃ মরিয়া যায়, সেই সকল পশুর পচিত, পোকাবিশিষ্ট মাংস—যাহা কুক্কুরেও ঘৃণা করিয়া থাকে—সেই মাংস রন্ধন করিয়া, তাহা অতি সামান্য পরিমাণে খাদ্যস্বরূপ দিয়া, তাহাদিগকে জীবিত রাখা হয়। যে সকল স্ত্রীলোক নিতান্ত কোমলাঙ্গিনী, তাহাদিগের প্রতি অন্য প্রকার ব্যবহার করা হয়; তাহাদিগের মধ্যে যাহারা গীত বাদ্য করিতে পারে, উৎসবস্থলে আমন্ত্রিতগণের আমোদসম্পাদনার্থ তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। ষ্টর্ক নামক বৃহৎকায় পক্ষীসকল দলবদ্ধ হইয়া শূন্যমার্গে যেমন উড়িয়া যায়, ক্রীতদাসদিগকেও সেইভাবে দলবদ্ধ করিয়া, পরস্পরের গলদেশ একত্র লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। বাজারে তাহাদিগকে নীলামের ডাকে বিক্রয় করা হয়। নীলামকারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে—

'নূতন আমদানী, ইহারা ধূর্ত্ত নহে, সরল লোক, পোলাণ্ড রাজ্য হইতে ইহাদিগকে সম্প্রতি ধরিয়া আনা হইয়াছে। ইহারা মস্কাউয়ের লোক নহে।' মস্কাউয়ের লোকেরা চতুর এবং প্রবঞ্চক বলিয়া, তাহাদিগের মূল্য বড় অধিক হয় না। ক্রিমিয়ায় এই প্রকারের বাণিজ্যকার্য্যে ক্রেতারা বেশ দেখিয়া শুনিয়া, সমস্ত বুঝিয়া ক্রয় করিয়া থাকে। সারাসেন, পারসীক, ভারতীয়, আরবীয়, সিরীয় এবং আসিরীয় প্রভৃতি কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্যই বিদেশীয় বণিকেরা এই লোকদিগকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে। ক্রয় করা ধার্য্য হইয়া যাইলে, ক্রীতদাসের সব দন্ত আছে কি না, কোন দন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে কি না, ইহা জানিবার জন্য দন্তসকল পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের শরীরের কোন গুপ্ত অংশও বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখে। কারণ অঙ্গের কোন স্থানে আব, স্ফোটক, ক্ষত থাকিলে বা কোন অঙ্গ বিকৃত দেখিতে পাইলে, মূল্য কমান হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপে পরীক্ষা করা হইলেও ধূর্ত্ত দাসবিক্রেতা এবং দালালগণ, ক্রেতাদিগকে বিলক্ষণ ঠকাইয়া থাকে; তাহারা মূল্যবান বালক বা বালিকাদিগকে একেবারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে না, প্রথমে তাহাদিগকে উত্তমরূপে আহারদানে মোটা করিতে থাকে, এবং পশমী বস্ত্র পরাইয়া, এবং মুখমণ্ডলে সুন্দর বর্ণপ্রকাশক এক প্রকার চূর্ণ লেপন করিয়া, উচ্চ মূল্যে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। কোন কোন সময়ে আমাদিগের স্বজাতীয়া পরমাসুন্দরী যুবতীদিগকে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া বহুল স্বর্ণ লাভ করে। এখানকার সকল নগরেই—বিশেষতঃ কাফায় এইরূপ দাস বিক্রয় হইয়া থাকে।" *

তস্কর, পশুচোর, এবং মনুষ্যচোর প্রতিবাসীগণের উপদ্রব-আক্রমণ হইতে বিস্তৃত পতিত প্রদেশের কৃষকদিগকে রক্ষার নিমিত্ত মস্কাউর জারগণ এবং পোলাণ্ডের রাজগণ, দুর্গাবলী নির্ম্মাণ, বেষ্টনীসমূহ স্থাপন, গাতখনন, এবং নিয়মিতরূপে সৈনিক প্রহরী রক্ষা করিতেন। সেই সৈন্যদলকে কোশাক বলা হইত, কিন্তু ইতিহাস এবং গল্পে যাহারা কোশাক বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত, ইহারা সে কোশাক নহে। বিবাদনীয় প্রদেশের সীমান্তের বাহিরের যে অংশ, দুইটী বিবাদমানজাতির মধ্যস্থলে ছিল, খাঁটী "স্বাধীন কোশাকগণ," তথায় বাস করিত এবং তাহারা তথায় স্বায়ত্তশাসক সামরিক বিভিন্ন সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া থাকিত। নিয়েপার, ডন, ভলগা, এবং য়ায়িক বা ইউরাল এই কয়টী দক্ষীণবাহিনী নদীই উক্ত স্বাধীন কোশাকদিগের এক এক সম্প্রদায়ের অধীন ছিল, এবং খৃষ্টানই হউক বা তাতারই হউক, কেহই তাহাদিগের সম্মতি না লইয়া, তাহাদিগের দেশমধ্য দিয়া যাইতে পারিত না। রাজকীয় মতে তাহারা রুষীয়রূপে গণ্য হইত, গোঁড়া খৃষ্টানধর্ম্ম পালন করিত, এবং নিয়েপারের কোশাকগণ ব্যতীত অপর সকল সম্প্রদায়ই জারের অনুগত প্রজারূপে গণ্য হইত

* মাইকেলোনিয়া লিৎভাস "ডি মরিবাস তারতারোরম ফ্রাগমিনা" গ্রন্থে ইহা লিখিয়াছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা অন্য প্রকার ছিল। যদিও তাহারা মূলতঃ রুষীয়, এবং তাহাদিগের ভাষাও রুষীয়, এবং রুষীয়দিগের প্রতি তাহাদিগের সহানুভূতিও ছিল, কিন্তু তাহাদিগের যে তাতার-রমণীগণকে চুরি করিয়া আনিবার অভ্যাস ছিল, সেই সূত্রেই তাহাদিগের দেহে তাতাররক্তও মিশ্রিত হইয়া যায়। যদিও তাহারা স্বতঃকথিত খ্রীষ্টধর্ম্মরক্ষক এবং মুসলমানধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী ছিল, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না, সুতরাং তাহারা খৃষ্টানধর্ম্মবিভাগের পাদরীগণের আনুগত্যও স্বীকার করিত না। তাহাদিগের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সহজে ব্যক্ত করা দুষ্কর। তাহারা মুখে রুসসম্রাটের আনুগত্য স্বীকার এবং তৎপ্রতি ভক্তি প্রকাশ করিলেও রুষসম্রাট যে সকল আজ্ঞা প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে যেটীতে তাহাদিগের স্বার্থ থাকিত, সেটী ব্যতীত, অন্য আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য বোধ করিত না। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে যে, সম্রাটও তাহাদিগের প্রতি সেইমত ব্যবহার করিতেন। যখন তিনি সুবিধা এবং আবশ্যক বোধ করিতেন, তখনই কেবল তাহাদিগকে অনুগত প্রজারূপে স্বীকার করিতেন; এবং যখন তাহারা তুরস্করাজ্যে পড়িয়া উপদ্রব অত্যাচার করিত বলিয়া, তাঁহার নিকট অনুযোগ উপস্থিত করা হইত, তখন তিনি বলিতেন যে, তাহারা আমার প্রজা নহে, ডাকাত দস্যু মাত্র, এবং সুলতানের যদি ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাকাত দস্যুগণ মস্কাউয়ের রাজপক্ষ হইতে নিয়মিতরূপে যে, যুদ্ধাস্ত্র প্রাপ্ত হইত, অধুনা প্রকাশিত কাগজপত্র দ্বারা তাহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যসময় পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের রাজগণের সহিত নিয়েপারের কোশাকদিগেরও উক্তবিধ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তাহার পরই তাহারা পোলাণ্ডের রাজার অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগকে মস্কাউয়ের সম্রাটের প্রজারূপে ঘোষিত করে।

উপরোক্ত যে সম-স্বাধীন সামরিকসম্প্রদায় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের সমস্ত অংশে প্রাকাররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে নিয়েপারের জাপরোভিয়ানগণ * এবং ডনের কোশাকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল।

নিয়েপার নদীর তীরসংলগ্ন যে স্থানে নদীবক্ষে পাহাড়শ্রেণী বিরাজমান থাকায় তরঙ্গিনী কয়েক ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটে জাপরোভিয়ানদিগের দুর্গবদ্ধ শিবিরস্বরূপ প্রধান আড্ডা বা রাজধানী ছিল। বিস্তৃত পতিত প্রান্তরাভিমুখ হইতে কোন পর্য্যটক উক্ত রাজধানী অভিমুখে আসিলে, তাহাকে প্রথমতঃ একটী বাজারে প্রবেশ করিতে হইত, সেই বাজারে বহুল পরিমিত ইহুদী বণিক ব্যবসায়ী বাস করিত। সেই বাজারের আরও শেষাংশে একটী উচ্চচূড় দুর্গ ছিল, এবং সেই দুর্গের দ্বারটী অতি বৃহৎ ছিল। সেই দুর্গের পশ্চাতে বিস্তৃত অনাবৃত

* ইহারা যে "জাপরোভিয়ান" নামে পাশ্চাত্য প্রদেশে বিদিত, সেই জাপরোভিয়ান শব্দটী রুষীয় জপরোঝসি শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সেই শব্দের অর্থ, "যাহারা নদীর পারে বাস করে।"

ভূমির চারিদিকে ৩৮টী বৃহদাকার কাষ্ঠনির্ম্মিত চালা ছিল। সেই চালাগুলি কেবল দেখিতেই বৃহৎ ঘরের মত ছিল, তন্মধ্যে কোন প্রকার অধিক আসবাব থাকিত না। সেই প্রত্যেক চালার মধ্যে এক একদল কুরেণ বা কোশাকসৈন্য বাস করিত, এক এক সময়ে ৬০০ লোকও তন্মধ্যে থাকিত। দিনের বেলা কুরেণের সমস্ত লোক তথায় একত্র আহার জন্য সমবেত হইত, এবং এই চালার মেজেতেই সকলে রাত্রিতে নিদ্রা যাইত। সেই অনাবৃত বিস্তৃতপ্রদেশে সভা করিয়া, প্রতিবর্ষে আৎমান অর্থাৎ আপনাদিগের প্রধানকর্ত্তা নির্ব্বাচন এবং সকলের মঙ্গলমূলক প্রশ্নের আলোচনা করিত। সেই সভায় প্রায়ই গণ্ডগোল উপস্থিত হইত, এবং জাপরোভিয়ানগণ আত্মশাসনে অনভ্যস্ত থাকায়, মধ্যে মধ্যে সেই সভায় রক্তপাতও হইত এবং শত্রু বা মিত্রের মুখ হইতে কোন প্রকার অবমাননাজনক কথা শুনিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ দান করিত। অন্যান্য শান্তিপূর্ণ সময়ে এই স্থানেই কোশাকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া—প্রায়ই মাতাল অবস্থায়—তাহাদিগের প্রিয় "লুলকি" অর্থাৎ ধুমপানের নল-হস্তে পাদবিহার করিত, অথবা অলসভাবে পড়িয়া রৌদ্র পোয়াইত, এবং মৎস্য ধরিবার সময় আসিলে, কে কত ধরিতে পারিবে, কিম্বা তাতার-আউল আক্রমণ করিবার কোন প্রস্তাব হইলে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিত। সেই প্রকাশ্য স্থানের বাহিরে একটী প্রাকারবদ্ধ ক্ষুদ্রস্থানের মধ্যে ধনাগার, আৎমানের কাষ্ঠনির্ম্মিত সামান্য ক্ষুদ্রবাটী—যাহা একজন সঙ্গতিপন্ন কৃষকের বাটীর তুল্য—এবং কুমারী মেরীর নামে উৎসর্গীকৃত একটী ভজনাগার ছিল। উক্ত দুইটী প্রাকার-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকই প্রবেশানুমতি পাইত না।

এই জাপারোভিয়ান সামরিকসম্প্রদায়ের সহিত কখন কখন প্রাচীন স্পার্টার তুলনা করা হয়, এবং কখনওবা মধ্য-সময়ের সামরিক কুলীনশ্রেণীর সহিতও তুলনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্যপ্রকার। স্পার্টার সম্ভ্রান্ত উচ্চ-শ্রেণী, বহুল লোককে আপনাদিগের দাসের ন্যায় অধীনে রক্ষা করিতেন, এবং তাঁহারা নিজেও মেজিষ্ট্রেট অর্থাৎ বিচারকদিগের দ্বারা প্রায়ই কঠোররূপে রক্ষিত হইতেন। অন্যপক্ষে নিয়েপারের এই কোশাকগণ, মৎস্য ধরিয়া, শিকার করিয়া, হত্যা-উপদ্রব করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এবং যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে শাসন-আজ্ঞা মান্য করা কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। সেচ নামে অভি-হিত সেই দুর্গবদ্ধ শিবিরের মধ্যে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগের সকলের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে সমত্ব বিরাজ করিত। "কোশাক, ধীরভাবে সহ্য কর, তুমিও একদিন আৎমান হইবে!" সাধারণ্যে চলিত এই কথাটী প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইত; কারণ প্রতিবর্ষেই সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মকর্ত্তা, সাধারণ সভায় সর্ব্ব সমক্ষে আপনাদিগের পদচিহ্ন প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহারা যে সম্মান সম্ভোগ করিয়াছেন, তজ্জন্য কোশাকভ্রাতাগণকে ধন্যবাদ দান করিয়া, পূর্ব্বে যেমন সামান্য কোশাকরূপে ছিলেন, সেইমত সেই শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেন। উক্ত কার্য্যের

পর যে নির্ব্বাচন হইত, তাহাতে যে কোন কোশাক, কুরেণের কর্ত্তা হইতে পারিত, এবং যে কোন কুরেণের কর্ত্তাই আৎমানরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিত।

উক্ত সীমান্তবাসী সাহসী লোকদিগের সহিত মধ্যকালীন সামরিক কুলীন শ্রেণীর তুলনাও তত বলবৎ হইতে পারে না। তাহারা বাস্তবিক আপনাদিগকে "লিটসার" নামে পরিচয় দিত বটে, কিন্তু সেই শব্দটী রুষীয় "রিটসার" শব্দের অপভ্রংশ এবং সেই রুষীয় শব্দটী আবার জার্ম্মাণ "রিটার" শব্দের অপভ্রংশ। তাহারা আপনাদিগের কৌলীন্য-সম্মানের গর্ব্ব করিত এবং পোলদিগের রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্ম এবং তাতারদিগের মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে গোঁড়া গ্রীকধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিত; কিন্তু মূলতঃ তাহাদিগের মনে ধর্ম্মভাব অতি সামান্য ছিল। লুণ্ঠনদ্বারা সমস্ত আত্মসাৎ করাই তাহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই তাহারা তাতার দিগের সহিত প্রায়ই যুদ্ধ-বিবাদ করিত, তাহাদিগের পশুসকল চুরি করিয়া আনিত, আউলসকল বিধ্বস্ত করিয়া দিত, এবং অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী আরোহণে কৃষ্ণসাগরে গমন পূর্ব্বক ভারণা এবং সিনোপের ন্যায় সমুদ্রতীরস্থ নগর গুলি লুণ্ঠন করিত। যখন তাতারদিগের নিকট হইতে কিছু মাত্র লুণ্ঠন করিয়া আনিবার সুবিধা না হইত, তখন শ্লাভনীয় অধিবাসীগণের উপর তাহা-দিগের দৃষ্টি পতিত হইত; এবং যখন খ্রীষ্টান অধিবাসীগণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে দণ্ডায়মান হইত, তখন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সুলতানের আশ্রয় লইত।

ডন, ভলগা, এবং যায়িকের কোশাকসম্প্রদায় অন্যবিধ প্রণালীতে সৃষ্ট। সেচের ন্যায় তাহাদিগের কোন দুর্গবদ্ধ শিবির ছিল না, তাহারা গ্রামসমূহে বাস করিত এবং দরকার হইলে, সকলে একত্রে সংমিলিত হইত। তাহারা পোল দিগের প্রাবল্যের সম্পূর্ণ বাহিরে ছিল বলিয়াই "কৌলীন্য-সম্মান" বা পাশ্চাত্য প্রদেশের সেই শ্রেণীর সম্মান কাহাকে বলে, তাহা আদৌ জানিত না; তাহারা তাতারদিগের অনেক আচারব্যবহার অবলম্বন করে এবং শান্তির সময়ে তাহারা সমুজ্জ্বল তাতার-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত। তাহারা প্রায় সকলেই রুষীয়া হইতে উপনিবেশীস্বরূপে আইসে এবং তাহাদিগের মধ্যে অনে-কেই রিটুয়ালিষ্ট বা সেকটেরিয়ান নামক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, অন্যপক্ষে জাপরোভি-য়ানগণ আদৌ রুষীয় নহে, এবং তাহারা গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

উক্ত সামরিকসম্প্রদায়গুলি রুষীয়ার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল। রুষীয়ার দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা কার্য্যে অত্যাচারী লুণ্ঠনপ্রিয় পশুপালজাতির ন্যায় যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং তাহাদিগের মত যুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ বহু লোকপূর্ণ জাতির সহায়তার আবশ্যক হয়। স্বাধীন কোশাকগণ সেইরূপ প্রার্থ-নীয় লোক ছিল। আত্মরক্ষা-কামনা এবং লুণ্ঠনবৃত্তি তাহাদিগকে সততই

সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকে অল্পসংখ্যক লোক প্রেরণ দ্বারা, "জিহ্বাসংগ্রহ" অর্থাৎ নিঃসহায় পথিক তাতারদিগকে ধরিয়া আনিয়া, তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগে তাহাদিগের নিকট হইতে জ্ঞাতব্য সংবাদ সংগ্রহ দ্বারা, বিপক্ষের দেশমধ্যে গুপ্তচর রক্ষার দ্বারা এবং সেইমত অন্যান্য উপায় দ্বারা কোশাকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিত যে, তাতারগণ তাহাদিগকে আক্রমণ-উৎপীড়ন করিতে আসিবে কি না। যখন বিপদভীতি উপস্থিত হইত, তখন দ্বিগুণতররূপে সতর্কতা অবলম্বন করিত। শত্রুদিগের যে স্থান দিয়া আসিবার সম্ভাবনা হইত, সেই সেই স্থানে দিবারাত্রি সৈনিকপ্রহরী নিযুক্ত রাখিত, এবং শত্রুদিগের আগমনের নিশ্চিত লক্ষণ দেখিবা মাত্রই সতর্কতার জন্য পূর্ব্ব হইতে সঙ্কলিত এক প্রকার জ্বলনশীল দ্রব্যমিশ্রিত কাষ্ঠরাশিতে আগুণ ধরাইয়া দিত। সেইমত এক স্থানের অগ্নি দর্শনে অন্য স্থানেও সতর্কতার জন্য সেইমত অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত, এবং এইমত প্রাচীন প্রণালীর টেলিগ্রাফের সঙ্কেতদ্বারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রদেশের সমস্ত লোকই অগ্র হইতে প্রস্তুত হইত। যদি আক্রমণকারীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক না হইত, তাহা হইলে, তদ্দণ্ডেই তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া দিত। যদি তাহাদিগের সংখ্যা এত অধিক হইত যে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে, সফলতা লাভের সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে তাহাদিগকে গ্রামাভিমুখে যাইতে দিত, কিন্তু সেই অবসরে সেই তাতারদিগের অনুপস্থিতিতে তাহাদিগের আউলসমস্ত বিধ্বস্ত করিবার জন্য একদল লোক পাঠাইয়া দিত, এবং যে সময়ে তাতারগণ লুণ্ঠনদ্রব্যসম্ভার লইয়া চলিয়া আসিত, সেই সময় তাহাদিগকে বাধাদান জন্য সমধিকসংখ্যক কোশাক দলবদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিত। এইরূপে সেই বিস্তৃত পতিতপ্রান্তে অনেক অবিদিত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক সাহসী বীর সেই যুদ্ধে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সম্মানিত হয় নাই এবং কবিগণ তাহাদিগের বীরত্ববিজ্ঞাপক গাথাও প্রস্তুত করেন নাই।

কোশাকসম্প্রদায়গুলি, রুষীয়ার এই প্রকার মহোপকারসাধন করিলেও তাহাদিগের জন্য অনেক রাজনৈতিক বিভ্রাট এবং গোলযোগ উপস্থিত হইত। তাহারা সম্রাটের আজ্ঞার প্রতি আদৌ মনোযোগদান করিত না বলিয়া, সুলতানকে রুষীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অনেক কারণ প্রদান করিত, এবং তাহারা আপনাদিগকে যে রাজার অনুগত বলিয়া প্রকাশ করিত, সেই রাজার বিরুদ্ধেও প্রায় আপনাদিগের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিজাতীয় আক্রমণ এবং "ঘোর বিপ্লবের সময়"—যে সময়ে জাতীয় সংগ্রামদ্বারা জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হয়, সেই সময়ে তাহারা দেশের সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া, তাতারদিগের রাজ্যে যেরূপ করিত, সেইমত গ্রাম ও নগর ধ্বংস, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং লুণ্ঠন করিয়াছিল। ডন কোশাকদিগের শেষ প্রাবল্যের সময় তাহারা দুইবার অর্থাৎ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্টেনকা রাজিনের অধীনে এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পুগাচেফের অধীনে

ভয়ানক বিদ্রোহিতা এবং হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করে, এবং পিটার দি গ্রেটের সহিত সুইডেনের ১২শ চার্লসের যখন সংগ্রাম হয়, তখন জাপরোভিয়ানগণ, সুইডেনের রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।

রুষসম্রাট স্বভাবতই এই বিপদ সমূলে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং অবশেষে সফলও হয়েন। সমস্ত কোশাকের স্বাধীনতাই হরণ করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু সেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে বিভিন্ন ফল লাভ ঘটে। ভলগার কোশাকদিগকে টেরেক নামক স্থানে প্রেরণপূর্ব্বক প্রাচ্য ককেশীয় জাতি যাহাতে সীমান্ত পার হইয়া আসিয়া, উপদ্রব-লুণ্ঠন করিতে না পারে, তাহাদিগের উপর সেই ভার দেওয়া হয়। জাপরোভিয়ানগণ দৃঢ়রূপে "নিয়েপার-স্বাধীনতা" রক্ষা করিতে থাকে, এবং স্বাধীনতা লোপের সমস্ত বাধাই অতিক্রম করে, শেষ ২য়া ক্যাথারাইনের শাসনকালে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক দলভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। তখন তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই তুরস্কে পলায়ন করে। সেখানে আজিও তাহাদিগের কতকগুলি বংশধরকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অবশিষ্ট সকলে কুবানে গমন করিয়া বাস করিতে থাকে এবং পাশ্চাত্য ককেশসের বিভিন্ন জাতির সহিত অবিশ্রান্ত অনিয়মিত বিবাদ যুদ্ধ করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন প্রণালীমত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। স্বামিল অধিকার এবং ককেশসে শান্তিস্থাপনের পর আজফ সমুদ্র হইতে কাস্পিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত দেশব্যাপী কোশাক অধিবাসীগণ শান্তিসূচক কার্য্যে মনোনিবেশ করে। এক্ষণে তাহারা বিদেশে রপ্তানীর জন্য বহুপরিমিত গম উৎপন্ন করিতেছে ; কিন্তু তাহাদিগের সেই বীরস্বভাব এখনও বিরাজমান, এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতীতকালের জন্য—যে সময়ে সারকেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধকার্য্য প্রায়ই সাধারণ ঘটনার মত হইত—সেই সময়ের জন্য দুঃখ করিতে থাকে এবং কৃষিকার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে অনেক উত্তেজক ব্যাপারেও সংলিপ্ত হয়। তাহাদিগের জীবনের পূর্ব্বভাব আর এখন নাই। নদীসমূহের জলাভূমিময় তীরে যে গহন ঝাবনসমূহ আছে, তন্মধ্যে যে সকল দুর্দ্দান্ত বন্যবরাহ বাস করে, এক্ষণে তাহারা কেবল সেই একমাত্র দুর্দ্দান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে ; কিন্তু সীমান্তযুদ্ধের সহস্র সহস্র হৃদয়োত্তেজক অতীত ঘটনাগুলি এখনও ইহাদিগের স্মৃতিপটে জাগরুক রহিয়াছে। আমি যৎকালে এই প্রদেশ দিয়া গমন করি, তখন আমার শকটচালক একাধিকবার উক্তপ্রকার সমরকাণ্ডের উত্তেজক বিবরণ আমার নিকট গল্প করিয়াছিল। চালক নিজে স্বচক্ষে সেই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়াছিল। প্রকাশ যে, সারকেশীয়গণ, প্রকাশ্যরূপে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিত না, পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশের কৃষকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন জন্য তাহারা বিপক্ষগ্রামের মধ্য দিয়া, অতি সংগোপনে যাইবার চেষ্টা করিত, এবং দেশের কোন্ স্থানটী কিরূপ, কোথাকার পথ কিপ্রকার, ইহা তাহারা বেশ জানিত বলিয়াই প্রায়ই লুণ্ঠনবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিরাপদে চলিয়া আসিতে পারিত। উপরোক্ত দুইটী জাতির অনেক আদর্শ লোককে দেখিয়া,

ইহাদিগের সতর্কতামূলক জ্ঞানের প্রশংসা করি এবং অস্থূলকায় চঞ্চল সারকেশীয়গণ যে, দীর্ঘকায় সবল কোশাকদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিবার যোগ্য ছিল না (কারণ সেরূপ যুদ্ধে বাহুবলেরই অধিক জয় হইয়া থাকে), তাহা স্থির করিতে আমার পক্ষে কঠিন বোধ হয় না। বাস্তবিক আমি কেবলমাত্র মনটেনিগ্রো ব্যতীত অন্য কোথাও জাপারোভিয়ানদিগের ন্যায় বিরাটকায় সুদীর্ঘ দাড়ীযুক্ত লোক আর দেখি নাই। ফেনিমোর কুপারশ্রেণীর গ্রন্থকারগণ যদি এখনও থাকেন, এবং যদি তাঁহারা ভয়াল উত্তেজক উপন্যাসাবলী রচনা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অনুরোধ এবং টেরেক ও কিউবানের কোশাকদিগের মধ্যে কয়েক মাস অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যায়িক এবং ডনের কোশাকদিগকে আপনাদিগের বাসস্থানে অবস্থান করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাদিগের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহাদিগের সামাজিক নিয়মপ্রণালীও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে গণ্ডগোলপূর্ণ প্রকাশ্য সভায় সাধারণ কার্য্য সম্বন্ধীয় মীমাংসা হইত, সে সভা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং আৎমান ও অন্যান্য কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীগণ যে প্রকাশ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহাও রহিত করিয়া, সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে যে নূতন নিয়মপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়, তদনুসারে নিয়মিতরূপে পদোন্নতি সাধন দ্বারা উক্ত পদে নিয়োগ করা হইতেছে।

এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রাচীনকালে যে, সকলের সামাজিক সমান স্বত্ব-পদ-ক্ষমতা ছিল, উক্ত পরিবর্তনসূত্রে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক এবং তাহাদিগের কর্ম্মচারীগণ এক্ষণে বংশানুক্রমিক উচ্চপদস্থশ্রেণী-রূপে গণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে সমস্ত ভূখণ্ডই সাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ ছিল, কিন্তু উক্ত শ্রেণী এক্ষণে সম্রাটের সনন্দপত্রানুসারে তাহার অনেকাংশ কেবল আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কোশাক সাধারণে এক্ষণে কেবল-মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাহারা বহুল উর্ব্বর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, এবং কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ করও তাহাদিগকে দিতে হয় না; তাহার বিনি-ময়ে তাহারা নিজ ব্যয়ে সামরিক পরিচ্ছদ রক্ষা করে এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে স্বদেশে বা বিদেশে যেখানে সমরার্থ যাইতে আজ্ঞা দেন, তাহারা সেই-খানেই গমন করিতে বাধ্য হয়। শান্তির সময়ে তাহাদিগের অধিকাংশকে বাটীতে অবস্থান করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কেবল গ্রীষ্মকালে কিছুদিনের জন্য বাটী ত্যাগ করিয়া, আদিষ্টস্থলে উপস্থিত হইতে হয়; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই প্রায় কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতে হয়, এবং প্রুশীয় সীমান্ত হইতে চৈনেয় সীমান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আসিয়িক প্রদেশ-সমূহে তাহাদিগের দ্বারা অমূল্য উপকার পাওয়া যায়। তাহারা এতদূর ক্লান্তি এবং

সকল প্রকার কষ্টসহিষ্ণু যে, তাহা বলিলে সহজে বিশ্বাস হয় না। তাহারা এতদূর কষ্টে থাকিয়া জীবনরক্ষা করিতে পারে যে, সেরূপ কষ্টে পড়িলে, আসল সৈন্যদল শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। রুষীয় জাতির লোকসাধারণেই যখন যে অবস্থায় পড়ে, তখন সেই অবস্থার উপযোগীরূপে অবস্থান করিতে বিশেষ অভ্যস্ত বলিয়া যে প্রকাশ, ইহারা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখে। যখন ইহাদিগকে কোন দূরবর্ত্তী আসিয়িক সীমান্তে নিযুক্ত করা হয়, তখন ইহারা আপনাদিগকে সেই স্থানে বাস করিবার উপযোগী হইবার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে থাকে। তথায় স্বহস্তে কুটীর বাঁধিয়া, শস্য উৎপাদন করিয়া, উপনিবেশীদিগের মত অবস্থান করে, অথচ সেই সূত্রে আপনাদিগের সামরিক কার্য্যে কিছুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করে না। যদি সেখানে তাহাদিগের পশ্বাদির দরকার হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যেমন করিত, তাহারাও সেইমত সীমান্তের বাহিরের প্রদেশ হইতে বা তাহারা যে প্রদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হয়, সেই প্রদেশের অধিবাসীগণের পশ্বাদি চুরি করিয়া আনিতে থাকে। রুষসম্রাট, এইরূপে অতি সামান্যমাত্র ব্যয় করিয়া, ইহাদিগের দ্বারা অতি উত্তমরূপেই কাজ পাইয়া থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষে এই প্রণালী কতদূর মনোমত, তাহা একটী স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমি দূরস্থ প্রদেশের লোকদিগের মুখে প্রায় শুনিয়াছি যে, কোশাকদিগের দ্বারা রক্ষাকার্য্য কিছু ব্যয়সাধ্য ; হয়ত এই অনুযোগটা অগ্রাহ্য, কারণ সকল স্থানের লোকেরাই স্থানীয় করের বিরুদ্ধে আপত্তি করে, এবং জাতিসাধারণের ধনাগার হইতে সেই ব্যয় দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া থাকে।

সৈনিক পুরুষদিগের মুখে আমি এক এক সময়ে শুনিয়াছি যে, এই কোশাক সৈন্যসৃষ্টি-প্রথা অতি প্রাচীন, এবং ইহাদিগের মধ্য হইতে যে সৈন্য সৃষ্ট হয়, তাহারা মধ্য-আসিয়ার পক্ষে যতই উপযুক্ত সৈন্য বলিয়া গণ্য হউক না কেন, য়ুরোপীয় রীতিমত যুদ্ধকাণ্ডে তাহাদিগের দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাইবে না। এ কথাটা কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ এবিষয়ে অসৈনিকদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, কিন্তু আমি এস্থলে ইহা বলিতে পারি যে, কোশাকেরা নিজে উক্ত প্রকার মত ব্যক্ত করে না। রুষসম্রাটের যত প্রকার সৈন্য আছে, তন্মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলী এবং শ্রেষ্ঠ, তাহারা এমত মনে করে, এবং তাহাদিগের এমত বিশ্বাস যে, নরসৈন্যের পক্ষে যতদূর সাধ্য, তাহারা তাহার অতিরিক্ত কার্য্যও করিতে পারে। ডন কোশাকেরা একাধিকবার আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রুষসম্রাট যদি তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী আরোহণে গমন করিতে আজ্ঞা দিতেন, তাহা হইলে, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন কৃষ্ণসাগরে তুরস্ক-তরী সকল আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারও সেইমত ব্রিটিস রণতরীসমূহ আক্রমণ করিতে পারিত।

আমি যে সময়ে ডন কোশাকদিগের দেশে ভ্রমণ করি, সে সময়ে তথাকার

ভূসংক্রান্ত যে কতকগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে পাঠককে তাহা বিদিত করিতে অভিলাষী, কারণ সেই ভূসংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা অতি বিচিত্র এবং তাহা সামাজিক আদিম অবস্থার প্রতি—বিশেষতঃ পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমির সময়ে সময়ে বণ্টন সম্বন্ধীয় যে প্রথার বর্ণনা করিয়াছি, তৎপ্রতি কতকটা আলোক প্রদান করিতেছে।

অতি প্রাচীনকালে ডন কোশাকদিগের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে কেহই কৃষিকার্য্য করিতে পারিত না, কেহ তাহা করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। সাধারণের অনুমান যে, কোশাকজাতির মধ্যে বীরবৃত্তি অব্যাহত রাখিবার জন্যই উক্তবিধ ব্যবস্থা হয়, কিন্তু আমার পক্ষে সে অনুমানটা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতেছে। কোশাকদিগের মধ্যে অধিকাংশই কোনপ্রকার নিয়মিত শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে ভাল বাসিত না, তাহারা মৎস্য ধরিয়া, শিকার করিয়া, পশু উৎপাদন করিয়া, এবং উপদ্রব-হত্যা করিয়াই কাল কাটাইতে ভাল বাসিত, কিন্তু প্রায়ই আভ্যন্তরীণ প্রদেশ হইতে পলায়িত বহুল পরিমিত কৃষিজীবী দাস আসিয়া, তাহাদিগের মধ্যে উপনিবেশীরূপে বাস করিত। এই কৃষিজীবীগণই অকর্ষিত উর্ব্বর ভূমিতে শস্যোৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং যদি তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে অনুমতি দেওয়া হইত, তাহা হইলে, তাহারা কতক পরিমাণে পশুচারণভূমির ক্ষতি করিত। উপরে যে প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শর দ্বারা কৃষিকার্য্যের নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ এবং আমি অন্য এক স্থানে এবম্বিধ যে তথ্য পাইয়াছি, তাহার দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইতেছে। কিরঘিস প্রদেশের সীমান্তের নিকটস্থ আউল সমূহের নিতান্ত দরিদ্র অধিবাসীগণের পশ্বাদি আদৌ না থাকায়, তাহারা সাধারণের ভূমির কতকাংশ প্রতিবাসী রুষীয় কৃষকদিগের দ্বারা চাষ করাইয়া লইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে সকল সঙ্গতিপন্ন অধিবাসীর বহুল পরিমিত পশু ছিল, তাহারা এই প্রস্তাবের প্রবলরূপে প্রতিবাদ করে, এবং ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া, কৃষিকার্য্য নিবারণ করিতে পারিত, কারণ কৃষিকার্য্যের দ্বারা পশুচারণভূমির পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আইসে।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক না কেন, প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা, অবশেষে কৃষিবিদ্বেষীদিগের বিরুদ্ধে অতি প্রবলরূপেই দণ্ডায়মান হয়। লোকসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, এবং লুণ্ঠন-উপদ্রব করিবার সুবিধা সুযোগ যতই কমিতে থাকে, ততই অধিকাংশ কোশাক, কৃষিকার্য্যের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়; এবং সেই সূত্রে অবিলম্বে কোশাকগ্রামসমূহের নিকটে শস্যপূর্ণ কৃষিক্ষেত্র পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। প্রথম প্রথম এই নূতন কৃষিকার্য্যের কোন একটা ধারাবাহিক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। যে কোন কোশাক শস্যোৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার যে ভূমিতে ইচ্ছা হইত, তথায় বীজ বপন করিত, এবং তাহার যতদিন ইচ্ছা, সেই ভূমি অধিকার করিয়া থাকিত; এবং যখন সে ভূমিতে আর শস্য উৎপন্ন হইবার লক্ষণ দেখা যাইত না,

তখন সে, সেই জমি ত্যাগ করিয়া অন্য এক জমিখণ্ডে চাষ করিত। কিন্তু মণ্ডলার সাধারণের অধিকৃত ভূমিতে এরূপে অনিয়মিতভাবে কৃষিকার্য্য অধিক দিন চলিতে পারে নাই। কৃষকসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, ততই বিবাদবিসম্বাদ উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন সেই সূত্রে রক্তপাতও হইতে থাকে। আবার যখন নিকটে বাজার স্থাপিত এবং বিদেশে শস্য প্রেরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে, তখন আরও মহা বিভ্রাট উপস্থিত হয়। সঙ্গতিপন্ন অধিবাসীগণ একেবারে কয়েক জোড়া বলদ নিযুক্ত অথবা নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য কৃষকদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, সাধারণের বহুল পরিমিত ভূমি অধিকার করিয়া লয়, এবং সেই সকল জমিতে দুই তিনবার শস্যোৎপাদনের পর তাহা পরিত্যাগ না করিয়া, তাহা আপনাদিগের নিজের সম্পত্তি বলিয়া অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিতে থাকে। এমতে সমগ্র কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট ভূমিগুলি আইনসঙ্গতরূপে না হউক, প্রত্যক্ষরূপে কয়েকটী সঙ্গতিপন্ন পরিবারের গোপনীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া যায়, অন্যপক্ষে গ্রামের অনুদ্যমশীল দুর্ভাগ্যবান অধিবাসীগণ সামান্যপ্রকার উর্ব্বর এক এক টুকরা জমি পায় অথবা কেহ আদৌ জমি পায় না, সুতরাং সেই-সূত্রে তাহারা কৃষিকার্য্যের শ্রমজীবীরূপে পরিণত হয়।

যদি ইংরাজদিগের কোন উপনিবেশে অথবা যাহার যেমত অনিষ্টকর ইচ্ছা, সে অবাধে সেইমত করিতে থাকুক, তাহার কোন বাধা দেওয়া হইবে না, এরূপ নীতিমূলক শাসনপ্রণালী যে দেশে প্রচলিত, সে দেশে যদি উক্তরূপ কাণ্ড হইত, তাহা হইলে, মণ্ডলীর ভূমি উক্ত প্রকারে গুপ্ত সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়া যাইত, এবং যাহারা ভূমির অধিকারী হইতে পারিত না, তাহারা তথায় ভৃত্যরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত অথবা অন্য দেশে চলিয়া যাইত। কিন্তু কোশাকদিগের গ্রামে উক্ত প্রণালী অবলম্বনের বিরুদ্ধে বিষম বাধা ছিল। কোশাকসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা ভূমি পায় না, তাহারা অন্যত্র যাইতে পারিত না, কারণ সামরিক নিয়মানুসারে তাহারা সেই স্থানের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, এবং সমরকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য তাহাদিগের বেশাদির প্রয়োজন হইত এবং যে সময়ে তাহারা অনুপস্থিত থাকিত, সে সময়ে তাহাদিগের পরিবারদিগের অন্নসংস্থানেরও দরকার হইত। সামন্তগণ যুদ্ধকালে নিয়মিতসংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করিবার জন্য যেমন জাইগীর ভূমি পাইয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই জাইগীর ভূমির স্বত্বচ্যুত করিয়া, সৈন্য সরবরাহ করিতে বলিলে, তাঁহারা যেরূপ অবস্থায় পতিত হন, উক্ত ভূমিহীন কোশাকেরাও ঠিক সেইমত অবস্থায় পড়ে। সুতরাং যাহারা সমস্ত ভূমি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল, তাহারা তাহাদিগের বিরুদ্ধে স্বভাবতই প্রবল অনুযোগ উপস্থিত করে। সেই অসন্তোষসূত্রে মহা অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, উপযুক্ত উপায়ান্বেষণ করা হয়। প্রথমে এই ব্যবস্থা ধার্য্য করা হয় যে, মণ্ডলী যখন সম্রাটের নিকট নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য দিতে বাধ্য, তখন যে সকল কোশাকের বেশাদি সংগ্রহের অর্থ থাকিবে না, মণ্ডলীই সেই সকল লোকের বেশাদি দিবে।

কিন্তু যাহারা ভূমি পায় না, তাহারা ইহাতে তুষ্ট হয় না। তাহারা ন্যায়সঙ্গতরূপেই অনুযোগ করে যে, যাহারা ভূমির অধিকারী হইয়াছে, তাহারা যে ভার বহন করিতেছে, আমাদিগকেও যখন সেই ভারবহন করিতে হয়, তখন আমাদিগেও তাহাদিগের মত ভূমিভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই প্রাচীন সমত্ব ভাব তখন তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবলই ছিল, সুতরাং অবশেষে তাহারা স্বত্বলাভ করিতে সফল হয়। তাহাদিগের প্রস্তাবমত মণ্ডলী, অধিকৃত ভূমিগুলি বাজেআপ্ত করিয়া, ইতিপূর্ব্বে যে, ভূমিবন্টনের কথা বলিয়াছি, সেইমত সাধারণের মধ্যে ভূমিবণ্টন করিবার প্রথা প্রচলিত করে। এই প্রথার দ্বারা প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ভূমিতে এক এক অংশ পায়।

স্থানভেদে বন্টন-প্রণালী বিভিন্ন প্রকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এখানে কাজানাস্কাইয়া গ্রামের অবলম্বিত প্রণালীর উল্লেখ করা যাইতেছে। নাবালকদিগের জন্য এক অংশ রাখিয়া বাকি সমগ্র কৃষিভূমি, গ্রামের সপ্তাদশবর্ষাধিকবয়স্ক পুরুষদিগের সংখ্যানুসারে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। ছয়বর্ষের জন্য এই নিয়ম প্রবল থাকে। বন্টনকার্য্য সমাধা হইয়া যাইবার পর উক্ত ছয়বর্ষের মধ্যে যাহারা সপ্তদশবর্ষবয়স্ক হয়, তাহারা নাবালকদিগের কারণ রক্ষিত ভূমির একাংশ পাইতে থাকে। বিধবাগণ, আপনাদিগের শিশুসন্তান-সংখ্যানুসারে একাংশ পায়, যাহার তিনটীর কম পুত্র থাকে, সে অর্দ্ধাংশ পায়, যাহার তিনটী পুত্র থাকে, সে পূর্ণ এক অংশ পায় ; এবং যাহার তিনটীর অধিক পুত্র থাকে, সে দুইটী অংশ পায়। প্রত্যেক লোক স্বীয় অংশ পাইবার পর, যেমন ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে তাহা করিতে পারে ; কেহ নিজে চাষ করে, কেহ বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট খাজানায় অপরকে বিলি করে, এবং কেহ বা প্রতিবাসাকে এই সর্ত্তে দান করে যে, সে শস্য উৎপাদন করিলে, তাহার কতকটা অংশ তাহাকে দিবে। কতকগুলি ধনীপরিবার সমধিক পরিমিত ভূমিতে চাষ করিয়া থাকে, কারণ অনেক লোকই আপনাদিগের অংশ অপরকে বিক্রয় করে। কোন পরিবার বণ্টনকার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি অংশ দ্বিতীয়বার বণ্টনকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের জন্য ক্রয় করিতে পারে এবং সকলের অংশ একত্রও লইতে পায়। এতদ্বিধ প্রথা চলিত থাকায়, এখানে এখনও মূলতঃ ভূমিহীন অনেক অধিবাসী আছে ; কিন্তু তাহাদিগের অনুযোগ করিবার আর অধিকার নাই, কারণ তাহারা স্বেচ্ছাক্রমেই আপনাদিগের স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছে। দ্বিতীয়বার বণ্টনকালে তাহারা পুনরায় আপনাদিগের স্বত্ব পাইবে।

সমাজ সৃষ্টির আদিম অবস্থার কতকগুলি গভীর প্রশ্নের প্রতি উক্ত তথ্যগুলি কিরূপ আলোক প্রক্ষেপ করিতেছে, এক্ষণে আমি তাহারই ব্যাখ্যা করিব।

আদিমকালের সামাজিক অনুষ্ঠানসম্বন্ধে স্যার হেনরি মেইন, এম, ডি, লাভেঁলি, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ * সম্প্রতি যে সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে দৃঢ়-

* এরূপ প্রস্তাবে যাঁহারা মনোযোগ দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধীয় যে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিদান করা কর্ত্তব্য। মিঃ কোভালেফস্কি তাহার

রূপে অনুমিত হয় যে, রুষীয়ায় আজিও সেরূপ গ্রাম্যমণ্ডলী বিরাজমান। জগতের সকল জাতিরই আদিম ঐতিহাসিক সময়ে এই প্রকার গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠান ছিল। এম, ডি, লাভেলি * বলেন, "আমরা এক্ষণে প্রমাণ করিতে পারি যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে—প্রাচীন জার্ম্মাণ এবং প্রাচীন ইটালীতে, পেরুতে এবং চীনে, মেক্সিকোতে এবং ভারতবর্ষে, স্কাণ্ডিনেভীয় এবং আরবদিগের মধ্যে এই প্রকার মণ্ডলীপ্রণালী ছিল, এবং সর্ব্বত্রই সকল মণ্ডলীই একবিধ প্রণালীগত ছিল। জগতের বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন আমরা এই অনুষ্ঠানটী দেখিতে পাই, তখন আমরা ইহাকে সমাজসৃষ্টির একটী গুরুতর অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, এবং ইহার মধ্যেই আমরা সকল প্রকার অবস্থায় ভূসম্পত্তির ক্রমবিকাশের বিশ্বজনীন মূলবিধি দেখিতে পাইতেছি।" এক্ষণে আমি এই যে, তথ্যগুলি উপস্থিত করিলাম, পূর্ব্বাধ্যায়ে পশুপাল-জীবন হইতে কৃষিজীবনে পরিণতির যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সংযোগসাধন করিলেই আমরা সমাজসৃষ্টির বিচিত্র লক্ষণটী এবং এম, ডি, লাভেলি যে "বিশ্বজনীন বিধির" উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও বেশ বুঝিতে পারি।

গ্রাম্যমণ্ডলী যতদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র খাঁটী পশুপালকরূপে অবস্থান করে, এবং যতদিন তাহাদিগের অধিকারে অপর্য্যাপ্ত জমি থাকে, ততদিন কেন যে, সেই মণ্ডলীর লোকেরা বা পরিবারবর্গ, সেই ভূমিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ পূর্ব্বক গুপ্ত সম্পত্তি করিয়া লইতে চাহিবে, ইহার কোন কারণই অনুভব করা যাইতে পারে না। ভূমি রীতিমত বিভাগ করিয়া লইতে হইলে, প্রত্যেক বিভক্ত জমির চারিদিকে কোনপ্রকার বেষ্টনী দিবার দরকার, এবং সেই বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য বহুল শ্রমের প্রয়োজন, অথচ সে শ্রম বৃথা বোধ হয়। কারণ সমস্ত মেষ প্রভৃতি পশু একত্র আহার করিয়া বেড়াইতে পারিলেই সুবিধা বোধ হয়। যদি পশুদিগের আহার্য্য শস্যের অভাব হয় বা শস্য না জন্মে, এবং সেইসূত্রে প্রত্যেক পরিবারের স্বার্থের ক্ষতি সম্ভাবনা হইলে, কেবল বেড়ার দ্বারা সাধারণ ভূমি বিভাগ না করিয়া, কোন্ পরিবার কত সংখ্যক মেষাদি পশুকে সাধারণ ভূমিতে আহার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারিবে, তাহা ঠিক করিলেই সে গোলযোগও মিটিয়া যায়, আজিও রুষীয়ার অনেক গ্রামে এরূপ অবস্থায় এই-মত করা হইয়া থাকে। যে কোন লোক যত পরিমিত মেষাদি পশু রাখিতে অধিকারী, সে যদি তদধিক পরিমিত পশু রাখে, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত সংখ্যক পশুর আহার্য্যের জন্য তাহাকে অপর সকলকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ দিতে হয়। এমতে আমরা দেখিতেছি যে, পশুপাল-জীবনের পক্ষে সাধারণের ভূমি বিভাগ করিয়া লইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, এবং তাহা করাও অসম্ভব, এবং সেই জন্যই ভূমিতে গুপ্ত স্বত্বের অস্তিত্ব সম্ভবে না।

প্রণেতা, এবং তাহার নাম "Otcherk istorii raspadeniya Obshtchinnago zemlevladeniya v Kantone Vaadt," লণ্ডন, ১৮৭৬।

* De la Propriete et de ses Formes Primitives. Paris, 1874.

মণ্ডলীর পরিবারসমূহের মধ্যে কৃষিবৃত্তি প্রচলিত হইলে, সাধারণের ভূমি বিভাগ করিয়া লইবার ইচ্ছা জন্মে, কারণ প্রত্যেক পরিবার কৃষিজীবী হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা প্রয়োজন হয়। যদি কৃষিকার্য্যোপযোগী জমি সমধিক থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে কোশাকদিগের গ্রাম সমূহে যেমন প্রথা ছিল, সেইমত প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা যত পরিমিত ভূমি গ্রহণ করা আবশ্যকবোধ করেন, তত পরিমিত ভূমি তাঁহাকে লইতে দেওয়া যাইতে পারে; সাইবিরীয়ার কোন কোন রুষীয় উপনিবেশে আজিও সেইমত হইতেছে, এবং যদি তদ্বিপরীতে বাসকিরদিগের জমির ন্যায় কৃষিকার্য্যোপযোগী জমির পরিমাণ কম হয়, তাহা হইলে পরিবারসমূহের মধ্যে নিয়মিতরূপে ভূমি বিভাগ করিয়া দিবার দরকার হইবে।

একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভূমি বিভাগ করিয়া লইবার ইচ্ছা হইতেই গ্রাম্যমণ্ডলীর মূলনীতিসূত্রের সহিত গুপ্তসম্পত্তির মূলনীতিসূত্রের বিবাদ উপস্থিত হয়। যাহারা ভূমির নির্দ্দিষ্ট পরিমিত অংশ পায়, তাহারা সাধারণ্যে তাহা রক্ষা করিয়া উত্তরাধিকারীগণের হস্তে দিয়া যায়। যাহা হউক, আসিয়িক বিস্তৃত পতিতদেশের ন্যায় দেশে (আমি কেবল সেই দেশের কথাই এক্ষণে বলিতেছি) যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করা হয়, এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল মাত্র এক খণ্ড জমি অধিকার করিয়া থাকিলেই তাহাতে গুপ্ত স্বত্ব দাঁড়াইয়া যায় না। সাধারণ্যে এক এক খণ্ড জমিতে ক্রমান্বয়ে তিন বা চারিবর্ষ মাত্র চাষ করা হয়। তৎপরে তাহার দ্বিগুণ পরিমিত সময়ের জন্য তাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে, এবং কৃষক তখন মণ্ডলীর অধিকৃত প্রদেশের অন্য এক অংশে উঠিয়া যায়। ইহা সত্য বটে যে, কিছুকাল পরে তাহারা আবার সেই পুরাতন ভূমিতে আইসে, এবং সেই জমি ততদিন পতিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, কিন্তু সকল ভূমিখণ্ড একবিধ গুণবিশিষ্ট হওয়ায়, কোন পরিবার বা কোন ব্যক্তি, পূর্ব্বে যে ভূমিখণ্ড লইয়াছিল, সেই ভূমিখণ্ডই লইবার জন্য ইচ্ছা করে না। এমত অবস্থায় ভূমিকে গুপ্ত সম্পত্তি করিবার রীতি এদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে না; প্রত্যেক পরিবারই একটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট জমিখণ্ড লইবার জন্য জিদ না করিয়া, একপ্রকার গুণবিশিষ্ট জমি লইতে চাহে, এবং সেই জমিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যে শস্যোৎপাদনের স্বত্ব পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া যায়, অন্যপক্ষে ভূমির উপর অধিকারীত্ব স্বত্ব মণ্ডলীর হস্তেই থাকে; এবং এস্থলে অবশ্যই যেন বিস্মৃত না হই যে, একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভূমিতে শস্যোৎপাদনের স্বত্বের সহিত ভূমির উপর স্থায়ী অধিকারীত্ব স্বত্বের বিশেষ পার্থক্য আছে, কারণ যতদিন মণ্ডলীর অধীনে ভূমি থাকিবে, ততদিন মণ্ডলী অন্য যে কোন রকমে সেই ভূমি বিলি করিতে পারিবে।

লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং জমির পরিমাণও সেই সূত্রে সংখ্যা-

হিসাবে কমিয়া আসিতেছে, সুতরাং আদিম প্রণালীমত চাষের পরিবর্ত্তে কম আদিম প্রণালীমত অর্থাৎ "তিন চাষপ্রণালী" রূপে সাধারণ্যে বিদিত প্রথামত চাষ চলিতেছে। কৃষক, এই প্রণালীমত এক স্থানে চাষ করিয়া, কিছু দিন পরে মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত অন্য জমিতে চাষ করিবার জন্য যাইতে পারে না, তাহারা যে জমি অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতেই সার দিয়া চাষ করিতে থাকে। এরূপ পরিবর্ত্তনসূত্রে গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকারীত্ব স্বত্ব প্রায় থাকে না, কারণ কোন পরিবার কোন জমি দীর্ঘকাল অধিকার করিয়া থাকিলে, তাহাতে তাহার এক প্রকার স্বত্ব দাঁড়াইয়া যায়, এবং যাহারা সেই জমিতে সার দিয়া, তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, সেই জমিখণ্ডের বিনিময়ে অলস এবং অপরিণামদর্শী প্রতিবাসীর অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড লইতে স্বভাবতই আপত্তি করে। কিন্তু রুষীয়ায় এই পরিবর্ত্তনসূত্রে গ্রাম্যমণ্ডলীর সাধারণ অধিকারিত্ব-স্বত্ব-প্রণালী বিনষ্ট হয় নাই। যদিও মধ্যপ্রদেশে বহুপুরুষ হইতে "তিন চাষ-প্রণালী" প্রচলিত, কিন্তু গ্রাম্যমণ্ডলীর নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ভূমিবণ্টনপ্রথা আজিও অব্যাহত রহিয়াছে।

এই যে বিচিত্র প্রথাটী পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য দেশ হইতে রুষীয়াকে সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণাক্রান্তরূপে পরিচিত করিয়া দিতেছে, আমি স্বেচ্ছাক্রমেই এ স্থলে ইহার তত্ত্বানুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে পারিতাম, কিন্তু এ প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিলে, অনেক কথা বলিতে হয়। পূর্ব্ববিবর্ণিত নীরস কথাগুলি পাঠ করিয়াই ইতিমধ্যে যখন পাঠকের ধৈর্য্য উত্যক্ত হইয়াছে, তখন আর এস্থলে উহার সবিশেষ উল্লেখের আবশ্যক নাই। এক্ষণে ডন কোশাকদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

কিরূপে সমাজসৃষ্টি এবং তাহার আকৃতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, যাঁহারা এই তত্ত্বান্বেষী, তাহাদিগের পক্ষে ডন কোশাকদিগের অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থাটী বিশেষ উপদেশমূলক এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সামরিক পদোন্নতির দ্বারা কিরূপে সম্ভ্রান্ত ধনবানশ্রেণী সৃষ্ট হয়, এবং কোন প্রকার আইন সৃষ্টি না করিয়া, কিরূপে দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি এবং তাহা বদ্ধমূল হয়, তিনি তাহা সেই ইতিহাসের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মনোভাব, ধারণা, এবং চিন্তার বিভিন্নপ্রকার বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিতে যদি তাঁহার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তিনি এখানে অগণিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন এবং তৎসম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের অসীম পাত্রও পাইবেন; এবং যদি তিনি প্রাচীন সামাজিক আচার-ব্যবহার রীতিনীতি কিরূপ ছিল, কেবল ইহারই তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চাহেন, তাহাও যথেষ্ট পাইবেন।

একটী অতি বিচিত্র প্রথা, যাহা অতি অল্প দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি। কোশাকগণ ভূমির জরিপ কার্য্য কিছু মাত্র জানিত না, এবং ভূমি রেজেষ্টরি করিতেও জানিত না, সুতরাং দুইটী

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকৃত ভূমির সীমার সহিত মধ্যস্থ গ্রামের মণ্ডলীর জমির সীমা লইয়া বিবাদ-বিসম্বদ প্রায়ই উপস্থিত হইত। যখন একবার সীমা নির্দ্ধারিত হইত, তখন নিম্নলিখিত আদিম উপায়মূলক রেজেষ্টরি করা হইত। দুই থানি গ্রামের সমস্ত বালককে জড় করিয়া, শেষ মেষপালের ন্যায় উভয় গ্রামের মধ্যস্থ সীমায় তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইত। পরে দুই গ্রামের সমস্ত লোক সেই নির্দ্ধারিত সীমায় সমবেত হইত, এবং জমির যে যে স্থানে সীমা ধার্য্য হইত, সেই সেই স্থলে কতকগুলি বালককে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া, তাহাদিগকে দৌড়িয়া বাটীতে যাইতে দেওয়া হইত। এরূপ প্রহারের এইমাত্র কারণ ছিল যে, প্রহারিত বালকগণ যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা ভূমির কোন্ স্থানে অন্যায় রূপে মার খাইয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখিবে। আমি শুনিয়াছি, এই প্রথার দ্বারা সাধারণ্যে সীমান্তের গোলযোগ ঘটিত না, কিন্তু সকল স্থলেই সমান সফলতা লাভ হইত না। বোধ হয় সে স্থলে প্রহারটা তত গুরুতর হইত না, অথবা অন্য কোন ক্রটী থাকিয়া যাইত, সুতরাং সেই সূত্রে পুনরায় সীমা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইত, এবং যে সকল বালক প্রহারিত হইত, তাহারা বয়স্ক হইয়া, ঠিক কোন্ স্থলে মার খাইয়াছিল তাহা বলিতে পারিত না। সেরূপে কোন কোন স্থলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হইত। গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন একজন বালককে মধ্যস্থ মান্য করিয়া, তাহার হস্তে ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়া, তাহাকে এই বলিয়া শপথ করান হইত যে, সে ব্যক্তি তাহার ধারণামত সততার সহিত সীমা দেখাইয়া দিবে। পরে সেই বৃদ্ধ একখানা আইকন হস্তে লইয়া, সে, যে স্থানটী প্রকৃত প্রাচীন সীমা বলিয়া মনে করিত, সেই স্থানে যাইত। কিন্তু সে ব্যক্তি সেই সীমা নির্দ্দেশে ভুলই করুক আর নাই করুক, বিবাদমান সকল পক্ষই তাহার নির্দ্দেশ চূড়ান্তরূপে স্বীকার করিয়া লইত। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি গ্রামে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, শেষ রাজপুরুষদিগের দ্বারা গ্রাম্য ভূমি গুলির নিয়মিতরূপে সীমা নির্দ্ধারণ এবং চিহ্ন প্রদত্ত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পতিত প্রদেশের উপনিবেশীগণ।

আসিয়িক বিস্তৃত পতিত দেশ—বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং ধর্ম—জার্ম্মাণ উপনিবেশীগণ—রুষীয়গণ কিরূপ অনুকরণকারী জাতি?—মেনোনাইটগণ—জলবায়ু এবং বৃক্ষোৎপাদন—বুলগেরীয় উপনিবেশীগণ—তাতার-ভাষাভাষী গ্রীকগণ—ইহুদীকৃষকগণ—রুষীয়ত্বপ্রাপ্তি—একজন সারকেশীয় স্কচ—বিদেশীয়ের সংখ্যা—সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাবল্য।

য়ুরোপীয় রুষীয়ার কৃষকদিগের সহিত পশুপাল বর্ব্বর জাতির বিবাদ-যুদ্ধ এক্ষণে অতীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং যে আসিয়িক উর্ব্বর বিস্তৃত পতিত প্রদেশ কয়েক শতাব্দী যাবৎ আর্য্য এবং তুরানীয় জাতির যুদ্ধভূমিস্বরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা জারের রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সেই পশুপাল পর্য্যটক জাতির মধ্যে কতকগুলি বিতাড়িত হইয়াছে, এবং কতকগুলিকে দমনপূর্ব্বক রক্ষিত সৈন্যদলভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহারা বহুকাল ধরিয়া যে প্রদেশটী মহাবলপ্রকাশে রক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় শান্তিপূর্ণ গ্রাম সকল সৃষ্ট এবং শ্রমশীল কৃষকদিগের দ্বারা সেই ভূমিতে কৃষিকার্য্য সমাধা হইতেছে।

এই প্রদেশ পর্য্যটনকালে সাধারণ পর্য্যটক, একটা আকর্ষক এবং প্রয়োজনীয় কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যাহাকে প্রাকৃতিক সুদৃশ্য বলা যাইতে পারে, তিনি এমত একটাও কিছু দেখিতে পাইবেন না, এবং বহুদিন ধরিয়া, গমনকালে এমত কোন ঘটনাও দেখিতে পাইবেন না, যাহা তিনি স্বীয় ভ্রমণ-পুস্তকে বর্ণবদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। যদি তিনি একজন জীবতত্ত্ববিদ্ বা ভাষাতত্ত্ববিদ্ হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি এ প্রদেশে গবেষণার অনেক উপকরণ পাইবেন, কারণ তিনি এখানে এত প্রকার বিভিন্ন জাতির সমাবেশ দেখিতে এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষা শুনিতে পাইবেন, যাহার দ্বারা একজন মেজোফান্টীর বহুভাষাভিজ্ঞতার পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়া ক্যাথারাইনের অনুষ্ঠিত নীতির দ্বারাই বিভিন্ন জাতির সমাবেশ সাধিত হইয়াছে। দক্ষিণ সীমান্ত ধীরে ধীরে যেমন বিস্তৃত হইতে থাকে, রুষীয় কৃষকেরা স্বদেশ অপেক্ষা অধিক ভূমিলাভ এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কামনায় অমনি সেই মধ্য-প্রদেশ হইতে সেই নবাধিকৃত প্রদেশে গমন করিতে থাকে। কিন্তু "ক্যাথারাইনের গৌরবমূলক শাসন" সময়ের মধ্যে সীমান্ত দ্রুতগতি এত অধিক বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ সীমান্তের বাহিরের দেশগুলি এত শীঘ্র অধিকৃত হইতে থাকে যে, প্রাচীন প্রথামত লোকেরা স্বেচ্ছায় তথায় গমন করিলেও সেই নবাধিকৃত দেশে উপযুক্ত বসতি

স্থাপিত হয় না। সেই জন্যই সাম্রাজ্ঞী বিদেশ হইতে উপনিবেশী আনয়ন করাইতে থাকেন। পাশ্চাত্য-য়ুরোপে তাঁহার যে সকল দূত অবস্থিত ছিলেন, সেই দূতেরা যাহাতে সেই সকল দেশ হইতে কৃষক এবং শিল্পীদিগকে রুষীয়ায় প্রেরণ জন্য চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় এবং যাহাতে সেই দূতগণের উক্ত চেষ্টা সফল হয়, সে বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য নানা দেশে বিশেষ দূত-দিগকেও পাঠান হয়। হাজার হাজার লোক সেই আহ্বানমত রুষীয়ায় আগমন পূর্ব্বক যে ভূমি কিছুদিন পূর্ব্বে কেবল পশুপালকজাতির পশুচারণভূমিস্বরূপে পতিত ছিল, তথায় বসবাস করিতে থাকে। ক্যাথারাইনের উত্তরাধিকারীগণও উক্ত নীতি অবলম্বন করেন, এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তগতিতে সেইমত উপনিবেশীদিগকে আনয়ন করা হইতেছে; এবং তাহার ফলস্বরূপ দক্ষিণ রুষীয়ায় এক্ষণে এত বিভিন্ন জাতির সমাবেশ হইয়াছে যে, য়ুরোপের কোনদেশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। রাজকীয় তালিকামত নবরুষীয়ায় অর্থাৎ একাটারিন্‌স্‌লাফ, টাউরাইড, খেরসন, এবং বেসারাবিয়ায় নিম্নলিখিত কয়টী জাতি বাস করিতেছে, যথা,—গ্রেট রুষীয়, ক্ষুদ্র রুষীয়, পোল, সারভীয়, মণ্টেনিগ্রীন, বুলগেরীয়, মোলডেভীয়, জার্ম্মাণ, ইংরাজ, সুইড, ফরাসী, ইটালীয়, গ্রীক, আর্ম্মেণীয়, তাতার, মরডওয়া, ইহুদী এবং জিপসী। ধর্ম্মও এইমত অনেকগুলি আছে। তালিকামত ধর্ম্মসংখ্যা যথা—গোঁড়া-গ্রীক, রোমান ক্যাথলিক, গ্রিগোরীয়, লুথারান, কাল্‌ভিনিষ্ট, অ্যাঙ্গলিকান, মেনো-নাইট, সেপারেটিষ্ট, পিটিষ্ট, কারাইম ইহুদী, টালমুডিষ্ট, মুসলমান এবং মলোকানী ও স্কোপসী প্রভৃতি বিভিন্ন রুষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ও আছে। আমেরিকাও স্বীয় অধি-বাসীগণের তালিকায় এত বিভিন্নজাতীয় লোক দেখাইতে পারেন না।

কিন্তু ইহা বলা উচিৎ যে, উপরোক্ত তালিকাটী যদিও ঠিক, কিন্তু এতদ্বারা প্রকৃত অধিবাসী-সংখ্যাসম্বন্ধে অভ্রান্ত অনুমান করা যাইতে পারে না। অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশই রুষীয় এবং গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বী, অন্যপক্ষে উপরে অন্যান্য যে নানাজাতীয় অধিবাসীর উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাহাদিগের মধ্যে ফরাষীদিগের মত কতকগুলিকে কেবল মাত্র নগরেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও গ্রাম্য অধিবাসীগণের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি অবস্থান করিতেছে। একদা তিন দিনের জন্য আমি স্মরণাতীতকালের প্রচলিত যানে গ্রীক, জার্ম্মাণ, সারভীয়, বুলগেরীয়, মণ্টেনেগ্রীন, এবং ইহুদীদিগের উপনিবেশ দর্শনে গমন করিয়াছিলাম।

সমস্ত বিদেশীয় উপনিবেশীর মধ্যে জার্ম্মাণদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রুষরাজগণ, তাহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে এদেশে আনাইয়া বসবাস করান যে, তাহারা পতিত জমিতে চাষ করিয়া, রাজ্যের ধন বৃদ্ধি করিবে, এবং তাহাদিগের প্রতিবাসী রুষীয় কৃষকদিগের মধ্যে সভ্যতামূলক ভাব বিস্তার করিবে। এই শেষোক্ত বিষয়ে তাহারা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে। জার্ম্মাণ উপনিবেশের মধ্যস্থ কোন

রুষীয় গ্রাম দেখিলে বোধ হয়—আমি যতদূর দেখিয়াছি—যে, সে গ্রামের উপর জার্ম্মাণদিগের সভ্যতামূলক প্রাবল্য কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই। প্রত্যেক জাতিই স্বতন্ত্রভাবে বাস করিয়া থাকে, এবং যতদূর সম্ভব, অন্য জাতির সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। রুষীয় মুঝিকগণ বড়ই কৌতূহলী, সুতরাং আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য প্রতিবাসীগণ কিরূপ প্রণালীতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা তাহারা বেশ মনোযোগের সহিত দেখিয়া থাকে, কিন্তু কখনও সেই প্রণালী অবলম্বন করিবার চিন্তা করে না। তাহারা জার্ম্মাণদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় লোক, নিতান্ত ধূর্ত্ত, এবং প্রকৃতি তাহাদিগকে এমত কতকগুলি গুণ দিয়াছেন, যাহা সাধারণ গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নাই, এমত ভাবিয়া থাকে। তাহাদিগের এমত ধারণা যে, পক্ষী সকল যেমন নীড় প্রস্তুত করিয়া বাস করিবেই ইহা স্বভাবসিদ্ধ, সেইমত জার্ম্মাণগণ, বড়, পরিষ্কার, এবং সুনির্ম্মিত বাটীতে বাস করিবে, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ; এবং মনুষ্যের নিজের এবং পরিবারবর্গের জন্য যেমন পক্ষীর ন্যায় বাসা সৃষ্টি করিবার কামনা মনোমধ্যে উদয় হয় না, সেইমত রুষীয়গণ যে, জার্ম্মাণদিগের আদর্শে বাটী নির্ম্মাণ করিবে, এ ধারণাও তাহাদিগের মনে উদয় হয় না। জার্ম্মাণগণ, জার্ম্মাণ, এবং রুষীয়গণ, রুষীয়—সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আর বলিবার কিছুই নাই।

জার্ম্মাণ উপনিবেশীদিগের প্রতিবাসী উক্ত রুষীয়গণের অনম্য রক্ষণশীলমত, দৃঢ়রূপেই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, রুষীয়গণ নিতান্ত অনুকরণপ্রিয় জাতি এবং যে কোন বিদেশীয় জাতির সহিত তাহাদিগের সংশ্রব হইলেই তাহারা সেই জাতির আচারব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকে, সাধারণে বিশ্বস্ত এবং প্রতিনিয়তোক্ত এই উক্তিটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমতও বলা হয় যে, রুষীয়গণ যেমন আপনার অঙ্গরাখা পরিবর্ত্তন করে, সেইমত জাতীয় আচারব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যজাতীয়ত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হয়; কিন্তু আমরা এখানে এরূপ গুরুতর প্রমাণ পাইতেছি যে, তদ্বারা উক্ত উক্তির বিপরীত তথ্য প্রকাশ পাইতেছে।

প্রকৃত সত্য কথা এই যে, এ সকল বিষয়ে উচ্চবংশীয় এবং কৃষকদিগকে প্রভেদ করিয়া লইতে হইবে। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তগণ অতি সহজে বিদেশীয় আচারব্যবহার অবলম্বন এবং অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অন্যপক্ষে কৃষকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ রক্ষণশীলমতাবলম্বী। যাহাহউক, শ্রেণীভেদের জন্য যে, এরূপ ঘটিতেছে, তাহা যেন কখনও মনে করা না হয়; দুইটীশ্রেণীর অতীত ইতিহাসের দ্বারা উক্ত বিভিন্নতা জানা যাইবে। রুষীয়দিগের আদিম নৈতিক অবস্থা যতদিন সমান থাকে, অর্থাৎ যতদিন না কোন বাহ্যিক কারণ বা অবস্থা, তাহাদিগকে চিরাভ্যস্ত চিরগৃহীত প্রাচীন আচারব্যবহার ও রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা জগতের অন্যান্য জাতির মতে নিতান্ত রক্ষণশীলমতাবলম্বী রূপে থাকিয়া যায়। বহুকাল অতীত হইল, সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ, সংস্কারপ্রিয় জারদিগের

যারা প্রবলরূপে প্রাচীন আচারব্যবহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহারা বিদেশীয় প্রাবল্যের অধীনে ক্রমাগত এরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন যে, তাঁহারা সেই প্রাচীনের স্থলে নূতন একটা কিছু স্থির করিয়া লইতে পারিতেছেন না। এই জন্য তাঁহারা যে কোন একটা নূতন পন্থা দেখিলেই এবং তাহা আকর্ষক বোধ হইলেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। কিন্তু বিশাল লোকমণ্ডলীকে চিরচলিত আচারব্যাবহার এবং তাহার প্রাবল্যের অধীন হইতে একেবারে উদ্ধার করিয়া আনা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার, সুতরা তাহারা আজি পর্য্যন্ত প্রবল রক্ষণশীলমতাবলম্বীই হইয়া রহিয়াছে।

যে দুইটী তথ্য প্রায়ই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে, উক্ত মতের সমর্থন জন্য এই স্থলে তাহার উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমটী এই যে, যে মলোকানীদিগের বিষয় আমি পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি, তাহারা ক্রমশঃ জার্ম্মাণদিগের প্রাবল্যের অধীন হইতেছে; ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহারা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায়, অতীতের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধবন্ধনকারী একটী শৃঙ্খল হইতে তাহারা সহজেই মুক্ত এবং অন্যান্য বিষয়েও সেইমত হইতেছে। দ্বিতীয় তথ্যটী এই যে, নিতান্ত গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বী কৃষকও যদি ঘটনাক্রমে কোন নূতনবিধ অবস্থায় পতিত হয়, তাহা হইলে সেও সে সময়ে যে কোন আচারব্যবহার উপযোগী বোধ করে, তাহা তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে সকল রুষীয় কৃষক, কৃষিব্যবসা ত্যাগ করিয়া শিল্প বা কলকৌশলসম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি দান করুন; তাহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নবীনজগতে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, এবং আপনাদিগের প্রাচীন আচারব্যবহার, ধারণা প্রভৃতি সে ক্ষেত্রে কোনমতে প্রয়োগ করা যায় না দেখিয়া, তাহারা বিদেশীয় কল্পনার অনুগমন করিতে বা বিদেশীয় আবিষ্কার অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। এবং যখন একবার তাহারা এই নূতন পন্থাবলম্বন করে, তখন তাহারা এ বিষয়ে জার্ম্মাণদিগকেও অতিক্রম করিতে থাকে। তাহারা বংশানুক্রমিক ধারণা কুসংস্কার প্রভৃতি গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করিলে, অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন তাহাদিগের চোক মুখ ফুটে, তখন তাহারা যথেচ্ছ পথে গমন করিতে থাকে।

জার্ম্মাণ উপনিবেশের সহিত নিকটবর্ত্তী রুষীয় গ্রামের বিষম অসাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, ইহার দ্বারাই শ্লাভনীয় জাতির উপর টিউটনীয় জাতির প্রাধান্য বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে, এবং সেই অসাদৃশ্য বিশেষরূপে দেখাইবার জন্য মেনোনাইট উপনিবেশীদিগকে সাধারণ্যে জার্ম্মাণদিগের আদর্শস্বরূপ উপস্থিত করা হয়। এখানে সাধারণ প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, আমি বলি যে, এরূপে তুলনায় সমালোচনা করা ভাল নহে। যে মেনোনাইটগণ পূর্ব্বে ডানজিগের নিকটে বাস করিত, এবং সৈন্যদলভুক্ত হইতে হইবে বলিয়া, যাহারা ভয়ে প্রুসীয়া হইতে রুষীয়ায় উপনিবেশীরূপে আগমন করে, তাহারা অনেকটা

বুদ্ধি জ্ঞান লইয়াই এই নবদেশে আসিয়াছিল, বহুল মূলধনও সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং রুষীয় কৃষকদিগের অপেক্ষা তাহারা সমধিক পরিমিত ভূমিও প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অতি অল্পকালপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা কতকগুলি বিশেষ স্বত্বানুগ্রহও সম্ভোগ করিত। তাহাদিগকে আদৌ সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে হইত না, এবং তাহারা প্রায় সকল প্রকার করদান হইতে নিষ্কৃতিও পাইয়াছিল। সাধারণ্যে তাহারা বেশ ভাল অবস্থাতেই পতিত হয়। সাধারণ জার্ম্মাণ উপনিবেশীগণ যেমন রুষীয় প্রতিবাসীগণের অপেক্ষা আর্থিক এবং নৈতিক বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, এই মেনোনাইটগণ সেইমত সেই জার্ম্মাণদিগের অপেক্ষা তদ্বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এমন কি জার্ম্মাণীর যে কোন সমৃদ্ধিশালী জেলাতেও তাহাদিগের এই সুখসমৃদ্ধি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এই ধনশালী অনুগৃহীত সুশিক্ষিত কৃষিজীবীদিগের সহিত দরিদ্র, গুরুতরভারাবনত অশিক্ষিত রুষীয় কৃষকদিগের তুলনা করা এবং তদ্বারা দুইটী জাতির যোগ্যতা এবং গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা এতদূর অন্যায় যে, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবারই আর দরকার হয় না।

যে ক্লান্ত পর্য্যটক বহু দিন হইতে রুষীয় গ্রামসমূহে বাস করিতেছেন, তিনি উক্ত মেনোনাইট উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন একটীতে গমন করিলে, তাহাকে ভূস্বর্গ জ্ঞান করিবেন। তিনি কোন তড়াগ বা জলপ্রণালীর পার্শ্বে হঠাৎ সমুচ্চ ছাদযুক্ত বৃক্ষাবলীর দ্বারা অর্দ্ধাবৃত বাটীশ্রেণী দেখিতে পাইবেন। নিকটে আসিয়া দেখিলে, বৃক্ষগুলিকে নিতান্ত চারা অপেক্ষা কিছু বড় বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু কোনপ্রকার বৃক্ষ বা ঝোঁপশূন্য অনাবৃত বিস্তৃত পতিত ভূখণ্ড দিয়া দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর—সেই পাদপগুলি যতই সামান্য প্রকার হউক না কেন—সেগুলি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বাড়ীগুলি বড় বড়, উত্তমরূপে রক্ষিত, এবং এমত সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘরগুলি সরলভাবে সজ্জিত, সৌন্দর্য্যাড়ম্বরের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার। বাটীর পার্শ্বেই অশ্বশালা, এবং তাহা এরূপ যে, ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণির কোন আদর্শক্ষেত্রের পক্ষেও কলঙ্কজনক বোধ হইবে না। সম্মুখে বেশ পরিসরযুক্ত উঠান, দিনের মধ্যে কয়েক বার তাহা ঝাঁট দেওয়া হয়, এবং পশ্চাতে নানাপ্রকার শাকসবজীপূর্ণ উদ্যান। ফলফুলের গাছ বড় অধিক নাই, কারণ জলবায়ুর গুণে এখানে তাহা অধিক জন্মে না। অধিবাসীগণ সরল, সৎ, এবং পরিমিতব্যয়ী, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি তত প্রখর নহে, এবং তাহাদিগের সেই ক্ষুদ্ররাজ্যের সংকীর্ণ সীমার বাহিরে যেকিছু আছে, তৎপ্রতি বড় স্বভাব প্রকাশ করে না, কিন্তু যে যে বিষয়ে তাহাদিগের নিজের হিত হইবে, এমত জ্ঞান করে, সে সকল বিষয় বেশ ভাল বুঝে। যদি আপনি তাহাদিগের মধ্যে অপরিচিত অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে প্রথমে তাহারা আপনার যেরূপ অভ্যর্থনা করিবে, তদ্দর্শনে তাহাদিগের প্রতি আপনার মনো-

ভাবটী বড় ভাল হইবে না, কারণ তাহারা লোকের সহিত মিশিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, গম্ভীরভাবে থাকে, বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত, এবং যে সকল লোক তাহাদিগের স্বজাতীয় নহে, তাহাদিগের সহিত মিশিতে ভাল বাসে না, কিন্তু আপনি যদি তাহাদিগের মাতৃভাষায় তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে পারেন, এবং পাদরীয় ন্যায় স্বরে তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি সহজেই তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাব বিদূরিত করিতে পারিবেন। মোটামোটী বলিতে গেলে, উক্ত প্রকার গ্রামে কাহাকেও অধিক দিন বাস করিতে অনুরোধ করা যাইতে পারে না, কারণ গ্রামের সর্ব্বত্রই যেরূপ কঠোর সামাজিক দৈনন্দিন নিয়মপ্রণালী চলিত, তাহাতে যাঁহার শিরায় ডচরক্ত না থাকে, * তাঁহার পক্ষে তথায় বাস করা নিতান্ত কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু আসিয়িক বিস্তৃত পতিত প্রদেশে গমনকালে পর্য্যটক যখন স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য চেষ্টিত হয়েন, সে সময়ের পক্ষে এখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করা যাইতে পারে। আমি যে ইহাকে ক্ষুদ্র ভূস্বর্গ বলিয়াছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষে ইহাও বলা উচিৎ ছিল যে, ডচদিগের পক্ষেই ইহা ভূস্বর্গ।

উক্ত মেনোনাইট এবং অপর কতকগুলি জার্ম্মাণ উপনিবেশী, কতিপয় বৃক্ষ রোপন এবং তাহা পরিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছে দেখিয়া, কোন কোন উর্ব্বরচেতা লোকের মনে এমত কল্পনা উপস্থিত হয় যে, এই প্রদেশের মৃত্তিকার নীরসতার জন্য কৃষকদিগের যে, মহাকষ্ট ঘটে, বাহুল্য পরিমাণে ছোট বড় বৃক্ষ উৎপাদন চেষ্টা করিলে, তদ্দ্বারা উক্ত নীরসতা কতক পরিমাণে দূর করা যাইতে পারিবে। যদিও মাননীয় সম্রাটের এক জন মন্ত্রী এই প্রস্তাবটী বিশেষরূপে উপস্থিত করেন, কিন্তু উপনিবেশীগণ বৃক্ষের সুশীতলছায়ায় অবসরকাল অতিবাহিত করিবার অভিলাষে কত বাহুল্য ব্যয় এবং কত কঠোর শ্রমের পর উক্ত বৃক্ষগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত অসম্ভব। যদি বনের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সহিত জলবায়ু বা ভূমির উর্ব্বরতার কোন সংশ্রব থাকে (এ বিষয়ে সকল বৈজ্ঞানিকই একমত হইতে পারেন নাই), তাহা হইলে, কেবলমাত্র বিস্তৃত গহনবন সৃষ্টির দ্বারা বৃষ্টি বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায় তাহা দক্ষিণ রুষীয়ায় তাহা করা যাইতে পারে, এরূপ অনুমান নিতান্তই অসঙ্গত।

মেনোনাইট এবং অন্যান্য জার্ম্মাণদিগের নিম্নে বুলগেরীয় উপনিবেশীগণ যোগ্য বলিয়া বোধ হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর নোগাই তাতারগণ যে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া

* মেনোনাইটগণ আদিতে ডচ ছিল। তাহারা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রুষীয়ায় আগমন করে, এবং তদবধি তাহারা মাতৃভাষা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বজাতির চরিত্রের উক্ত গুণটী আজিও রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

চলিয়া যায়, কয়েকবর্ষ হইল, ইহারা সেই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছে। সেই জন্য তাহাদিগের গ্রামগুলি আজিও শূন্য এবং অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে রহিয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাদিগের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এমত দেখা যায়। কেবল একবারমাত্র দর্শন দ্বারা যদি আমি তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ, তাহা স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে আমি বলি যে, তাহারা কৃষিকার্য্য এবং পারিবারিক সভ্যতাসম্বন্ধে অধিকাংশ জার্ম্মাণ উপনিবেশীর অধিক পশ্চাতে পড়িয়া নাই। তাহাদিগের বাটীগুলি নিতান্তই ছোট—এত ছোট ছোট যে, তাহাদিগের একটা সমগ্র বাটী মেনোনাইটদিগের একটা ঘরের মধ্যে রাখা যাইতে পারে; কিন্তু বাটীগুলি এরূপ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাচ্ছন্দ্য-জনক যে, তাহা একজন জার্ম্মাণ গৃহকর্ত্রীর প্রশংসার উপযুক্ত। এরূপ হইলেও আমি দেখিতেছি যে, বুলগেরীয়গণ তাহাদিগের এই নূতন বাসভূমিতে কোনমতে তুষ্ট নহে। তাহাদিগের নিকট হইতে আমি যে কয়টী সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাদিগের নিম্নলিখিত প্রকার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারি। রুষীয়ার যে সকল দূত তাহাদিগকে সুলতানের অধীনতা ত্যাগ করিয়া, জারের প্রজা হইবার জন্য এখানে আগমন করিবার প্রলোভন দেখান, তাঁহাদিগের মুখে ইহারা এদেশ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বর্ণনা শুনিয়াছিল, সুতরাং এখানে উর্ব্বরা এবং রমণীয় ভূমি পাইবে, এমত আশায় ইহারা এখানে আগমন করে। তাহারা মধু এবং দুগ্ধপ্রবাহিত ভূমির পরিবর্ত্তে কেবল বিস্তৃত পতিত শূন্য প্রদেশের এমত এক অংশ প্রাপ্ত হয়, যেখানে পানীয় জল পর্য্যন্ত অতিকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং যেখানে দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ হইতে এবং যে প্রবল উত্তরীয় বায়ু প্রায়ই এই শূন্য প্রদেশে বিষম বেগে প্রবাহিত হয়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপযোগী এখানে বৃক্ষাদি কিছুই দেখিতে পায় না। তাহাদিগের বসবাস জন্য পূর্ব্বে কোন বন্দোবস্ত ধার্য্য না হওয়ায়, তাহারা এখানে আগমন করিয়া, জার্ম্মাণ উপনিবেশীদিগের মধ্যে প্রথম শীতকালটী অতিবাহিত করে, কিন্তু জার্ম্মাণগণ, শ্লাভোফিলদিগের মত সহানুভূতি-প্রকাশক না হওয়ায়, তাহারা কাজেই সেই জার্ম্মাণদিগের দ্বারা সদয়ভাবে গৃহীত হয় না, কারণ জার্ম্মাণগণ তাহাদিগকে অনিমন্ত্রিত অতিথির মত জ্ঞান করে। তাহা-দিগের বিশেষ প্রিয় দ্রাক্ষাফলের এখানে চাষ করা যাইতে পারে না, এবং তাহা-দিগের সমধিক প্রিয় কোমল সুগন্ধী তামাকুও বহুমূল্য দান ব্যতীত এখানে পাওয়া যায় না দেখিয়া, তাহারা আরও হতাশ হয়। তাহারা এই নিরাশার কারণ এতদূর অসন্তুষ্ট হয় যে, আমি যখন তাহাদিগের নিকট গমন করিয়াছিলাম, তখন তাহারা পুনরায় আপনাদিগের প্রাচীন বাসভূমি তুরস্কে প্রত্যাগমন করিবার কথা কহিতে-ছিল এমত শুনিতে পাই। তাহাদিগেয় মাতৃভূমিতে অধুনা যে সকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তদ্দর্শনে তাহারা উক্ত মন্তব্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে কি না, তাহা এখন জানিবার কোন উপায় নাই।

ইহাদিগের অপেক্ষা অসঙ্গতিপন্ন উপনিবেশীদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য আজফ

সমুদ্রের উত্তর তীরস্থ মারিউপোল নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী তাতারভাষাভাষী গ্রীক-দিগের উল্লেখ করিতে পারি। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাতার খাঁদিগের শাসনাধীনে ক্রিমিয়ায় বাস করিত, এবং ক্রিম তাতারপ্রদেশ রুষীয়সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয়া ক্যাথারাইনের শাসনকালে তাহারা উপনিবেশীরূপে রুষীয়ায় আগমন করে। তাহারা আপনাদিগের প্রাচীন ভাষাটী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসটী অব্যাহত রাখিয়াছে। তাহারা তাতারদিগের ভাষা অবলম্বন-সূত্রে তাতারদিগের ন্যায় অলস এবং অনুদ্যমশীল হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ তাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং মূর্খ হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগের সহিত ক্রিমিয়ার তাতারদিগের বেশ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সূত্রেই আমার বিশেষ বিশ্বাস যে, ক্রিমিয়ার সেই তাতারগণ প্রকৃত তাতার নহে, গ্রীক, এবং তাহারা বিজেতাদিগের ভাষা এবং ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

এই প্রদেশের সমস্ত উপনিবেশী জাতির মধ্যে ইহুদী উপনিবেশীগণের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ। ইহারা অবশ্যই খুব বুদ্ধিমান, শ্রমশীল এবং পরিমিতাচারী জাতি, এবং কেনাবেচা ও দরদস্তুর কার্য্যে জগতের কোন জাতিই ইহাদিগের তুল্য নহে, কিন্তু ইহারা নগর সমূহে বাস করিতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছে যে, কোনমতে উত্তম কৃষক হইতে পারে না। ইস্রায়েলের বংশধরগণকে তাহাদিগের চিরপ্রবাদানুগত ব্যবসাকার্য্য হইতে অর্থনীতিবিদদিগের উক্তিমত তাহাদিগকে সমাজের উৎপাদন-কারী শাখায় পরিণত করা যাইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষার জন্যই এই ইহুদী উপনিবেশগুলি সংস্থাপিত হয়। সে পরীক্ষা ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং সেই নিষ্ফলতার কারণানুসন্ধান করাও কঠিন হয় না। ইহাদিগের শুষ্ক মুখমণ্ডল, দুর্ব্বলভাবে চলন, ছিন্নচর্ম্মপাদুকা, এবং আগুল্‌ফলম্বিত পুরাতন মলিন জামা দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে, তাহাদিগের অবস্থা ভাল নহে। তাহাদিগের বাটীগুলি নিতান্ত ভগ্নাবস্থায় পতিত, এবং তাহাদিগের গ্রামগুলি দেখিলে, ভবিষ্যদ্বক্তা ডেনিয়েল যে, জঘন্য বসতির কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাহাদিগের ভূমির অধিকাংশই অকর্ষিতাবস্থায় পড়িয়া থাকে বা অন্যান্য জাতীয় উপনিবেশীদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে দেওয়া হয়। তাহারা ন্যূনাধিক পরিমিত গুপ্তভাবে ব্যবসার দ্বারাই প্রধানতঃ যাহাকিছু উপার্জ্জন করে মাত্র।

পূর্ব্বে স্কাণ্ডিনেভিয়াকে নূতন জাতিসৃষ্টির কলকারখানা বলা হইত, আমরা দক্ষিণ রুষীয়াকেও সেইমত কলকারখানা বলিতে পারি। এখানে প্রাচীন পুরাতন জাতির অবশিষ্ট কতকগুলিকে গলাইয়া একটা নূতন জাতিরূপে গড়া হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা এস্থলে বলা উচিৎ যে, সেই গলান কার্য্যটী এখনও সম্পূর্ণ আরম্ভ হয় নাই।

আমেরিকা এবং ব্রিটিস উপনিবেশ সমূহে জাতিগত বিচিত্রতা যেমন দ্রুতগতি লোপ পায়, রুষীয়ায় সেরূপ হইতেছে না। আমেরিকায় আমি প্রায়ই দেখিয়াছি, যে সকল জার্ম্মাণ কয়েকবর্ষ মাত্র আমেরিকায় বাস করিতেছে, তাহারা সেখানকার

দেশীয়দিগের অপেক্ষাও অধিক আমেরিকান হইতে বিশেষ চেষ্টা করে, আমেরিকার স্থানীয় লোকদিগের আচারব্যবহারের বিচিত্রতা অতিরিক্তরূপে প্রকাশ করে, আপনাদিগের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া, বর্ব্বর জড়িতবাক্যে কথা কহে, আমেরিকার সকল প্রকার অনুষ্ঠানের প্রবল প্রশংসা করে, এবং তাহারা সেই মহান সাধারণতন্ত্র দেশের খাঁটী অধিবাসী কি না, কেহ সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহা অবমাননামূলক জ্ঞান করিয়া, প্রতিশোধ দিতে সতত প্রস্তুত থাকে। কিন্তু রুষীয়ায় যে সকল জার্ম্মাণ উপনিবেশী আছে, তাহাদিগের মধ্যে আমি সেরূপ কিছুই দেখিতে পাই নাই। যদিও তাহাদিগের পিতা বা পিতামহ সেই নূতনদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে রুষীয় বলিলে, তাহারা তাহা অবমাননামূলক জ্ঞান করে। তাহারা রুষীয় নিম্নশ্রেণীর লোক বা কৃষকদিগকে নিতান্ত দরিদ্র, মূর্খ, অলস, এবং অসৎ জ্ঞান করে, রাজপুরুষগণ অত্যাচার-উৎপীড়ন ও বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে ভয় করে, আপনাদিগের আচারব্যবহার ও ভাষা যত্নের সহিত রক্ষা করে, রুষীয় ভাষায় প্রায় ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না— কোন কোন স্থলে আদৌ পারে না, এবং যাহাদিগের সহিত তাহাদিগের জাতিগত এবং ধর্ম্মগত মিল নাই, তাহাদিগের সহিত আদৌ বৈবাহিক আদানপ্রদান করে না। যাহাহউক, সারভীয়, বুলগেরীয়, এবং মন্টেনিগ্রীন প্রভৃতির ন্যায় যে সকল শ্লাভনীয় উপনিবেশী প্রাচীন গোঁড়া গ্রীকধর্ম্ম পালন করে, রুষীয় প্রাবল্যটা, তাহাদিগের উপরেই বিশেষ বিস্তৃত হইতেছে, কারণ রুষীয়ভাষার সহিত তাহাদিগের মাতৃভাষার অনেকটা নিকট সাদৃশ্য থাকায়, তাহা সহজে শিক্ষা করে, এবং তাহারা টিউটনীয়দিগের অপেক্ষা স্বভাবত নম্র।

গবর্ণমেন্ট এক্ষণে সকলজাতীয় প্রজাকে একবিধ করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—উপনিবেশীগণকে যে অনুগ্রহস্বত্ব পূর্ব্বে দিয়েছিলেন, তাহা রহিত করিতেছেন, এবং উপনিবেশীগণ যে স্বতন্ত্র প্রণালীতে শাসিত হইত, তাহারও পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। উক্ত কারণে—বিশেষতঃ সকলকে সৈন্যদলে অবশ্য প্রবেশ করিতে হইবে, এই বিধি, জার্ম্মাণগণ যে, নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে অভিলাষী, সেই অভিলাষ পরিণামে অবশ্যই হ্রাস করিয়া দিবে। জার্ম্মাণ যুবকগণ সৈন্যদলে অবস্থানকালে অন্ততঃ রুষীয় ভাষাটা অবশ্যই শিক্ষা করিবে, এবং মনোবৃত্তিও কতকটা রুষীয়দিগের মত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের উক্ত নবীন নীতির বিরুদ্ধে ভয়ানক বিরুদ্ধবাদিতা উপস্থিত হইয়াছে, এবং স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান-কামনা প্রবলরূপে ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক জার্ম্মাণ উপনিবেশেই রুষীয়দিগের অত্যাচারের অনুযোগ, এবং রুষীয়দিগের জাতীয় চরিত্রের নিন্দাব্যঞ্জক মন্তব্য শুনিতে পাওয়া যায়। উক্তপ্রকার নূতন সংস্কারমূলক ব্যবস্থার জন্য মেনোনাইটগণ বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার ভয়েই তাহারা রুষীয়ায় পলাইয়া আইসে, এবং তাহাদিগের সহিত রুষ গবর্ণমেন্ট এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করেন যে, তাহাদিগকে

সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের ধর্ম্মের আদেশের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সৈন্যদলভুক্ত করিবার উপক্রম হইতেছে। সম্রাট-সদনে ইহারা যে অনুযোগপত্র অর্পণ করিয়াছে, তন্মধ্যে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত উক্ত পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে তাহারা এতদপেক্ষা আরও গুরুতর আপত্তির কারণ প্রদর্শন করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জন আমার নিকট প্রকাশ করে যে, যে বেষ্টনীটী অন্যান্য অধিবাসীগণের মধ্যে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, যদি কোন রকমে সেই বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা কোনমতেই আর তাহাদিগের পিউরিটেনীয় ধর্ম্মের কঠোর বিধিগুলি—যাহা তাহাদিগের এক্ষণে প্রধান বলস্বরূপ—পালন করিতে সক্ষম হইবে না। সম্রাট, উপনিবেশীদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিলেও এই জন্যই শত শত উপনিবেশী-পরিবার ইতিমধ্যেই আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে, এবং এখনও যাইতেছে। ১৮৭২ এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন আমি মেনোনাইটদিগের উপনিবেশে গমন করি, তখন সেই জাতির কয়েকজন মাতব্বর লোক, আমাকে জ্ঞাত করেন যে, মেনোনাইটদিগের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক লোক উক্ত দেশত্যাগ করিবে এবং বহুদূরে পাশ্চাত্য প্রদেশে নূতন বাসভূমি পাইবার চেষ্টা করিবে। অবিশ্রান্ত শান্তি-সম্ভোগসূত্রে ইহার মধ্যে যে কঠোর ধর্ম্মবিধিপালন-বৃত্তি শ্লথ হইয়া আসিতেছিল, উক্ত বিদেশে গমনসূত্রে তাহা আবার স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পুনরায় তাহারা জগদীশ্বরের দ্বারা বিদিত হইতেছে যে, যদিও তাহারা জগতে বাস করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা জগতের উপযুক্ত লোক নহে, এবং তাহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলস্বরূপ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য তাহাদিগকে সততই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নূতন শাসনপ্রণালী অনুসারে যে সকল উপনিবেশী, রুষীয়সাধারণের ন্যায় গোঁড়া গ্রীকধর্ম্ম পালন করে, তাহারা শীঘ্রই রুষীয় হইয়া যাইবে, এমত সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমার ধারণা যে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ, এরূপে এক হইয়া যাইবার বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া বাধা পাইবে। গোঁড়া গ্রীকধর্ম্ম এবং প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মপ্রণালী পরস্পর এত বিসম্বাদী যে, সেই দুইটী ধর্ম্মাবলম্বীগণ কখনই পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান চালাইবে না; এবং সেরূপ বিবাহ ব্যতীত উক্ত দুইটী শ্রেণীর এক হইয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

কোন পর্য্যটক এই বিচিত্র প্রদেশে ভ্রমণকালে যে, অজ্ঞাতসারে কোন প্রকার জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় কৌতূহলজনক ব্যাপারের সম্মুখীন হইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজফ সমুদ্র হইতে কাস্পিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে ভ্রমণকালে আমি যে একটী বিচিত্র বিষয় জ্ঞাত হই, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে পারি। একদিন ঘটনাক্রমে আমি পর্য্যটন-মানচিত্রের মধ্যে পিয়াটিগোরাস্কের বিখ্যাত স্নান-স্থানের নিকট "সটল্যাণ্ডস্কায়া কলোনিয়া" (স্কটল্যাণ্ডীয় উপনিবেশ) আছে, এমত দেখিতে পাই। সে সময়ে আমি উক্ত স্থানের ৩০ ক্রোশ উত্তরে ষ্টাভরোপোল নামক

নগরে ছিলাম, সুতরাং উক্ত উপনিবেশটী কিরূপ, তৎসম্বন্ধে সেখানে কোন সন্তোষপ্রদ উত্তর পাই না। কতকগুলি অভিজ্ঞ লোক, আমাকে জ্ঞাত করে যে, নামে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, এক সময়ে এটি তাহাই ছিল, অন্যপক্ষে অপর কতকগুলি লোকও বিশ্বাসের সহিত বলে যে, উক্ত স্থানটী কেবল একটা ক্ষুদ্র জার্ম্মাণ উপনিবেশ মাত্র। প্রকৃত কাণ্ডাখানা কি, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্য উক্ত উপনিবেশটী আমার গন্তব্য পথের নিকটে না থাকিলেও আমি স্বয়ং সেখানে যাইতে ইচ্ছা করি, সুতরাং একদা প্রাতঃকালে আমি উক্ত গ্রামে আসিয়া উপনীত হই। আমি যে সকল অধিবাসীকে প্রথমে দেখিতে পাই, তাহারা নিশ্চয়ই জার্ম্মাণ, কিন্তু উক্ত স্থানে স্কচজাতীয় লোকেরা বাস করে, কি করিত, সে সম্বন্ধে তাহারা কিছুই বলিতে পারে না। ইহাতে আমি নিরাশ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি,এমত সময়ে কজন যুবক শিক্ষক আসিয়া,আমি কি জানিতে চাই, ইহা শুনিয়া, আমাকে বলিলেন যে গ্রামের শেষ ভাগে একজন বৃদ্ধ সায়কেসিয়ান বাস করেন, তিনি এখানকার প্রাচীন ইতিহাস অনেক জানেন,সুতরাং তাঁহার নিকট যাইলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। বর্ণিত বাটীতে গমন করিলে, একটী পূজনীয় বৃদ্ধ লোককে দেখিতে পাই। তাঁহার মূর্ত্তিটী দেখিতে সুন্দর সারকেসীয়ের মত, চক্ষুদুটি কয়লার মত কাল, কিন্তু উজ্জ্বল, দাড়ীটী কটা, কিন্তু লম্বা, দেখিলেই একজন বিজ্ঞ লোক বলিয়া বোধ হয়। আমার আগমনের উদ্দেশ্য কি, তাহা রুষীয় ভাষায় তাঁহাকে বিদিত করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি সে স্থানের কোনও স্কচকে চিনেন কি না।

তিনি উজ্জ্বলচক্ষে আমার প্রতি তীব্রদৃষ্টিদানে,আমি যে ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, সেই ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাহা জানিতে চাহেন কেন?"

"কারণ আমি নিজে একজন স্কচ, এবং এখানে আমার কোন স্বদেশীয়কে দেখিতে পাইব, এমত আশা করি।"

তিনি খাঁটী স্কচভাষায় যখন আমার প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন, তখন আমি কিরূপ বিস্মিত হই, পাঠক তাহা মনে করুন। তিনি বলিলেন, "আমি একজন বৃদ্ধ স্কচ! আমার নাম জন এবারক্রম্বি। আপনি এডিনবর্গের বিখ্যাত ডাক্তার এবারক্রম্বির নাম কি কখনও শুনেন নাই?"

কথাটী শুনিয়া আমি একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইলাম। ডাক্তার এবারক্রম্বি একজন চিকিৎসক এবং তিনি আত্মতত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থের লেখক, আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু ইহাও জানিতাম যে, তিনি অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছেন। যখন আমি বিস্ময় হইতে কতকটা মুক্তি পাইলাম, তখন আমি, আমার সম্মুখস্থ সেই পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম যে, যদিও আপনার স্বরটী ঠিক স্কচের ন্যায় কিন্তু আপনার মুখখানি অবশ্যই সারকেসীয়ানের মত।

আমার সেই বিস্ময়াপন্ন মুখভাব দেখিয়া, তিনি মনে মনে আনন্দানুভব করিয়া,

শেষ বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আপনি মিথ্যা বলেন নাই, আমি একজন সারকেসীয় স্কচম্যান!"

তাঁহার এই বিচিত্র কথাতেও আমার সন্দেহ দূর হইল না, সুতরাং আমি আমার সেই নবপরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, তিনি যেন আরও খুলিয়া পরিচয় দেন। তিনি অবিলম্বেই আমার সেই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ গল্পটী নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়বর্ষে স্কটল্যাণ্ডের একদল পাদরী, সারকেসীয় জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য রুসীয়ায় আসিয়াছিলেন, এবং সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে তাঁহারা এইস্থানে বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভূমি তৎকালে সাম্রাজ্যের সীমান্তে ছিল। তাঁহারা এইখানে একটী প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক প্রচারারম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসীগণ পৌত্তলিক নহে, মুসলমান, সুতরাং তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা অসাধ্য। এই বিভ্রাটে পড়িয়া, তাঁহারা এক নূতন কল্পনা স্থির করিয়া, সারকেসীয় পিতা মাতাদিগের নিকট হইতে সারকেসীয় শিশুগণকে ক্রয় করিয়া, খ্রীষ্টানরূপে পালন করিতে থাকেন। সেই শিশুদিগের মধ্যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে টিউনা নামক একটী শিশুকেও ক্রয় করা হয়। ডাক্তার এবারক্রম্বির দ্বারা প্রদত্ত অর্থে সেই বালকটী ক্রীত হওয়ায়, সেই শিশুটীর দীক্ষাকালে তাহার এবারক্রম্বি নামকরণ হয়, এবং বালকও আপনাকে উক্ত হিতৈষী চিকিৎসকের পালনপুত্র জ্ঞান করে, ইহাই মূল রহস্য।

টিউনা ওরফে মিঃ এবারক্রম্বি একজন বেশ বুদ্ধিমান লোক। তিনি মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরাজি, জার্ম্মাণ এবং রুষীয় ভাষায় বিশুদ্ধরূপে কথা কহিতে পারেন। এবং তিনি আমাকে আরও জ্ঞাত করেন যে, তিনি আরও কয়েকটী ভাষা উত্তমরূপে জানেন। তাঁহার জীবনটী ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে—বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যেই ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে অস্ত্রাকানে ধর্ম্মপ্রচার করেন, পরে বেল-মিশন নামক প্রচারকসভার অধীনে সার্দ্ধ চারিবর্ষকাল পারস্যে অতিবাহিত করিয়া, পরে সাইবিরীয়ায় ছয়বর্ষ উক্তকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সম্রাট নিকোলাস, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কচদিগের উক্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য রহিত করিয়া দেন, সুতরাং দুইজন প্রচারক ব্যতীত আর সকলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই দুইজনের মধ্যে একজনের (গলওয়ে) পুত্রই এক্ষণে একমাত্র খাঁটী স্কচরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই কতিপয় সারকেসীয় স্কচম্যানের মধ্যে কয়েকজন বিবাহিত জার্ম্মাণ আছেন। অপর অধিবাসীগণ সারাটোফ প্রদেশ হইতে আগত জার্ম্মাণ উপনিবেশী, এবং গ্রামের সকলেই জার্ম্মণভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

বিদেশীয় উপনিবেশী, তাতারাক্রমণ, এবং আদিম ফিনদিগের বিবরণ বিশদরূপে জ্ঞাত হইয়া, খাঁটী রুষীয় অধিবাসীর সহিত তুলনায় বিদেশীয় অধিবাসীসংখ্যা

ক্ত, পাঠকের তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে, এসম্বন্ধে কোন অভ্রান্ত তালিকা আমরা পাই নাই, কিন্তু আমরা মোটামুটি বলিতে পারি যে, য়ুরোপীয় রুষীয়ার (ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং ককেসশ ছাড়া) ৬১০৫০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ১২০০০,০০০ জন অর্থাৎ পাঁচ অংশের এক অংশ বিদেশীয়।

অবরুচেফের মতানুসারে বিভিন্ন বিদেশীয়দিগের সংখ্যা যথা,—

আর্য্যজাতি।

লিথুয়ানিয়ান	...	...	২, ৩৪৩, ০০০ জন,	
পোল	...	...	৯৬০, ০০০ ,,	
মোলডেভীয়	...	...	৮৭৫, ০০০ ,,	
জার্ম্মাণ	...	...	৬৬১, ০০০ ,,	
গ্রীক	...	...	৪৭, ০০০ ,,	
বুলগেরীয়	...	...	৪০, ০০০ ,,	
আরমেনীয়	...	...	৩৩, ০০০ ,,	
			৪৯৫৯ ০০০	৪৯৫৯০০০

সেমেটিকজাতি

ইহুদী	...	...	১৬৩১০০০	১৬৩১৪০০

তুরানীয়জাতি

ফিন	...	...	৩০৩৮০০০	
তাতার	...	...	১৩১২০০০	
বাসকির ও তজ্জাতীয়	...	...	১০৩৭০০০	
কিরঘিস	...	...	১৭৬০০০	
কালমুখ	...	...	৮৬০০০	
			৫৬১৯,০০০	৫৬১৯০০০
উক্তশ্রেণীর মধ্যে যাহাদিগকে ধরা হয় নাই ...		...	১০৩০০০	১০৩০০০
				১২৩১২০০০

এমতে দেখা যাইতেছে—

অধিবাসীগণের মধ্যে	রুষীয়-সংখ্যা	শতকরা	৭৯·৮৯
,, ,,	অন্য জাতীয়	,,	৮·১১
,, ,,	সেমিটিক	,,	২·৬৭
,, ,,	তুরানিয়ান	,,	৯·১৭
,, ,,	নানাজাতীয়	,,	·১৬

বিদেশীয় উপনিবেশীদিগের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ, তাহা

তাহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তালিকা দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রুষীয়ায় প্রত্যেক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীই এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হয়, সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, যাহারা রুষীয়জাতির চলিত প্রধানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রায় একেবারে রুষীয় হইয়া গিয়াছে, অথবা সম্পূর্ণরূপে রুষীয় হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমতাবস্থায় সামাজিক চক্ষে দেখিলে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের পরিমাণ কতকটা কমিয়া আইসে। * য়ুরোপীয় রুষীয়ার অধিবাসীসংখ্যা উক্ত হিসাবে ধরিলে ৬১০০০০০০ জন হয়, তন্মধ্যে প্রায় নবতি লক্ষ লোক গোঁড়াধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ রুষীয়ার প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ইহা-দিগের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক রোমান ক্যাথলিক, ২০ লক্ষের কিছু অধিক প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রায় ১৫ লক্ষ ইহুদী, ২০ লক্ষ মুসলমান, এবং ৮৬০০০ জন বৌদ্ধ।

রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশে উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বসতি, তাহাও একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাশ্চাত্য য়ুরোপের রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রাবল্য অধিক, এবং প্রাচ্য প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্ম এবং লামাদিগের ধর্ম্মের প্রকোপ অধিক। এমতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধেও রুষীয়া, য়ুরোপ এবং আসিয়ার সংযোগ-সাধক শৃঙ্খলস্বরূপ। †

---

* এরূপ হ্রাস হইবার মূল কারণ এই যে, প্রকৃত রুষীয়ার ফিনগণ (৩০৩৮০০০ জন) গোঁড়া গ্রীকধর্ম্মাবলম্বী।

† এই অধ্যায়ের কতক অংশ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ফর্টনাইটলি রিবিউ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল।

বিংশ অধ্যায়।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং য়ুরোপীয় প্রাবল্য।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং বার্লিন—বড় বড় বাটী সকল—পুলিস—প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য—পিটার দি গ্রেট—তাঁহার লক্ষ্য এবং রাজনীতি—জার্ম্মাণদিগের প্রভুত্ব—স্বজাতীয়ত্বের প্রতিক্রিয়া—ফরাসী-প্রাবল্য—শিক্ষা-জ্ঞানের অভাব—বিদেশীয় প্রাবল্যের শত্রুতা—নবানীত সাহিত্যের নবযুগ—গুপ্ত সভাবলী—বিভ্রাট—নিকোলাকের শাসন—পারনাসস শিখরে ভয়ঙ্কর সমর—গোগোল—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবমূলক আন্দোলন—নবীন-প্রতিক্রিয়া—সমাপ্তি।

পর্য্যটক, সমুদ্রপথ ব্যতীত অন্য যে কোন দিক দিয়াই সেণ্ট পিটার্সবর্গে আসিলে, তাঁহাকে মনুষ্য-বসতিহীন এবং কৃষিচিহ্নশূন্য কয়েক শত ক্রোশ বন এবং জলাভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। এই কারণেই এই নগরটীর দৃশ্য নবাগত পর্য্যটকের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবাঙ্কিত করিয়া দেয়। ভয়াল পতিত মরুক্ষেত্রমধ্যে যেন তিনি হঠাৎ কৃত্রিম রমণীয় উর্ব্বরভূমিতে আসিয়া উপনীত হন।

য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরগুলির মধ্যে কেবলমাত্র বার্লিন নগরের সহিত জারের এই রাজধানীর অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। দুইটী নগরই সম্পূর্ণ সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত, দুইটীরই রাজপথগুলি প্রশস্ত, নিয়মিতরূপে গঠিত, এবং অসুন্দররূপে গ্রথিত; দুইটীতেই এমত একবিধ ভাব এবং কঠোরতা বিরাজমান যে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, যেন সামরিক কঠিন শাসন এবং জার্ম্মাণদিগের বিভাগীয় শাসননীতির আদেশে সেরূপ হইয়াছে। কিন্তু এক বিষয়ে দুইটীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। যদিও ভূবেত্তাগণ বলিয়া থাকেন যে, স্প্রীনদীর তীরে বার্লিন রাজধানী নির্ম্মিত, কিন্তু আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ তথায় বাস করিলেও সেই মলিনা শক্তিহীনা প্রবাহিনী—অন্যায়রূপে যাহার নদীনামে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই স্প্রীনদীকে দেখিতে পাইব না। অন্যপক্ষে সেণ্টপিটার্সবর্গ রাজধানী একটী রমণীয়া নদীর তীরে স্থাপিত এবং সেই নদীটী সেই স্থানের একটী প্রধান দৃশ্য স্বরূপ। প্রশস্ততার দ্বারা এবং পরিষ্কার, শীতল অসীম নীলজলতরঙ্গে বাস্তবিক এই নেভানদী য়ুরোপের নদীসমূহের মধ্যে প্রধানারূপে গণ্য হইয়াছে। নেভানদী ফিনল্যাণ্ডের খাঁড়ীর সহিত যেখানে মিলিত হইয়াছে, তাহার কয়েক ক্রোশ পূর্ব্বে কয়টীধারায় অঙ্গ বিস্তার করিয়া, ত্রিকোণাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

সেই স্থানেই সেণ্ট পিটার্স বর্গ রাজধানী দণ্ডায়মান। নগরের মূল অংশটী নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত; এবং অবশিষ্ট অংশটী উত্তরতীরে এবং দ্বীপগুলির উপর স্থাপিত। উক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে বাসিল দ্বীপ অর্থাৎ বাসিলিয়োষ্ট্রফের সহিত একটী সুদীর্ঘ পরমরমণীয় দৃশ্যযুক্ত পাষাণ-সেতুর দ্বারা নদীর দক্ষিণ তীরের সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। নগরের মধ্যে কেবল এইটীই এক মাত্র পাষাণ-সেতু, * কিন্তু এখানে আরও অনেকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি কাষ্ঠরাশির উপর স্থাপিত এবং কতকগুলি রাইননদীর উপর ভাসমান বিখ্যাত সেতুর মত নৌসেতু। সেই সেতুগুলি প্রধান ভূমির সহিত দ্বীপগুলির সংযোগসাধন করিতেছে। গ্রীষ্মকালে মধ্যবর্ত্তী অনেক স্থলে দুইদাঁড়বিশিষ্ট রমণীয় ক্ষুদ্র তরীর দ্বারা (প্রকাশ যে পিটার দি গ্রেটের দ্বারা আবিষ্কৃত তরীর আদর্শে তাহা নির্ম্মিত) লোকেরা মূলভূমি হইতে দ্বীপগুলিতে যাতায়াত করে। নগরের আরও দূরবর্ত্তী অংশের কোন কোন স্থানে দ্রুতগামী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পতরীযোগে সহজে যাতায়াত করা যায়, এবং সে গুলির দ্বারা দৃশ্য-সৌন্দর্য্য, কতকটা বর্দ্ধিত করে। শীতকালে উক্ত পারাণী নৌকাগুলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পতরীগুলি অদৃশ্য হয়, এবং সেতুগুলির প্রয়োজনীয়তাও সে সময়ে অনেক কমিয়া যায়, কারণ তখন নদীর উপর বরফ পড়িয়া এমত জমাট হইয়া যায় যে, তাহার উপর দিয়া অনায়াসেই অত্যন্ত গুরুভার দ্রব্যও যাইতে পারে। ক্যাব নামক গাড়ী এবং শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রের মধ্যস্বরূপে গণ্য ড্রস্কীনামক দোলায়মান এবং শব্দায়মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকটগুলিও সে সময়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং সেগুলির স্থলে শ্লেজ নামক চক্রহীন যানগুলি, ধীর স্থির জলবক্ষস্থ তরীর ন্যায় সরল বরফরাশির উপর দিয়া নীরবে চলিয়া যায়।

প্রধানা নদী অর্থাৎ "বড় নেভা" একটী পাষাণ-সেতু এবং তিনটী নৌসেতু বক্ষে ধারণ করিয়া, মূলরাজধানী এবং বাসিলিয়োষ্ট্রফের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নিরাটরূপে নির্ম্মিত এবং লোহিতবর্ণের বড় বড় দৃঢ় পাষাণরাশির দ্বারা রক্ষিত পোস্তা এবং বাঁধগুলির দ্বারা নদীটীকে রাজধানীর প্রকৃত সীমার মধ্যে রক্ষা করা হইয়াছে। দক্ষিণদিকের বাঁধটী পথরূপে বা পাদবিহার-ভ্রমণস্থানরূপে রক্ষিত। অন্যপক্ষে বাসিলিয়োষ্ট্রফের বিস্তৃত পোস্তাগুলি বাণিজ্যকার্য্যের জন্য রক্ষা করা হইয়াছে। গ্রীষ্মকালের সকল সময়েই তথায় অনেকগুলি জাহাজ-শ্রেণী অবস্থান করে। দ্বীপের সর্ব্বশেষ উত্তরাংশে কষ্টম হাউস অর্থাৎ শুল্কগ্রহণ কার্য্যালয় এবং এক্সচেঞ্জ স্থাপিত। যে সকল বিদেশীয় বণিক আমদরপ্তী একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই সেখানে সমবেত হয়েন। কিন্তু এ স্থানটী সম্পূর্ণ বাণিজ্য-স্থান নহে, কারণ এখানে একাডেমি অব সায়ান্স অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং একাডেমি অব ফাইন আর্টস্ অর্থাৎ কলা বিদ্যালয় স্থাপিত। নদীর আরও উত্তরে নিকটবর্ত্তী দ্বীপোপরি পরমরমণীয়

* আর একটী সেতু এক্ষণে নির্ম্মিত হইতেছে।

রূপে গঠিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপিত, তাহার মধ্যে সম্রাট-পরিবারের মৃতদিগের সমাধি হয়, এবং রাজনৈতিক অপরাধীগণকে তথায় বন্দী করিয়াও রাখা হয়। অপর পারে নদীর তীরেই সম্রাটের প্রাসাদ, রণতরীবিভাগের কার্য্যালয়,এবং সেনেট নামক সভাবাটী স্থাপিত, এবং তাহার পর রণতরীবিভাগের ডক ইয়ার্ড, এবং সর্ব্বশেষে সেণ্ট আইজাক নামক ভজনাগারের সমুচ্চ চূড়া এবং স্বর্ণরঞ্জিত গুম্বজ দেখা যায়।

নদীটী যেমন প্রশস্ত,সেণ্ট পিটার্স বর্গের অপর সবগুলিও সেইমত বড় বড়। রাজপথ, ভ্রমণোদ্যান, প্রাসাদ,সাধারণ-রাজ্যকার্য্যালয়, এবং ভজনাগার প্রভৃতির অন্য যে কোন ত্রুটি দেখা যাউক না কেন, কিন্তু সকলগুলিই বড় বড়, এবং দেখিলে বোধ হয় যে, সেগুলি যেন বর্ত্তমান সংখ্যাবদ্ধ লোকদিগের প্রত্যক্ষ অভাব মোচন জন্য সৃষ্ট হয় নাই, অগণিত ভবিষ্য বংশধরদিগের জন্য প্রস্তুতীকৃত। রুষসাম্রাজ্যটি যেমন অতি বৃহৎ, এই রাজধানীটিও তদনুরূপ হইয়াছে বটে, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীগণের বাটীগুলিও অতি বড় বড় এবং অনেক বাটিতে ২০ টীরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন ঘর আছে।

উক্ত প্রকারে বড় বড় বাটী নির্ম্মাণ-প্রথা প্রচলিত থাকায়, পুলিশ অর্থাৎ শান্তিরক্ষাবিভাগের একপ্রকার স্বতন্ত্র কার্য্যকর ব্যবস্থা সৃষ্টির সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক বাটীতে এক একজন দ্বারবান (ভরণিক) থাকে, তাহারা যেমন বাটীর কর্ত্তার ভৃত্য, সেইমত পুলিশের কাজও করিয়া থাকে। তাহাদিগকে বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ ঝাঁট দিতে এবং গ্রীষ্মকালে জলসেচন করিতে হয়, বাটীর সকল লোকে যাহাতে রাজকীয় নিয়মপ্রণালী দৃঢ়রূপে পালন করেন, তজ্জন্য তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। রজনীতে তাহাকে বাটির বাহিরে রাজপথে থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতে হয়। শীতকালের অধিকক্ষণস্থায়ী রজনীতে যে সময় তাপমানের পারদ শূন্যের ৩০ ডিগ্রি নিম্নে আসিয়া পড়ে, সেই দারুণ শীতে ঐ সকল লোক অনায়াসে বাহিরে পড়িয়া যে, নিদ্রা যায়, অথচ প্রায় বরফে আচ্ছন্ন হইয়া মরিয়া যায় না, ইহার দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, রুষীয়গণ দারুণ শীত সহ্য করিতে কতদূর সক্ষম। প্রকাশ যে, পূর্ব্বে রজনীতে মূর্খ পথিকদিগকে পথিমধ্যে ধরিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে এই সকল লোক পুলিশের লোকদিগকে সাহায্য করিত; কিন্তু সে সকল ব্যাপার এক্ষণে অতীতের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেণ্ট পিটার্স বর্গের পুলিশ এক্ষণে এরূপ কার্য্যদক্ষ হইয়াছে যে, য়ুরোপের অন্যান্য রাজধানীর পুলিশের লোকদিগের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে সাহস করে।

সেণ্ট পিটার্স বর্গের অবশ্যই এমত কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান আছে, যে, পর্য্যটগণ সে গুলি দেখিয়া প্রশংসা করিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেণ্ট আইজাকের ভজনাগার একটী। ইহা অতীব বড়, এবং প্রাচীন রিনাইসেন্স ধরণে গঠিত, গুম্বজটী স্বর্ণরঞ্জিত, এবং স্থূলকায় স্তম্ভগুলি লোহিত গ্রাণাইট প্রস্তরে মনোলিথিক ধরণে গঠিত। ইহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য—বিশেষতঃ যে সময়ে

ইহা সমুজ্জ্বল শুভ্র তুষার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তখন অতি চমৎকার দেখায়; কিন্তু অভ্যন্তরভাগ মূল্যবান চাকচিক্যশালী সজ্জায় সজ্জিত হওয়ায়, সৌন্দর্য্যটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাদরী সেই সজ্জাগুলি লক্ষ্য করিয়া, অনায়াসে বেশছন্দ এবং অন্যায়াড়ম্বর সম্বন্ধে বেশ উপদেশ দিতে পারেন। কাজানের ভজনাগারটী রুষীয় শিল্পীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, রুষীয়গণ প্রায়ই ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন, কিন্তু রুষীয়গণ সকল বিষয়েরই যেমন ভালমন্দ না বাছিয়া, অন্য দেশের অনুকরণ করেন, এই ভজনাগারটী তাহারই আর একটী উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ, কিন্তু এই অনুকরণ-চেষ্টাটী তত সফল হয় নাই। রোমের সেণ্ট পিটার নামক ভজনাগারের আদর্শে নির্ম্মিত এই ভজনাগারের চারিদিকে গোলাকারে স্থাপিত বিরাটকায় স্তম্ভাবলীর সহিত ভজনাগারের অন্যান্য অংশের তুলনা করিলে, এগুলিকে নিতান্ত বেমানান বোধ হয়, কারণ এগুলির দ্বারা অপর অঙ্গগুলি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যপক্ষে গুম্বজটীও যেন চির-জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধির ন্যায় চারিদিকের দুর্ভেদ্য প্রাকারের মধ্য হইতে উঠিয়া, আপনার মুক্তির আশায় একেবারে জলাঞ্জলী দিয়া উঁকি মারিতেছে। যাঁহারা রাষ্ট্রেলির অদ্বিতীয় প্রতিভা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের চক্ষে শীত-প্রাসাদটী মনোরম বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু রাষ্ট্রেলির নামের উপযুক্ত ইহার সৌন্দর্য্য এবং মহত্ব নাই। অন্যান্য প্রাসাদগুলি এখানকার জলবায়ুর উপযোগীরূপে নির্ম্মিত, কিন্তু সেগুলিতে এমত কিছুই নাই, যাহাকে রুষীয় ধরণ বলা যাইতে পারে।* রুষীয়ার একটা স্বতন্ত্র ধরণ আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল কাষ্ঠনির্ম্মিতবাটী নির্ম্মাণেই দেখা যায়। প্রস্তর দ্বারা যে সকল বাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জাতির ন্যায় রুষীয়গণও দাক্ষিণ য়ুরোপের নিকট হইতে সমধিক পরিমাণে তাহার আদর্শ লইয়াছে, কিন্তু স্বদেশের জলবায়ুর পক্ষে তাহা উপযোগী কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয় নাই। সেণ্ট পিটার্স বর্গের অধিবাসীগণ, তাঁহাদিগের নগরের বিশেষ বিশেষ হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে নগরের সাধারণবিরাট দৃশ্যের জন্য দর্প করিতে পারেন।

ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি এবং অন্যবিধ স্মৃতিচিহ্ন এখানে অনেক আছে, এবং সেগুলিতে সকল প্রকারের শিল্পশক্তিই প্রকাশ পাইতেছে। পিটার দি গ্রেটের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তিটী বাস্তবিক প্রশংসনীয় শিল্পকৌশলপ্রকাশক, কিন্তু গ্রীষ্মোদ্যানে যে বহুল প্রতিমূর্ত্তি ও অর্দ্ধমূর্ত্তিগুলি আছে, সেগুলির শিল্পকৌশল নিতান্তই মন্দ। অনেক চিত্রপটও বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হারমিটেজ নামক স্থানে বিখ্যাত ডচচিত্রকরশ্রেণীর দ্বারা সমঙ্কিত অনেকগুলি অতি চমৎকার চিত্রপট আছে এবং অপর অনেকগুলি চিত্রপট বিখ্যাত প্রাচীন ইটালীয় এবং স্পেনীয় চিত্রকরদিগের দ্বারা অঙ্কিত, সেগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে খাঁটী। আমি শিল্পসমালোচকদিগের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতে চাহি না, এবং গাইডবুক নামক পর্য্যটক-সহচর পুস্তকে যে সকল বিষয়ের

* সেণ্ট পিটার্স বর্গের প্রধান প্রধান হর্ম্ম্যগুলির বিষয় মিঃ ফারগুসন তাঁহার "History of Architecture" নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

বর্ণনা আছে, আমি পাঠকগণকে সেই সকল বিষয়ের বর্ণনার দ্বারা উত্যক্ত করিতেও অভিলাষী নহি। অন্যান্য স্থানের ন্যায় সেণ্ট পিটার্সবর্গের দৃশ্য দর্শন করাও শারীরিক কষ্টজনক; এবং শীতকালে যে সময়ে সেণ্ট পিটার্সবর্গ জাতীয় পরিচ্ছদে শোভিত হয়, পর্য্যটক, সেই সময়ে যদি সেখানে যান, তাহা হইলে দৃশ্য দর্শন অপেক্ষা রাজপথ এবং বাজারে পাদবিহার করিলে, অনেকটা সন্তোষজনকরূপে সময়াতিবাহিত করিতে পারিবেন।

যাহাহউক, এখানে একটী "দৃশ্য"—যাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনার সংশ্রবযুক্ত দৃশ্যগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দর্শনোপযোগী দৃশ্য আছে। পিটার দি গ্রেটের ভবিষ্য রাজধানী (সেণ্ট পিটার্সবর্গ) যে সময়ে নির্ম্মিত হইতেছিল, সেই সময়ে তিনি যে, একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠের বাটীতে বাস করিতেন, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী এবং বন্দোবস্ত দেখিলে, ইহাকে রুষীয়ার সম্রাটের বাসস্থান অপেক্ষা একজন শ্রমজীবীর কুটীর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে বিখ্যাত প্রশংসনীয় লোক এই বাটীতে বাস করিতেন, ইহা তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। পিটার একজন সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় শ্রমজীবীদিগের সহিত কাজ করিতে পারিতেন, এবং করিতেনও এবং সে কাজকে তিনি আপনার সম্রাটপদের কোন অবমাননাজনক জ্ঞান করিতেন না। যখন তিনি প্রধানতঃ বন্য পক্ষীদিগের বাসস্থানস্বরূপ ফিনদিগের জলাভূমির উপর এই নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে মনন করেন, তখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্যজনক সিংহাসনের উপর বসিয়া, কেবল সম্রাটশক্তির চালনা করিয়া, সেই রাজধানী নির্ম্মাণ করেন নাই। গ্রীকদিগের আদিমকালের দেবতাগণের ন্যায় তিনিও তাঁহার স্বর্গ ত্যাগ করিয়া, সাধারণ নরদিগের সহিত অবস্থান পূর্ব্বক স্বচক্ষে নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধান এবং সময়ে সময়ে স্বহস্তে নির্ম্মাণ কার্য্য করিতে থাকেন। যদিও তিনি পিরামিডনির্ম্মাণকারী ফারাওদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য অন্ততঃ ইহা বলিতে পারিতেন যে, তিনি তাঁহার প্রজাদিগের মত আপনাকেও কষ্ট দান করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই, এবং যে সকল অসুবিধা, কষ্ট এবং বিপদের মধ্যে থাকিয়া, তাঁহার সহস্র সহস্র সহ-শ্রমজীবী মৃত হয়, তিনি নিজেও সেই সকল অসুবিধা, কষ্ট এবং অস্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণরূপে সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

পিটারের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে দৃঢ় রক্ষণশীলমতাবলম্বী সম্প্রদায়, কেনইবা তাঁহাকে গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বী রুসসম্রাটগণের বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিত না, তাঁহার জীবনী—যাহার কতক অংশ তাঁহার স্বহস্তলিখিত—পাঠ করিয়া, আমরা তাহা সহজেই জানিতে পারি। আদিম জারগণ গম্ভীর, ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরপ্রদর্শক ছিলেন, এবং ধর্ম্মের সহিত আপনাদিগের পদের একটা দৃঢ় সম্বন্ধবন্ধন আছে, এমত জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই মস্কাউ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন, দীর্ঘক্ষণস্থায়ী ধর্ম্মকার্য্যে, অমাত্যগণের

ও পারিষদগণের সহিত পরামর্শকার্য্যে, মৃগয়াকার্য্যে, মঠপরিদর্শনকার্য্যে এবং পদস্থ পাদরী এবং পূজ্য সন্ন্যাসীদিগের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা ও কথোপকথনকার্য্যে সময়াতি-বাহিত করিতেন। যদি তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইতেন, তাহা হইলে কেবল কোন পবিত্র তীর্থে গমন করিতেন মাত্র; এবং কি মস্কাউ, কি অন্যত্র, কোথাও সাধারণ প্রজাশ্রেণীর সহিত তাঁহাদিগের দেখাসাক্ষাৎ আদৌ হইত না, কারণ রাজ-সাক্ষাৎসম্বন্ধীয় প্রবল আদব-কায়দা সে বিষয়ে বিষম বাধাস্বরূপ ছিল। এক কথায় সেই সম্রাটগণ খ্রীষ্টান মঠধারী সন্ন্যাসী এবং প্রাচ্যদেশীয় নরপতি, উভয়েরই মত অবস্থান করিতেন।

পিটার সম্পূর্ণ অন্যধাতুতে গঠিত লোক ছিলেন, এবং তিনি মস্কাউর প্রশান্ত উচ্চতাজ্ঞাপক, গোঁড়াভাবযুক্ত, আদব-কায়দাবিশিষ্ট জগতে, চীনের দোকানে বৃষের ন্যায় অভিনয় করিতেন এবং আপন ইচ্ছায় নিষ্ঠুরভাবে পদসম্ভ্রম ও আদবকায়-দার চিরসম্মানিত প্রবাদাগত বিধিগুলির অবমাননা করিতেন। সাধারণের মতবাদ এবং কুসংস্কারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, তিনি প্রাচীন সমস্ত আদবকায়দা ও নিয়মপ্রণালী দূরীভূত করিয়া দেন, প্রাচীন আচারব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে থাকেন, পাদরীদিগের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলা-পের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় অন্যবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে অগোঁড়া-ধার্ম্মিকদিগের মত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, এবং মস্তকের সমস্ত কেশ মুণ্ডন দ্বারা আপনার আত্মার অধোগতিসাধন ও ঈশ্বরের মূর্ত্তিকে বিকৃত করিতেন, এবং অধীনস্থ সম্ভ্রান্তদিগকে আপনার ন্যায় কেশমুণ্ডন ও পরিচ্ছদ ধারণ করিতে বাধ্য করিতেন, অবিশ্রামরূপ প্রেতের দ্বারা যেন তাড়িত হইয়া, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র গমন করিতে থাকেন, আপনার পবিত্র হস্তদ্বয়কে ছুতারের কার্য্যে এবং তদ্বিধ অন্যান্য হীন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহার বিদেশীয় সৈন্যদলের মহাগণ্ডগোলপূর্ণ আমোদচীৎকারে যোগদান করিতেন, এবং এক কথায় ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির যাহা না করা কর্ত্তব্য, তিনি তৎসমস্তই করিতেন। মস্কাউবাসীগণ তাঁহার এই ব্যবহারে যে আপনাদিগকে কলঙ্কিত জ্ঞান করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন সন্দেহও করিত যে, তিনি জার নহেন, খৃষ্টের ছদ্মবেশী শত্রু। পিটার, মস্কাউতে বাস করা কষ্টকর জ্ঞান করিয়া, স্বহস্তে নির্ম্মিত নবরাজধানীতে বাস করিতে যে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"একটী গবাক্ষের মধ্য দিয়া, যাহাতে রুষীয়গণ সুসভ্য য়ুরোপের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে পারে," একমাত্র এই মুখ্য উদ্দেশ্যেই তিনি সেণ্ট পিটার্স বর্গ সৃষ্টি করেন, এবং সেই মহানগরটী তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপেই সফল করিয়াছে। সেই নগর সৃষ্টি হইতে রুষীয় ইতিহাসের য়ুরোপীয় যুগ আরম্ভ হয়। পিটারের শাসনের পূর্ব্বে রুষীয়া, য়ুরোপের পরিবর্ত্তে আসিয়াভুক্তই ছিল, এবং আমরা এক্ষণে বোখারা বা কাশগড়কে যেরূপ চক্ষে দেখি, ইংরাজ এবং ফরাসীগণ, রুষীয়াকেও সেই সময়ে

নিঃসন্দেহ সেইমত জ্ঞান করিতেন; উক্ত সময় হইতেই রুষীয়া, সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় রাজনীতি অবলম্বন করে, এবং তাহার শিক্ষাজ্ঞানের ইতিহাসটী পশ্চিম য়ুরোপের শিক্ষাজ্ঞানের প্রতিবিম্বস্বরূপ হয়, কিন্তু তাহা জাতীয় চরিত্র এবং স্থানীয় বিচিত্র অবস্থার জন্য কতকটা রূপান্তরিত এবং রঞ্জিত হইয়া যায়।

যখন আমরা কোন এক জাতির শিক্ষাজ্ঞানের ইতিহাসের কথা বলি, তখন আমরা সাধারণ্যে সেই জাতির উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করি। অন্যান্য দেশ হইতে রুষীয়ার এ বিষয়ের পার্থক্যটী যেন বিশেষরূপে সতত মনে করিয়া রাখা হয়। পিটার, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে বলপূর্ব্বক য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করাইতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু অপর প্রজাসাধারণের মধ্যে সে সভ্যতা প্রবিষ্ট হয় নাই। এমতে রুষীয়জাতি, দুইটী ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, এবং যতই এক এক পুরুষ অতীত হইতে থাকে, ততই সেই পার্থক্য বর্দ্ধিত হয়। একদিকে প্রজাসাধারণে তাহাদিগের সেই চিরসম্মানিত আচারব্যবহার, বিশ্বাস, ধারণাকে দৃঢ়রূপে পোষণ করিতে থাকে, অন্যদিকে উচ্চবংশীয়শ্রেণী, লোকসাধারণের মাননীয় যে কোন আচারব্যবহার বা অনুষ্ঠানকে অতীতকালের বর্ব্বর-জয়চিহ্ন জ্ঞান করেন এবং অন্য যে কোন সভ্যজাতিও সেগুলির জন্য আপনাদিগকে লজ্জিত জ্ঞান করিতে থাকেন।

পিটার যে, শিক্ষাজ্ঞানের সূত্রপাৎ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ কার্য্যমূলক। তিনি নিজে একজন সম্পূর্ণ হিতবাদী ছিলেন, এবং তিনি পরিষ্কাররূপেই অনুভব করিতেন যে, প্রজাদিগের পক্ষে কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব বা ন্যায়দর্শনজাত জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, দৈনিক জীবনের প্রয়োজনোপোযোগী প্রত্যক্ষ কার্য্যমূলক শিক্ষাজ্ঞানের আবশ্যক। তিনি, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ বা দার্শনিক চাহিতেন না, সৈনিক এবং রণতরীবিভাগের কর্ম্মচারী, শাসনকর্ত্তা, শিল্পী, খনির কার্য্যকারী, কলকৌশলজাত দ্রব্যনির্ম্মাতা এবং বণিক চাহিতেন, এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রচলন করেন। বালকদিগের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহাদিগের অপেক্ষা বয়স্ক ছাত্রগণের জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ, হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ, তরীচালন, স্থপতিবিদ্যা এবং এতদ্বিধ অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধীয় বিদেশীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি রুষীয়ভাষায় অনুবাদিত করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞানবিদ্ এবং নিপুণ শিল্পীদিগকে বিদেশ হইতে রুষীয়ায় আনয়ন এবং রুষীয় যুবকদিগকে বিদেশীয় ভাষা এবং হিতকরী শিল্পবিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এক কথায়, সে সময়ে সমধিক উন্নতিশীল জাতি সকল, যে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, রুষীয়াকে সেই অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেক অনুষ্ঠান করা হয়।

এখানে আমরা রুষীয়ার শিক্ষাজ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে একটী গুরুতর বিচিত্রতা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য য়ুরোপের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবটী অনেকগুলি ঐতিহাসিক কারণসমষ্টি হইতে স্বভাবতই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই জন্যই সমাজ, সেই ভাবটী প্রসব করিবার পূর্ব্বে প্রসববেদনা এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রসবকষ্ট সহ্য করি-

য়াছে। কিন্তু রুষীয়ায় তাহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ একটী যথেচ্ছাচারী পরিবার, এক-জন বিদেশীয় যুবককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে যেরূপ ঘটে, সেইমত মূর্ত্তিতে এই ভাবটী হটাৎ আসিয়া দেখা দেয়। পাশ্চাত্যে যেমন প্রাচীন এবং আধুনিক নূতন মত ও ধারণাগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবল বাদবিসম্বাদের পর নূতন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, রুষীয়ায় সেরূপ হয় নাই। সম্রাটের প্রবলশক্তি যাহাতে কোনপ্রকারে বিশেষ অনিষ্ট বা বাধাদান না করিতে পারে, ধর্ম্মবিভাগ, সে বিষয়ে বিশেষরূপে সফলতালাভ করিয়া প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসকে অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু অন্যপক্ষে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ, তাঁহাদিগের বংশানুক্রমিক ধারণা-বিশ্বাসকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ যে পথকে বিনাশের কারণ জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা উন্মুক্ত-ভাবে সেই পথাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন।

রুষীয়া, পিটারের শাসনের প্রথম কয়বর্ষ অন্য কোন একটী বিশেষ জাতির প্রাবল্যাধীনে ছিল না। মহান সংস্কারক পিটার, সহানুভূতিপ্রকাশকার্য্যে সম্পূর্ণ উদার ছিলেন, সুতরাং তিনি জার্ম্মাণ, ডচ, ডেনিস, বা ফ্রেঞ্চ যে কোন জাতির নিকট হইতেই যাহা কিছু উপযোগী বুঝিতেন, তাহাই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যসীমা শীঘ্রই জার্ম্মাণীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, বালটীক প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়ায়, সেই প্রদেশে জার্ম্মাণ-সভ্যতা চলিত থাকায়, এবং সম্রাট-পরিবারের সহিত বিভিন্ন জার্ম্মাণ-রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধন হইতে থাকায়, সেই সূত্রে জার্ম্মাণদিগের প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপেই বিস্তৃত হয়। যখন পিটারের ভ্রাতুষ্পুত্রী সাম্রাজ্ঞী এন্, যিনি পূর্ব্বে কোরল্যাণ্ডের ডচেস ছিলেন, তিনি যখন স্বীয় প্রিয়পুত্র বীরণের হস্তে রুষসাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন, তখন রুষীয়ায় কেবলমাত্র জার্ম্মাণদিগের প্রাবল্যই বিরাজ করিতে থাকে, রাজ-দরবার, রাজপুরুষ-জগৎ এবং বিদ্যালয়গুলি সমস্তই জার্ম্মাণ-ভাবাপন্ন হইয়া যায়।

বীরণের কঠোর, নিষ্ঠুর এবং উৎপীড়ক শাসন হইতে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই সূত্রে শেষ যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, তাহার ফলস্বরূপ পিটারের অবিবাহিতা কন্যা কুমারী এলিজাবেথ, যিনি জার্ম্মাণ-প্রাবল্যের সময় অনাদরে দূরে অবস্থান করিতেন, তিনিই রাজসিংহাসনে অভিষিক্তা হয়েন। তিনি বিদেশীয়-দিগের হস্ত হইতে দেশটিকে মুক্ত করিবেন, সকলেই এমত আশা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সাধ্যমত সেই আশা পূরণ করেন। দেশহিতৈষিণাবৃত্তিসম্ভূত প্রবল প্রতিবাদ সহকারে তিনি জার্ম্মাণদিগকে সমস্ত প্রধান প্রধান পদ হইতে অবসৃত করেন, এবং ধার্য্য করেন যে, প্রকৃত রুষীয়রূপে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতঃপর তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই একাডেমির সভ্য মনোনীত করা হইবে, এবং রুষীয় যুবকগণ যাহাতে রাজকীয় সমস্ত কাজকর্ম্ম উত্তমরূপে করিতে যোগ্য হয়েন, এজন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে আজ্ঞা দেন।

কিন্তু জার্ম্মাণদিগের অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার এই চেষ্টা দ্বারা শিক্ষা

জ্ঞানসম্বন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রহ হয় না। পিটার যে সময়ে গুরুতররূপে রুষীয়ার আমূল সংস্কার করেন, সে সময়ে রুষীয়ার ঐতিহাসিক অতীত অনুষ্ঠানের বা বিশ্বাস ও ধারণার যে কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তৎসমস্তই একেবারে দূরে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, সুতরাং বক্ষ্যমান সময়ে রুষীয়ার জাতীয় কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, ধারণা বা রুচি কিছুই ছিল না। একজন ক্রীতদাস পলায়ন করিয়া আসিয়া, অনাহারে আসন্ন মৃত্যুদর্শনে যেমন আর একজন নূতন প্রভুর অধীনে থাকিবার জন্য চেষ্টা করে, রুষীয়ার অবস্থাও এই সময়ে ঠিক সেইমত হইয়াছিল। যে উচ্চ-বংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী, বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে জার্ম্মাণদিগের যে যে বিষয়ে যে কিছু অনুকরণ করিয়াছিলেন, তৎ-সমস্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, অগত্যাই তাহার স্থলে অন্য কোনজাতির সভ্য-তার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। কোন্ সভ্যজাতির অনুকরণ করিতে হইবে, এবিষয়ে বিবেচনার জন্য তাঁহাদিগকে অধিক বিলম্ব করিতে হয় নাই, কারণ যাঁহারা এসময়ে শিক্ষা-সভ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন, তাঁহারা পারিস এবং ভার্সেলিসের দিকে নেত্রপাৎ করিলেন। সে সময়ে ফ্রান্সের রাজ-দরবারে নিতান্ত আড়ম্বরপূর্ণ সমুজ্জল এবং সভ্যতামূলক যাহা কিছু, দেখিতে পাওয়া যাইত এবং সেই রাজগণের প্রতিপোষকতায় শিল্প এবং সাহিত্যের চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এমন কি, যে জার্ম্মাণী, চতুর্দ্দশ লুইয়ের অন্যায় উচ্চাকাঙ্খার বিশেষ বাধাদান করিয়াছিল, সেই জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত সেই লুইয়ের রাজ্য-দরবারের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে থাকেন। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্ম্মাণ রাজগণ পর্য্যন্ত প্রধান রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরপ্রদর্শনকার্য্যের অনুকরণ করিতে থাকেন; এবং রাজ-পারিষদগণ, জার্ম্মাণ আচারব্যবহার ও রীতিনীতি বর্ব্বরতামূলক জ্ঞান করিয়া, ফরাষীদিগের অনুকরণ করেন, এবং তাঁহারা মাতৃভাষায় সরলভাবে কথা কহা অপেক্ষা ফরাষী ভাষায় অস্ফুটরূপে কথা কহিতে থাকেন। এক কথায়, সে সময়ে ফরাষীদিগের অনুকরণ করা, সর্ব্বত্রব্যাপী সামাজিক স্পর্শাক্রামকরোগরূপে বিস্তৃত হয়, এবং রুষীয় উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ন্যায় যে শ্রেণীর কোন প্রকার জাতীয় দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ধারণা ছিল না, সেই প্রকার শ্রেণী সম্যকরূপে উক্ত রোগাক্রান্ত এবং সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যান।

প্রথম প্রথম ফরাষী সভ্যতার প্রাবল্য বাহ্যিক মূর্ত্তিতে অর্থাৎ পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, ভাষা, এবং সজ্জার আকারে দেখা দেয়, কিন্তু ভলটেয়ারের বন্ধু দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন রুষীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবা মাত্র তাহা ক্রমশঃ অতি দ্রুত-গতি বদ্ধমূল হইয়া যায়। যে কোন উচ্চবংশীয় আপনাকে "সভ্য" রূপে পরিচিত করিতে অভিলাষী হইতেন, তিনিই উত্তমরূপে ফরাষী ভাষায় কথোপকথন করিতে শিক্ষা করিতেন এবং ফরাষী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কতকটা বাহ্যিক জ্ঞানও জন্মে। সাম্রাজ্ঞীর সমক্ষে রাজকীয় রঙ্গভূমিতে করনেলী এবং রেসিনের বিয়ো-

শান্ত নাটক এবং মলিয়ারের মিলনান্ত নাটকগুলি নিয়মিতরূপে অভিনীত হইত, এবং সে সময়ে দর্শকগণের মধ্যে কৃত্রিম বা অকৃত্রিম আগ্রহও দেখা যাইত। যাঁহারা দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ পাঠ করিতে অভিলাষ করিতেন, তাঁহাদিগের জন্য বহুল গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। কেবলমাত্র সেই অনুবাদিত গ্রন্থগুলির নাম লিখিলেই কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। সেগুলির মধ্যে আমরা কেবল ভলটেয়ার, রুষো, লেসেজ, মারমণ্টেল এবং অন্যান্য বিখ্যাত ফরাষী গ্রন্থকারদিগের নাম দেখিতে পাই, এমত নহে, হোমার, এবং ডিমস্থিনিস, সিসিরো এবং ভার্জিল, আরিয়ষ্টো এবং কামোয়েন্স, মিলটন এবং লোক, ষ্টারণ এবং ফিল্ডিং প্রভৃতি য়ুরোপের প্রাচীন এবং আধুনিক যে সকল প্রধান প্রধান গ্রন্থকার সে সময়ে ফরাষী সাহিত্যজগতে বিশেষ যশঃ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামও দেখিতে পাই।

বাইরণের সম্মুখে যখন যে দৃশ্যটী থাকিত, তিনি সে সময়ে সেই দৃশ্যের বর্ণনা করিতে পারিতেন না, এমত প্রকাশ, এই তথ্যটী একটী গুরুতর শারীরিক গঠনসূত্রের অস্তিত্ব দেখাইয়া দিতেছে। মনুষ্যের মন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা "নূতন সৃষ্টি" করিতে পারে না। মনুষ্যের পক্ষে যেরূপ, জাতির পক্ষেও সেই মত। কোন এক জাতি, কতকগুলা বিদেশীয় ধারণা, রুচি, কল্পনা প্রাপ্ত হইলে, সেই জাতির মৌলিক শিক্ষাজ্ঞানটা কিছুদিনের জন্য অবশ্যই অনুর্ব্বর থাকিয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই জাতি, নূতন কল্পনা, ধারণা, রুচি এবং বিদেশীয় চিন্তাতরঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সহিত মিশিতে থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই জাতি নূতন একটা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, এবং যথাসাধ্য চেষ্টার ফলস্বরূপ কেবল সফলতার সহিত অনুকরণ করিতে সক্ষম হয় মাত্র। এই জন্যই রুষীয়গণ, বিদেশীয় সাহিত্যে অভিজ্ঞ হইয়া, কেবল অনুকরণকারী এবং বিদেশীয় গ্রন্থগুলির ভাবাদি অপহরণকারী হইয়া উঠেন বলিয়া, আমাদিগের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। রুষীয়দিগের মন, ধারণক্ষম হওয়ায়, এবং তাঁহাদিগের প্রবল অনুকরণশক্তি থাকায়, তাঁহারা উক্তবিধ কার্য্যে অতি আশ্চর্য্যজনকরূপে সফলতা লাভ করেন। গাথা, প্রাচীন ধরণের মেকি নাটক, ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন, বীররসাত্মক কাব্য, শোক-গীতি, এবং অন্যান্যবিধ কাব্য গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রকাশ হইতে থাকে, এবং পূর্ব্বে যে মাতৃভাষা, অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ঘৃণ্য ছিল, সেই মাতৃভাষায় অনেক লেখকের বিশেষ শক্তি জন্মে। কিন্তু সেই অনুকরণ দ্বারা যে সকল সাহিত্য গ্রন্থ সৃষ্ট হয়, সেগুলি এক্ষণে উচিতরূপেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এবং সেগুলির মধ্যে অকৃত্রিম আদিমতার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। রুষীয় রেসিন, রুষীয় লাফণ্টেইন, রুষীয় পিণ্ডার এবং রুষীয় হোমার নামে বিদিত হইবার কামনা সে সময়ে রুষীয় লেখকদিগের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্খাস্বরূপ ছিল।

রুষীয় শিক্ষিতশ্রেণী তৎকালীন প্রিয় সাহিত্যের ন্যায় তৎকালাদৃত দর্শন-

শাস্ত্রেরও কতকটা গ্রহণ করেন। গত শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে যে সমীর শিক্ষা সভ্যতার প্রবল বাত্যা, সমস্ত য়ুরোপে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, প্রথমতঃ চলিত দার্শনিক মত, ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় ধারণা, বৈজ্ঞানিক মূলনীতিসূত্রগুলি সমূলে উৎপাটিত বা ভগ্ন করিয়া, পরে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তিগুলিকে সমূলে সমান্দোলিত করিতে থাকে, সেই বাত্যার হস্ত হইতে আত্মরক্ষাকার্য্যে রুষীয়গণ একেবারেই অনুপযুক্ত ছিলেন। রুষীয় উচ্চবংশীয়গণের বংশানুক্রমিক রক্ষণশীলমতানুগামী ভাব ছিল না, এবং ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর লোকগণ যেমন অটল, ন্যায়গর্ভ, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস-ধারণার দ্বারা ফরাষীদিগের প্রাবল্য যাহাতে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, রুষীয় উচ্চবংশীয়শ্রেণীর সেরূপ ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা সে সময়ের অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, এবং বিদেশীয় সভ্যতা সংগ্রহ করিতে বিশেষরূপেই আগ্রহান্বিত ছিলেন। পিটার, দ্রুতগতি প্রবলরূপে সংস্কারকার্য্য সাধন করিয়া লওয়ায়, গোঁড়া গ্রীক ধর্ম্মের একটা বিচিত্র ভাব থাকায়, এবং পাদরীসমাজের শিক্ষাজ্ঞান অতি সামান্য থাকায়, রুষীয়ার ধর্ম্মমতটী নবসংস্কৃত বিষয়গুলির সহিত সংমিশ্রিত হইতে পারে নাই। উচ্চবংশীয়গণ আপনাদিগের পিতৃপিতামহগণের অবলম্বিত ধর্ম্মমত পরিহার করেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কোন নূতন ধর্ম্ম-বিশ্বাসই প্রাপ্ত হয়েন না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাচীন বিশ্বাস এবং ধারণাগুলি অতি প্রাচীন বর্ব্বরতামূলক বলিয়া উপহসিত হইতে থাকে, অন্যপক্ষে নূতন দার্শনিকমত এবং কল্পনাগুলি আধুনিক এবং সভ্যতার উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে যিনি রাজ্যশাসন করিতেন, এবং উচ্চবংশীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট অসীম প্রশংসা পাইতেছিলেন, তিনি প্রকাশ্যরূপে নবীন দার্শনিকদিগের মতাবলম্বিনী হইয়া, সেই দার্শনিকদিগের নেতাগণের সহিত বন্ধুতা স্থাপন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে থাকেন। এই তথ্যগুলি যদি আমরা মনে করি, তাহা হইলে সেই সময়ের রুষীয় উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে বহুসংখ্যক "ভলটেরীয়" এবং এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপনকারীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, অবশ্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাদরীসমাজের শিক্ষালয় সমূহেও উক্ত নূতন দর্শনশাস্ত্র স্থান প্রাপ্ত হয়। বিখ্যাত স্পারাণস্কী বলেন, সেণ্ট পিটার্সবর্গের বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যখন মদ্যপানে উন্মত্ত থাকিতেন না, তিনি সেই সময়েই ভল্টেয়ার এবং ডিডারোটের মতগুলির উপদেশ দিতেন!

পাশ্চাত্য য়ুরোপে চিত্তাকর্ষক রসোদ্দীপক লেখকশ্রেণীর উদ্ভব হওয়ায়, রুষীয় সাহিত্যের গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়, এবং প্রাচীন ফরাসী গ্রন্থাবলীর নকল গুলির যে অতিরিক্ত প্রচলিত প্রশংসা ছিল, ভিতরে ভিতরে তাহার ভিত্তি শ্লথ করিয়া ফেলে। ফ্লোরিয়ান, রিচার্ড্সন, ষ্টারণ্, রুষো, এবং বার্ণাডিন ডে সেণ্ট পিরির গ্রন্থগুলি প্রথমে অনুবাদ হইতে থাকে এবং পরে তৎসমূহের অনুকরণ করা হয়, এবং শীঘ্রই

প্রেমিক রাখাল এবং বিরহবিধুরা কৃষকযুবতীর দীর্ঘনিশ্বাস এবং প্রণয়-প্রলাপমূলক খেদের ধ্বনিতে নাট্যমঞ্চের নায়কদিগের উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা এবং বাক্যদ্বারা প্রকাশিত নিরাশধ্বনি চাপা পড়িয়া যায়। যে দেশে প্রথমে সেই রসভাবোদ্দীপন হয়, সে দেশ অপেক্ষা রুষীয়ায় ইহার প্রাবল্য আরও অধিক হইয়া উঠে। যেকালে "সকল মনুষ্য পশুপালক ছিল এবং পরস্পরে ভাইজ্ঞান করিত" সেইশান্তিপূর্ণ আদিমকালে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া, দীর্ঘশ্মশ্রু বয়স্ক লোকেরা রোদন করিতে থাকেন। সেই রসোদ্দীপনকারী লেখকগণ, যে সকল দৃশ্যস্থানের বর্ণনা করেন, শত শত যুবক যুবতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, সেই সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতে থাকেন, এবং নায়িকাগণ প্রেমে হতাশ হইয়া, যে সকল নদী এবং পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহারা সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া বেড়ান। "পরস্পরের প্রতি প্রকাশ জন্যই হৃদয়ে সহানুভূতির সৃষ্টি হইয়াছে," এবং "সহানুভূতিপ্রকাশক আত্মার কোমল সংমিলন" প্রভৃতির ন্যায় উক্তিসম্বন্ধে লোকেরা কথা কহিতে, লিখিতে এবং চিন্তা করিতে থাকে। রসভাবপ্রকাশক পর্য্যটন করা সাধারণের একটা প্রিয় আমোদ-রূপে গণ্য, এবং তদবলম্বনে সাধারণ্যে সমাদৃত অনেক গ্রন্থ রচিত হয়, কিন্তু সেগুলি এরূপে লিখিত হয় যে, তৎপাঠে চক্ষে জল না আসিয়া, বরং হাস্যের আবির্ভাব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন পর্য্যটক, একটী অতিপ্রাচীন ওকবৃক্ষমূলে পাতিতজানু হইয়া উপ-বেশন পূর্ব্বক তৎসমক্ষে বক্তৃতা করেন; একজন তাঁহার প্রিয় মৃতকুকুরের সমাধির উপর প্রত্যহ চক্ষের জল ফেলিতে থাকেন, এবং একটী কৃষক-যুবতীকে বিবাহের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে থাকেন; তৃতীয় ব্যক্তি, চন্দ্রের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে থাকেন, নক্ষত্রমালার নিকট চুম্বন পাঠাইতে থাকেন, এবং সেই স্বর্গীয় তারকাগুলিকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে চাহেন! কিছুকাল ধরিয়া, লোকেরা এই প্রকার অসঙ্গত বিসদৃশ গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ পাঠ করিত না। সেই সময়ের সাহিত্যজগতের বিশেষ ক্ষমতাশীল কারামজীন, স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, "মানসিক রসবৃত্তির রাজ্যে মনোমত ভাবগুলি সমঙ্কিত করিয়া দেওয়াই" লেখকগণের প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আদিমধরণে লিখিত ফরাসী মেকি সাহিত্যগ্রন্থগুলির প্রতি অতিরিক্ত প্রশংসাটী যেমন হটাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, ফরাসী দর্শনশাস্ত্রের আদরও সেইমত অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়। যখন পারিসে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময়েই রুষীয়ায় সমাদৃত ফরাসী দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিও সরিয়া পড়ে। যে সকল লোক যথেচ্ছাচারী সম্রাটের শাসনশক্তির সীমা নির্দ্দেশ বা দাসদিগের মুক্তিদানসম্বন্ধে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মনুষ্যের স্বত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তাঁহারা উদারনীতিসূত্রগুলি প্রকৃতজীবনে প্রয়োগ করিলে, কি ফল হয়, তদ্দৃষ্টে স্বভাবতঃই স্তম্ভিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের নিতান্ত ভীতিপ্রদ দৃশ্য দর্শনে মহাভয় পাইয়া, যে মূলনীতিসূত্র হইতে সেই ভীতিপ্রদ শোচনীয় কাণ্ডের

উৎপত্তি হয়, তাঁহারা অবিলম্বেই সেই নীতিসূত্র পরিত্যাগ করেন, এবং যে রক্ষণশীলমতের চক্ষে সমস্তই উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত, এবং যাহার সহিত প্রকৃত রসভাব সংমিলিত হইতে পারে, তাঁহারা সেই মতাবলম্বী হইয়া পড়েন। এবিষয়ে সাম্রাজ্ঞী নিজে আদর্শ প্রদর্শন করেন। এনসাইক্লোপিডীয়দিগের মিত্র এবং ছাত্রী সাম্রাজ্ঞী, স্বীয় জীবনের শেষ কয়বর্ষ প্রকৃতরূপে প্রতিক্রিয়াসাধিনী ছিলেন।

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধকাণ্ডের সময় দেশহিতৈষিণাবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, বিদেশীয় শিক্ষাজ্ঞানের বিরুদ্ধে ভয়ানক বিরাগ উপস্থিত হয়; এবং সেই বিদেশীয় শিক্ষাজ্ঞানের অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন জন্য ক্ষীণবলের সহিত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা হইতে থাকে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যে সময়ে বহুল সৈন্যদলসহ রুষীয়া আক্রমণ এবং মস্কাউ নগর দগ্ধ করিয়া ফেলেন, সেই সময়ে সেই দৈশহিতৈষিণাবৃত্তিরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমুখে যথেষ্ট কাষ্ঠ পতিত হয়। সে সময়ে কিছুকাল এমত হয় যে, কোন লোক, ফরাষীদিগের শিক্ষাজ্ঞানরুচির মধ্যবিধ প্রশংসা করিলে, সেব্যক্তি দেশের শত্রু এবং জাতীয় বিশ্বাসত্যাগীরূপে কলঙ্কিত হইত। কিন্তু এই দেশহিতৈষিণাবৃত্তি শীঘ্রই উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, এবং জাতীয় অতিরিক্ত হিতৈষীসম্প্রদায়ের কার্য্যগুলির প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপ আরম্ভ করা হইতে থাকে। রাজনৈতিক বিপদ দূর হইয়া যাইলে, রুষীয়গণ আবার পূর্ব্বমত অভ্যাসে লিপ্ত হয়। যাঁহারা বিদেশীয় সাহিত্য ভালবাসিতেন, তাঁহারা স্বজাতীয় ভাষায় মনোমত গ্রন্থাভাবেই পুনরায় তাহাই পাঠ করিতে থাকেন, এবং নিতান্ত দেশহিতৈষীগণ, তাঁহাদিগের সে কার্য্যকে "পঙ্কে গড়াগড়ি দান" বলিতে থাকেন। কিন্তু সেই বিদেশীয় গ্রন্থপ্রিয়গণ, তাঁহাদিগের ভৎর্সনাকারীগণকে এই বলিয়া উত্তর দেন যে, "আপনারা যে সকল বড় বড় গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, আমরা তৎসমস্তের প্রশংসা করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, কিন্তু যখন আপনারা কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন না, সেই সময়ে আমাদিগের যে গ্রন্থগুলি আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেগুলি পড়িতে দিউন।" এমতে দেশহিতৈষিণাবৃত্তিসম্ভূত প্রতিশোধদানেচ্ছা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং অবাধে বিদেশীয় শিক্ষাজ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলির আবার আমদানী হইতে থাকে।

ক্যাথারাইনের শাসনকালে যে শ্রেণীর গ্রন্থগুলি আমদানী হইত, এ সময়ের গ্রন্থগুলি সে শ্রেণীর নহে, অন্যবিধ। ফরাষী রাষ্ট্রবিপ্লব, নেপোলিয়নের আধিপত্য, দেশহিতৈষিতামূলক যুদ্ধকাণ্ড, বোরবন রাজবংশের পুনরায় অভিষেক এবং সেই স্মরণীয় সময়ের অন্যান্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি, ইত্যবসরে পাশ্চাত্য য়ুরোপের শিক্ষাজ্ঞানগত এবং রাজনৈতিক অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন সাধন করে। নেপোলিয়নের যুদ্ধকাণ্ডের সময় রুষীয়া, জার্ম্মাণীর সহিত দৃঢ়রূপে সংশ্রব স্থাপন করে; সুতরাং সেই সময়ে শিক্ষিত জার্ম্মাণদিগের মধ্যে যে নূতন প্রকার শিক্ষাজ্ঞানের উদ্রেক হইতে থাকে, সেণ্ট পিটার্সবর্গের সমাজেও তাহার প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু রুষীয়ার মুদ্রিত পুস্তকাদিতে সে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না. সে সময়ে মেটারনিকের দ্বারা সৃষ্ট মূল

নীতিসূত্রমত মুদ্রাযন্ত্রবিভাগের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রক্ষা এবং শাসন জন্য একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও সে প্রতিবিম্বটা বড় ক্ষীণবল ছিল না। সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রগুলি যৌবন, বসন্ত, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি শান্তিসূচক বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকিলেও নব্যবংশধরগণ বৈঠকখানায় বসিয়া, মেটারনিক এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তীগণ যে সকল বিষয়ের আন্দোলন একেবারে রহিত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতে থাকেন।

সেই আলোচনা—যদি তাহাকে আলোচনা বলা যায়—তত প্রবলরূপে হইত না। যে সকল সৌখীনলোক, অবসরকালে কোন নূতন গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাঁহারা সেই গ্রন্থ হইতে কোন একটা কথোপকথনের উপযোগী বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন মাত্র। সেই সৌখীন যুবক দার্শনিকগণ, সর্ব্বাপেক্ষা নূতন পুস্তক হইতে নূতন চিন্তা, এবং মূলসূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া নৃত্য-সভায় বা বৈঠকখানায় প্রচার করিতেন। সকলে মনোযোগের সহিতই তাঁহাদিগের উক্তিগুলি শুনিতেন। কোন একটা মত যতই ভয়াল বা বিচিত্র হইতে থাকে, ততই লোকে আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে থাকেন। মতটা রাসেনালিষ্ট, মিষ্টিক, ফ্রিমেসন বা মেথোডিষ্ট যে কোন সম্প্রদায়েরই হউক না কেন, সেটা নূতন এবং বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইলে, নিশ্চয়ই সমাদরে গৃহীত হইত। সে সময়ের লোকদিগের মনটা এরূপ ছিল যে, তাহারা কি জেস্যুট ডে মেইষ্ট্রির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় মতবাদ, কি পুসকিনের রাষ্ট্রবিপ্লবমূলক গাথা, এবং কি ক্র ভন ক্রুডেনের অস্ফুট প্রলাপ, সকল বিষয়েই সমান সন্তোষ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে অস্ফুট দেবজ্ঞানমূলক মতবাদ, এবং শাসক ও শাস্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধবন্ধন-প্রস্তাবটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক বোধ হইত, কারণ তাহারা সম্রাটের দ্বারা রক্ষিত এবং তাঁহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন, এই তথ্যটী তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ভাবেন যে, জঙ্গ-ষ্টিলিং এবং বাডারের অস্ফুট গুপ্ত উপদেশমত কাজ করিলেই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক সকল প্রকার উপস্থিত বিভ্রাট বিদূরিত হইবে। যে সকল লোক তত কল্পনার অধীন নহেন, তাঁহারা বার্ত্তাশাস্ত্র এবং বিধিতন্ত্রশাসননীতিসূত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, দেশের অতীত ইতিহাসকে আপনাদিগের প্রস্তাবের ভিত্তিস্বরূপে নিয়োগ করিতে এবং জাতীয় চরিত্রের মূলগত বিচিত্রতার দ্বারা সফলতা লাভ করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে প্রজাপ্রভুত্বপ্রিয় যুবক জার্ম্মাণগণ যেমন টিউটন, চেরুস্কার, স্কালড, আরমিনিয়ান এবং নিবেলঙ্গনের বীরদিগের কথা লইয়া আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে থাকেন, এই যুবক রুষীয় ধুরন্ধরগণও সেইমত রুষীয়ার আদিমকালের ইতিহাসের অনুকরণ করিলে (সে সময়ে রুষীয়ায় শাসনপ্রণালী আপনাদিগের ইচ্ছামত গঠিত হইয়াছিল), আপনাদিগের সমুচ্চ রাজনৈতিক কল্পনাগুলি কার্য্যে

পরিণত হইবে, এমত ভাবিতে থাকেন, এবং রুষীয়ার সমস্ত প্রচীন অনুষ্ঠানগুলির উদ্ধারসাধন করিতে পারিবেন এবং সেগুলি তাঁহাদিগের কল্পনামত আদিম উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করিবে এমতও ভাবেন।

প্রত্যেক যুগের এক একটী বিচিত্র স্বতন্ত্র সামাজিক এবং রাজনৈতিক অব্যর্থ ঔষধ ছিল। এক সময়ের লোকেরা ধর্ম্মের উপর, অন্য সময়ের লোকেরা পরোপকারিতার উপর, তৃতীয় সময়ের লোকেরা লিখিত শাসনবিধির উপর, চতুর্থ সময়ের লোকেরা সার্ব্বজনীন রাজনৈতিক স্বত্বের উপর এবং পঞ্চম সময়ের লোকেরা সাধারণ লোকশিক্ষার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। রাষ্ট্র-বিভ্রাটান্তে শান্তি স্থাপনের পর যুগে গুপ্ত রাজনৈতিক সভা সৃষ্টি, লোকদিগের পক্ষে প্রিয় এবং অব্যর্থ ঔষধরূপে বিবেচিত হইতে থাকে। নেপোলিয়নের পতনের অব্যবহিতপরেই যে সকল লোক রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কেবল প্রভু পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র। রাজগণ আপনাদিগের সুবিধার অনুযায়ীরূপে য়ুরোপকে পুনঃ সংগঠন করেন, তাঁহারা প্রজাদিগের দেশহিতৈষিতামূলক আকাঙ্খার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দানও করেন না এবং তাঁহারা যখন পুনরায় সিংহাসনে দৃঢ়রূপে উপবেশন করিতে সক্ষম হয়েন, সে সময়ে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত উদার অনুষ্ঠান করিতে একেবারে ভুলিয়া যান। অনেকের পক্ষেই ইহা নিতান্ত কঠোর প্রবঞ্চনাস্বরূপ বিবেচিত হয়। নব্যবংশধরগণকে রাজনৈতিক জীবনের সকল স্বত্ব হইতেই বঞ্চিত করায় এবং পুলিসের কঠিন তত্বাবধানে তাঁহাদিগের মুখবন্ধ করিয়া দেওয়ায়, তাঁহারা ফ্রিমেসনদিগের ভ্রাতৃসম্বন্ধবন্ধনের ন্যায় গুপ্ত সভা সকল সৃষ্টি করিয়া, তদ্বারা রাজনৈতিক আকাঙ্খাগুলি পূর্ণ করিয়া লইতে চেষ্টা করেন। জার্ম্মানিতে বার্সচেনসাফটেন, ফ্রান্সে ইউনিয়ন এবং "এইড টই এট লা সিয়েল টাইডেরা", স্পেনে অর্ডার অব দি হামার, ইটালিতে কারবোনারি, এবং গ্রীসে হেটাইরিয়া নামক গুপ্ত সভাগুলি সৃষ্ট হয়। রুষীয়ার উচ্চবংশীয় যুবকগণও তৎকালীন চলিত উক্ত ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়েন। গুপ্তসভা সকল সৃষ্ট হয়, এবং সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালী ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সেন্ট পিটার্সবর্গে সামরিক হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, ছিটাগুলির দ্বারা কল্পনাপ্রিয় সংস্কারাভিলাষীগণের সেই অস্ফুট উচ্চ স্বপ্ন দূর হইয়া যায়।

সেই "ডিসেম্বর-বিভ্রাটটী" আজিও স্পষ্ট স্মরণ করা যায়, কিন্তু দ্বিতলস্থ বহুজনপূর্ণ নৃত্যসভার মেজেটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িলে যেমন হয়, উক্ত বিভ্রাটটীও সেন্ট পিটার্সবর্গের সমাজের পক্ষ সেইমত অবস্থা উপস্থিত করিয়া দেয়। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সকলেই সজীব, অসতর্ক এবং সুখী ছিলেন, কিন্তু এ সময়ে প্রত্যেকের মুখমণ্ডলে ভয় আসিয়া দেখা দিল। যে সকল বৈঠকখানা গত কল্য সুনীতি,

রাজনীতি, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সজীব আলোচনায় সরগরম ছিল, এক্ষণে তৎসমস্ত পরিত্যক্ত এবং নীরব। যাঁহারা সেই সকল আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে দুর্গমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁধারময় কক্ষে আবদ্ধ করা হয়, এবং যাঁহারা ধরা পড়েন না, তাঁহারা আপনাদিগের এবং বন্ধুগণের জন্য ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন, কারণ শেসটা প্রায় সকলেই রাষ্ট্রবিপ্লবকাণ্ডে কোন না কোন প্রকারে লিপ্ত ছিলেন। যখন শেষ প্রকাশ হয় যে, ষড়যন্ত্রীদিগের মধ্যে পাঁচজনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং অপর সকলের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তখনও ভয় দূর হয় না। সমাজটী তখন ক্ষতাঙ্গ শিশুর ন্যায় আতোষবাজী পোড়াইবার আমোদআহ্লাদের মধ্যে আপনার অঙ্গুলীটী একেবারে পুড়াইয়া ফেলে।

অদৃঢ়চেতা ১ম আলেকজাণ্ডারের পদে তাঁহার কঠোরস্বভাব উদ্যমশীল ভ্রাতা নিকোলাস রুষীয়ার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, আর সেরূপ আতোষবাজী পুড়াইতে দেওয়া হইবে না, আর কেহ সেই অনিষ্টকারী দার্শনিক মতবাদ লইয়া আলোচনা করিতে পারিবে না, এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা করিতে দেওয়া হইবে না। যাহা হউক, সেরূপ আজ্ঞা প্রচারের কোন দরকার ছিল না। সমাজটী অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সকলপ্রকার রাজনৈতিক স্বপ্নদর্শন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। সমাজ, দেখিয়া আশ্চ্যান্বিত এবং ক্ষুব্ধ হইল যে, যে সকল নূতন রাজনৈতিক কল্পনার দ্বারা মনুয্যজাতির স্থায়ী মুক্তি লাভ, এবং সকল মনুষ্যকে সুখী, ধার্ম্মিক, সভ্য এবং কবি করিবার কথা, তাহার দ্বারা কি না নির্ব্বাসন এবং প্রাণদণ্ড সূচিত হইল! সেই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, এবং সৌখীনজগৎ সেই প্রাচীন অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, শান্তিপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত অর্থাৎ তাসক্রীড়া, কুক্রিয়াসাধন এবং ফরাসীভাষার সহজ গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে নিযুক্ত হইল। তৎসাময়িক একজন লেখক প্রকাশ করেন যে, "আডামস্মিথ আসিয়া ফরাসী নৃত্যের স্থন অধিকার করেন।"

প্রবল বাত্যা চলিয়া যাইলে, বৈঠকখানাগুলির আবার নবজীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেরূপ নহে, অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। অর্থনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, লোকশিক্ষা, শাসনবিভাগের অনাচার, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারসম্বন্ধে আর কোন কথার উল্লেখও করা হয় না। যাহার সহিত রাজনীতির কিছু মাত্র সংশ্রব আছে বলিয়া অনুমিত হয়, সকলেই সে প্রশ্ন ইচ্ছাক্রমে পরিহার করেন। পূর্ব্বকার মতই বাক্যালাপ এবং কথোপকথন চলিতে থাকে বটে, কিন্তু কেবল সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় শান্তিপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধেই আলোচনা হয়।

দর্শন এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতি যে উদাসভাব এবং বিরাগ প্রদর্শিত হইতে থাকে, সম্রাট নিকোলাস কর্ত্তৃক অবলম্বিত কঠোর শাসনে সেই ভাবটী দীর্ঘস্থায়ী হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের শাসনে যেমন নানাবিষয়ে শিক্ষালাভের সজীবতা সাধিত হইতে থাকে, এ সময়ে আর সেরূপ হইতে পারে না,

কিন্তু সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনার কোন ব্যাঘাত হয় না। বরং এই সময়ে কোনপ্রকার রাজনৈতিক বিভ্রাটে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে না থাকায়, শান্তিপূর্ণ সময়সাপেক্ষ গ্রন্থাবলী সৃষ্টির বিশেষ সুবিধা হয়। সুতরাং যে নিকোলাসের শাসনকে সাধারণ্যে প্রায় ন্যায়সঙ্গতরূপেই সামাজিক এবং শিক্ষাজ্ঞানবিভাগের গতিরোধক বলিয়া অপবাদ দেওয়া হয়, সেই শাসন সময়কে রুষীয় সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ বলিলে, আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না।

পাশ্চাত্য য়ুরোপে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের পক্ষাবলম্বীগণের সহিত আধুনিক কল্পনাপ্রিয় গ্রন্থকারশ্রেণীর মতাবলম্বীদিগের এবং বংশানুক্রমিক চলিত মূলসূত্রের মতানুগামীদিগের সহিত কবি-কল্পনার উন্মত্ত আদেশবাদের পক্ষাবলম্বীদিগের যে বিষম মতসংগ্রাম চলিতেছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের শাসনকালেই রুষীয়ায় তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সেণ্ট পিটার্সবর্গের সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়শ্রেণীর কতকগুলি যুবক, আগ্রহের সহিত সেই নবীনমত অবলম্বন করেন, এবং তাঁহারা প্রাচীনমতের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, সেই মতকে অতি প্রাচীন, নীরস এবং সামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকেন। এতদিন যে প্রাচীন শ্রেণীর গ্রন্থকারগণের অবলম্বিত লিখন প্রণালী সাধারণ্যে সমাদৃত ছিল, তাহাকে অকর্ম্মণ্য এবং অব্যবহার্য্যজ্ঞানে তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, তাঁহারা লঘু, স্থিতিস্থাপক এবং প্রবল ধরণে লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং সমাদৃত প্রাচীন লেখকদিগের প্রতি সাধারণ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন জন্য সাহিত্যসমাজ স্থাপন করেন। এই নূতন মতের অনেকেই পক্ষপাতী হয়েন, এবং নূতন ধরণের রচনাপ্রণালীর অনেকেই প্রশংসা করিতে থাকেন, কিন্তু ইহাতে সাহিত্যসম্বন্ধীয় রক্ষণশীলমতাবলম্বীদিগের শত্রুতাই কেবল বৰ্দ্ধিত হয়। প্রাচীন মতাবলম্বীদিগের গম্ভীর এবং সম্মাননীয় নেতাগণ, যাঁহারা চিরজীবন বইলুর ভীতি আপনাদিগের চক্ষের সমক্ষে রাখিয়াছিলেন, এবং বইলুর সেই মতটীকে আমোঘ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা নবমতাবলম্বীদিগের কার্য্যকে অধর্ম্মমূলক—উপদ্রবমূলক এবং তাহা সাহিত্যের এবং নৈতিক অবনতির নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সেই গণ্ডগোলকারী দেবপ্রতিমাভঞ্জক যুবকদিগকে অসৎ ডন জুয়ান এবং ভয়ঙ্কর ফ্রি থিঙ্কার বা স্বাধীনচিন্তাবাদীদিগের ন্যায় জ্ঞান করেন।

এমতে পাশ্চাত্য য়ুরোপের ন্যায় রুষীয়াতেও কিছুকাল "পারনাসসে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে থাকে"। নবীন লেখকশ্রেণীর মধ্যে একজন বিদ্রোহোত্তেজক গাথা রচনা করায়, সম্রাট সেই লেখকশ্রেণীর প্রতি প্রথমতঃ ক্রোধ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সেই লেখকশ্রেণীর কল্পনা বর্ত্তমান কালকে যখন নিতান্ত নিরসজ্ঞানে দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের দিকে চালিত হয় এবং মহানগভীর চিন্তায় লিপ্ত হয়, সে সময়ে তীব্রদৃষ্টিযুক্ত মুদ্রাযন্ত্রবিভাগের শাসক সেরূপ রচনার বিরুদ্ধে স্বীয় শক্তি চালনার কোন

কারণ প্রাপ্ত হয়েন না এবং কবিদিগের স্বাধীন আদেশবাদমূলক রচনার বিরুদ্ধে কোন বাধা দান করেন না। কল্পনামূলক কবিতাগুলি সম্রাটের আশ্রয় লাভ এবং সম্রাট-দরবারে প্রতিপোষকতা প্রাপ্ত হইতে থাকায়, ঝুকোফস্কি, পুসকিন, এবং লারমণ্টফ রুষীয় নবীন কবিশ্রেণীর প্রধান নেতারূপে শিক্ষিতশ্রেণীর সকল অবস্থার লোকের নিকট সমাদৃত হইতে থাকেন।

রুষীয় সাহিত্য-সৌরজগতের উপরোক্ত তিনটী মহাগ্রহের পশ্চাতে অনেক উপ-গ্রহ দেখা দিয়া, আপনাদিগের যথাশক্তি সেই নূতন মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদিগের অনেকেরই রচনাশক্তি থাকায়, সেই কুকবিগণ অধীরভাবে আপনাদিগের আক্রোশ প্রকাশ করিয়া, আপনাদিগের স্বাধীনভাবে রচনা ও প্রচার জন্য স্বত্ব প্রার্থনা করেন এবং সে সময়ের নিরসভাব, অসার যুক্তি এবং রসহীন বিজ্ঞানের বিশেষ গ্লানি করিতে থাকেন। সেই সময়ে নাট্যকার এবং নবন্যাসলেখকগণ, কলঙ্কহীন স্বর্গীয় পবিত্রতাপূর্ণ নায়ক সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের চরিত্রে যতদূর সম্ভব সদ্গুণাবলী সংযোগ করিয়া দেন এবং তাহার বিপরীত চরিত্র প্রদর্শন জন্য সয়তানের ন্যায় ভয়ঙ্কর চরিত্র সকলও সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বন্য আকাঙ্খা, তাহাদিগের হস্তে খরধার অসি, ভয়াল হলা-হল এবং নাটকের উপযোগী নীচতা সংযোগ করিয়া দেন। উক্তপ্রকার গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সহজ ব্যাঙ্গাত্মক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সাহিত্যসম্বন্ধীয় সমালোচনা এবং মনো-রম গল্পাবলী এই সময়ের সাহিত্যের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল, এবং এতদ্বারা এই সময়ের পাঠকদিগের সম্পূর্ণ তৃপ্তি সাধিত হইত। এ সময়ে প্রায় কেহই সাধারণ রাজকার্য্য বা বিদেশীয় রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি দান করিত না। সম্রাট কিরূপে কোন্ রাজপুরুষের পদোন্নতি সাধন বা উপাধিদান করিতেন, এসময়ে সম্রাটের কেবল সেই কার্য্যেই সাধারণে বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিত। কোন একটা নূতন আইন অপেক্ষা জাগোস্কিন এবং মারলিনস্কির কোন নূতন উপন্যাস প্রকাশ (এই দুইজন লেখকের নাম এক্ষণে সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন।) অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, সেই গুরুতর ঘটনাটীও পুসকিনের দ্বারা প্রকাশিত একখানি নূতন গ্রন্থদ্বারা রুষীয়দিগের নিকট মলিন হইয়া যায়।

জার্ম্মাণীতে নবীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে উৎকৃষ্ট দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, রুষীয়ায় তাহার ঈষৎ আভা পতিত হয় মাত্র। মস্কাউর কতকগুলি যুবক অধ্যাপক এবং ছাত্র, যাঁহারা জার্ম্মাণ-সাহিত্যের নিতান্ত গোঁড়া ছিলেন, তাঁহারা সিলার, গেটে এবং হফমানের গ্রন্থগুলি ত্যাগ করিয়া, সেলিং, এবং হেগেলের গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে থাকেন। নবসাহিত্যপ্রিয়দলদ্বারা শিক্ষিত এই যুবক দার্শনিকগণ প্রথ-মতঃ সেলিংয়ের অস্ফুট রচনার মধ্যে বিশেষ মোহিনী শক্তি, তৎসহ অব্যক্ত আল-ঙ্কারিক উপমা, এবং বিশ্বের একটা অস্পষ্ট বিরাট চিত্র দেখিতে পান; কিন্তু তাঁহারা

ক্রমশঃ জানিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের মতবাদের একটা যুক্তিযুক্ত ভিত্তির অভাব। শেষ হেগেল তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্র হয়েন। তাঁহারা সেই মহান চিন্তাশীলব্যক্তির বিসদৃশ মীমাংসা এবং অসম্ভব সত্য উক্তি অবলম্বনে আগ্রহের সহিত তাঁহার অনরল যুক্তি সিদ্ধান্ত ধরিয়া সকলে অগ্রসর হইতে থাকেন। নবমতাবলম্বীদিগের উপযোগী নব আগ্রহের সহিত তাঁহারা প্রত্যেক ঘটনা—এমন কি জীবনের দৈনন্দিন অতি সামান্য ঘটনা বা কার্য্য গুলির উপর দার্শনিক-চক্ষে দৃষ্টি দান করিতে থাকেন, দিবারজনী মূলনীতিসূত্র, কল্পনা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন, এবং স্বভাবতঃই যে কোন অদার্শনিক মতাক্রমণ এবং যে কোন দৃশ্যমানলক্ষণকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সেগুলিকে আপনাদিগের দার্শনিক মতের অনুযায়ীরূপে নির্দ্ধারিত করিতে থাকেন। সহজ অবস্থায় তাঁহারা ধীর, গম্ভীর, চিন্তাশীল লোক, কিন্তু যখন তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতেন অর্থাৎ আত্মার পক্ষে অনস্তিত্ব দ্বারা শেষ একটা নিশ্চিত অস্তিত্বে যুক্তিসঙ্গতরূপে পরিণত হইতে পারা সম্ভব কি না, এরূপ আলোচনা করিতেন, সে সময়ে তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইত এবং রক্ত উষ্ণ হইয়া যাইত।

পাশ্চাত্য য়ুরোপে উক্ত সাহিত্য এবং দর্শনসম্বন্ধীয় নূতন দুই শ্রেণীর মত কিরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং তাহার স্থলে প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় অভাব প্রভৃতির সহিত নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট সাহিত্য কিরূপে দেখা দেয়, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। নবমতাবলম্বী লেখকগণ, যাঁহারা হাপরের ন্যায় সততই কেবল শ্বাস ক্ষেপ করিতে থাকেন, যাঁহারা নির্জ্জনতা, নীরব অনন্ত, এবং চন্দ্রকিরণ ভাল বাসিতেন, যাঁহারা আপনাদিগের হৃদয়ের আবেগে জগৎ প্লাবিত করিতেন, এবং যাঁহারা আপনাদিগের প্রজ্জ্বলনকারী আর্ত্তনাদ বা মৌখিক নিরাশামূলক শোকের দ্বারা স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে স্তম্ভিত করিতে চাহিতেন, শিক্ষিত সাধারণে তাঁহাদিগের উপর নিতান্ত বীতরাগী হইয়া পড়েন। কবিদিগের অসার কল্পনামূলক আগ্রহের বিরুদ্ধে মনুষ্য স্বভাব বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কারণ সেই কবিগণ জগতের প্রত্যেক পদার্থের স্বাভাবিকমূর্ত্তিটী দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা অকর্ম্মণ্য স্বতঃ সৃষ্ট বিশ্লেষন করিতেই লিপ্ত থাকেন, সুতরাং অকৃত্রিম মনোভাব ও সজীব কার্য্যের বিরুদ্ধে তাহা বিষম বাধা দিতে থাকে। সেই প্রবল প্রতিক্রিয়ার মুখে, এই দার্শনিকগণ, পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী কবিগণের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা আপনাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যমান জগতের প্রতি আদৌ দৃষ্টিদান না করিয়া, অসীম সৃষ্টির গুপ্তরহস্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, আপনাদিগের সামান্য আত্মবিবেকবলে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য মহান জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জীব-চিন্তার সকল তথ্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন এবং তাঁহারা যে যে জিনিসে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, তাহাতেই গণিতসূত্রের মত নিরসতা এবং কঠোরতা প্রবেশ করাইতে থাকেন। যেখানে লোকের হৃদয়ে প্রকৃতরূপে জীব-সহানুভূতি বিরাজ করিত, তাঁহারা

ক্রমশঃ জানিতে পারেন যে, এই সকল দার্শনিক গোলযোগের দ্বারা বাস্তবিক প্রকৃত উপকার কিছুই পাওয়া যাইবে না। শীঘ্রই প্রকাশ পায় যে, সেই দার্শনিকগণ আপনাদিগের মতসূত্রের বিরোধী নহে, জগতের এমত সকল অশুভ-অমঙ্গলের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন না, বাস্তবিক মলিয়ারের প্রহসনের চিকিৎসক যেমন বলিয়াছিল যে, রোগী মরে মরুক, কিন্তু তাহাকে ঔষধ খাইয়া মরিতে হইবে, ইঁহারাও সেই শ্রেণীর লোক।

মনোরঞ্জনকারী সরস সাহিত্যের দ্বারা রুষীয়ায় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। গোগোল (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মরেন) সেই সাহিত্যবিভাগের একজন প্রবল ক্ষমতাশালী প্রথম প্রতিনিধি, তাঁহাকে কতকটা রুষীয় ডিকেন্স বলা যাইতে পারে। উক্ত দুইজন প্রধান ব্যঙ্গলেখকের বিশেষরূপে তুলনা করিলে, অনেক বিষয়ে যেমন উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, সেইমত একতাও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে উভয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহাদিগের উভয়েরই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যঙ্গরচনাশক্তি এবং অবিকল বর্ণনার ক্ষমতা ছিল। উভয়েরই যে কোন সামান্য জিনিসের মন্দভাগটী দেখিবার এবং প্রকৃত বিষয়টীর অতি আশ্চর্য্য প্রকার অবিকল অনুরূপ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল। একটু ধীরভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, তাঁহারা যে সকল চরিত্র সমঙ্কিত করিয়া দেন, তৎসমস্তই জীবিত মনুষ্যরূপে নহে, তাহার একাংশরূপেই সৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রথমটা সেগুলির সহিত আমাদিগের পরিচয় হইলেই আমরা দুই একটীর সজীব মূর্ত্তি এবং তাহার আনুষঙ্গিক সামান্য সামান্য বিষয়গুলির অবিকল বর্ণনা পাঠ করিয়া, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যঙ্গবিদ্রূপের তরঙ্গে এরূপে আমোদিত হইয়া পড়ি যে, সেগুলির সমালোচনা করিবার আর সময় পাই না এবং ইচ্ছাও হয় না। অতি অল্পদিনের মধ্যে গোগোলের নামযশঃ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সাম ওয়েলার এবং মিসেস গ্যাম্প যেমন আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বজন-পরিচিত, তাঁহার গ্রন্থের কয়েকটী চরিত্রও সেইমত সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া পড়ে। পৃথিবীকে যেমন সকলেই জানে, তাঁহার বর্ণনাগুলিও সেইমত সকলেরই বোধগম্য! তিনি যে সকল লোকের চরিত্র চিত্রিত করেন, সেগুলি তাঁহার প্রাচীন পরিচিত। কোন লোক আমাদিগের কোন বন্ধুর অবিকল অনুকৃতি করিয়া, তাঁহার ন্যায় অবিকল নকল সাজিলে, আমরা যেমন একটা বিচিত্র আমোদ পাই, পাঠকেরা উক্ত চরিত্রগুলি পাঠ করিয়া সেইমত আনন্দ পান। এমন কি লৌহহৃদয় জার পর্য্যন্ত "ইনস্পেকটার" অর্থাৎ পরিদর্শকের চরিত্র চিত্রাঙ্কন পাঠ করিয়া, কোনমতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না, এবং মুদ্রাযন্ত্র-শাসক কু-অভিপ্রায়ে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিলে, সম্রাট, তাঁহার কঠোর হস্ত হইতে গ্রন্থকারকে রক্ষা করেন। এক কথায় পাঠকগণ সেই বইগুলি পড়িয়া, এত হাস্য করিতে থাকেন যে, কোনকালে তত হাসিতে পান নাই এবং খাঁটী আমোদসূত্রেই বায়রনীয় নায়ক এবং

নব্যকবিদিগের ভালবাসার প্রতি পাঠকদিগের যে কিছু সামান্য অনুরাগ ছিল, তাহা দূর হইয়া যায়।

নবমতাবলম্বী কবিগণের প্রাবল্য একেবারে যায় নাই বটে, কিন্তু গোগোলের গ্রন্থ যতই সমাদৃত হইতে থাকে, ততই তাঁহাদিগের প্রাবল্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কতকগুলি রক্ষণশীলমতাবলম্বী সমালোচক, এই নবীন সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থগুলিকে যে, নীরস, নীচতামূলক, পাণ্ডিত্যহীন বলিয়া অপবাদ দেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। দুর্জ্জেয় দার্শনিক মতের জন্য সাধারণে, এই বিশুদ্ধ আনন্দ-আমোদ পরিহার করিতে চায় না; এবং নব নব গ্রন্থকারগণ গোগোলের রচনার আদর্শে জীবিত লোকদিগের চরিত্র অবলম্বনে অবিকল সঠিক বর্ণনার দ্বারা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন।

এই নূতন শিক্ষাজ্ঞানের উদ্রেক প্রথম প্রথম কেবলমাত্র সাহিত্য মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং শেষ নবন্যাস, কবিতা ও উপন্যাস রচনায় উক্ত প্রণালী অবলম্বিত হয়। যে সকল সমালোচক পূর্ব্বে রচনার মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং সরলরূপে ভাবপ্রকাশ দেখিতে চাহিতেন, তাঁহারা এক্ষণে অবিকল বর্ণনা দেখিতে চাহেন, এবং যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সম্বন্ধে উচ্চ আকাঙ্খা করিতেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া, যাঁহারা সাহিত্যের সাহায্যে উৎকৃষ্ট অবিকল চিত্র সমঙ্কিত করেন থাকেন, তাঁহাদিগের মহোচ্চ প্রশংসা করিতে থাকেন। কিন্তু গ্রন্থকার এবং সমালোচকগণ অধিক দিন এই একটী বিষয় লইয়া অবস্থান করিতে পারেন না। গ্রন্থকারগণ প্রকৃত জীবনের বর্ণনা করিতে গিয়া, তৎসম্বন্ধে ভালর প্রশংসা এবং মন্দের নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকগণও চিত্রের সমালোচনা ছাড়িয়া, যাহার চিত্র সমঙ্কিত হয়, তাহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কোন একটা কবিতা বা গল্পকে কীলকস্বরূপে ব্যবহার করিয়া, তাহাতে নৈতিক উপদেশ বিলম্বিত করিয়া দেওয়া হইতে থাকে, এবং মেকি চরিত্রগুলির দোষসমূহের তীব্র ভৎর্সনা করা হয়। অত্যাচারিতদিগের রক্ষাসাধন, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতাদান, আত্মসম্মান এবং পরোপকারিতাসম্বন্ধে অনেক লেখা হইতে থাকে, এবং মূর্খতা, অলসতা এবং চিরদিন একঘেয়েভাবে এক নিয়মে অবস্থানের বিশেষ নিন্দা ও গ্লানি করা হয়। পূর্ব্বকার কল্পনামূলক বিরাট ভাব এবং কাব্যগুলির প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে সাধারণে প্রত্যক্ষ বিষয়ে—সামাজিক জীবনের প্রকৃত অভাবগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন, এই সময়ে সেইরূপ ভাব প্রচার হয়। পূর্ব্বকার চলিত নৈতিক মতসূত্রটীকে বিশেষরূপে আক্রমণ করা এই সময়ে একটা কাজ হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র ন্যায়-দর্শনশাস্ত্র পাঠ এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার দ্বারা নৈতিক পূর্ণতা লাভ করা যাইতে পারে, নীতিবাদীগণ, এমত শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছিলেন। অন্যপক্ষে নূতন মতবাদীদলের নেতারা বলিতে আরম্ভ করেন যে, মনুষ্যের স্বভাবের বংশানুক্রমিক ত্রুটী হইতে পাপ এবং অপরাধ জন্মে না, বাহ্যিক অবস্থা হইতেই জন্মে—অসঙ্গত কৃত্রিম বাধা-

গুলি অনাবশ্যকরূপেই আমাদিগের মনোবৃত্তি এবং স্বাভাবিক কামনাগুলির স্বাধীনতা এবং সন্তোষের বাধা দিয়া থাকে। তাঁহাদিগের মত যে মনুষ্যস্বভাবকে রূপান্তরিত না করিয়া, সমাজকে এরূপ ভাবে গঠন করা হইবে, যাহাতে স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং মনোবৃত্তিগুলি স্বাধীনভাবে পরিচালিত এবং অবাধে সন্তোষ সংগ্রহ করিতে পারিবে। তাহার দ্বারা কিরূপে নৈতিক উন্নতিসাধন করিবার কামনা করা হয়, পাঠকগণ নিজেই উক্ত মতবাদ পাঠ পূর্ব্বক তাহার শেষ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন।

আমার পূর্ব্ব বর্ণনা অনুসারে কেবলমাত্র বিদেশীয় প্রাবল্যের দ্বারাই রুষীয়ার অন্যান্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় সাহিত্যেরও এই ভাব পরিবর্তন হয়। এই সময়ে ফ্রান্সে অর্দ্ধ শতাব্দীকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের এমত ধারণা হয় যে, রাজনৈতিক বিপ্লবসাধন দ্বারা মনুষ্যের সুখশান্তির উন্নতি হইবে না, কেবলমাত্র প্রচলিত সামাজিক নিয়মপ্রণালীর পরিবর্ত্তন দ্বারাই প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কেবল যে প্রকৃত দার্শনিকদিগের লেখনীতে এই মতবাদ প্রকাশ পায়, এমত নহে, এবং তাহাদিগের লিখিত মত অতি কম লোকেই পাঠ করিত, সর্ব্বজনপ্রিয় সাহিত্যে প্রচলিত সামাজিক বিধির অপকারিতা এবং সমধিক উৎকর্ষতার অস্পষ্ট আশার বিরুদ্ধে যে সকল অনুযোগ করা হইতে থাকে, তন্মধ্যেও উক্ত ধারণা দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউতে নীত হয়, এবং কতকগুলি প্রধান লেখক, যাঁহারা নিজে সামাজিক বিধির অপকারিতা বিলক্ষণরূপে ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত মতবাদপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অবিলম্বে সেই মত গ্রহণ করেন। * ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যে রাষ্ট্রবিপ্লবোদ্দীপনকারী সোস্যালিষ্ট নামক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, এই মতপরিবর্ত্তনটী বাস্তবিক তাহাদিগের মতের প্রতিবিম্ব মাত্র।

নিকোলাস এই সময়ে রুষীয়ায় যখন অতি কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং যে কোন কল্পনা, মত বা মূলসূত্র কোন প্রকারে বিদ্রোহমূলক এমত সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইলে, তিনি যখন কঠোররূপে তৎসমস্তকে রুষীয়া হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, তখন উক্ত প্রকার নবীন মতবাদ কিরূপে তৎসাময়িক সাহিত্যে প্রকাশ হইতে পায়, অনেকের পক্ষে তাহা আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্মরণ করা উচিৎ যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবসাধন করাই উক্ত মতবাদের উদ্দেশ্য, সাধারণে ইহা অনুভব করিতে পারে নাই, এবং ইহার কতকগুলি বিধি সম্রাট নিকোলাসের নিজের অবলম্বিত নীতিরও সম্পূর্ণ অনুযায়ী ছিল। নিকোলাস, দর্শনশাস্ত্র এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক মতের দৃঢ় বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জ যাহাতে আপনাদিগের নিজের স্থায়ী আর্থিক উন্নতি এবং শান্তি ও মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখে, তিনি তাহাই দেখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার একটা দৃঢ় ধারণা

---

* রুষীয়ার এই নবমতবাদীদলের দুইজন প্রধান নেতার মধ্যে একজন (বেলিনস্কি) দরিদ্র সামরিক অস্ত্রচিকিৎসকের পুত্র এবং অন্য ব্যক্তি (হারজেন) জারজ ছিলেন।

ছিল যে, স্বপ্নদর্শক দার্শনিকদিগের মন, যে একটা অস্পষ্ট কল্পিত মহাসুখশান্তিপ্রাপ্তির আকাঙ্খায় সতত চেষ্টিত, সেই সুখশান্তি অপেক্ষা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে প্রত্যক্ষ স্থায়ী মঙ্গল ও উন্নতিই গুরুতর, এবং উৎকৃষ্ট ; তাঁহার সেই মতটী উক্ত নবমতবাদীদিগের রচনার মধ্যে বিশদরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, তাঁহারা প্রাচীন রোমান-শাসনপ্রণালী, সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী, বা সীমাবদ্ধ ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজশাসন প্রভৃতির কোন উল্লেখ করিতে থাকেন না, এবং "ডিসেম্বরের বিদ্রোহী" বা ষড়যন্ত্রকারী পোলদিগের (এই দুই শ্রেণীর বিদ্রোহীদিগের পরিচয় নিকোলাস নিজে প্রত্যক্ষ পাইয়াছিলেন) সহিত সাধারণ্যে তাহাদিগের কোনপ্রকার সাদৃশ্যও দেখা যাইত না। যদিও লেখকগণ জানিতেন যে, তাঁহাদিগের মতবাদের মধ্যে বিদ্রোহিতার লক্ষণ বিরাজমান, তাহা হইলেও তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত সে তথ্যটী সংগোপনে রক্ষা করিতেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচার জন্য অবশ্যই বলিতে পারি যে, তাঁহারা এরূপ রচনা-কৌশল এবং দক্ষতা প্রদর্শন করিতে থাকেন যে, তৎসাময়িক মুদ্রাযন্ত্রের শাসক অপেক্ষা চতুর এবং বিজ্ঞ লোকও তাহা ধরিতে পারিতেন না। যে সময়ে তাঁহারা কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, তখন লোকে বুঝিতে পারে, এমতভাবে ইঙ্গিত করিতেন, এবং সেই সূত্রে সাধারণেও শীঘ্রই কিরূপ ইঙ্গিতের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারেন।

যে সময়ে উক্ত নূতন মতবাদের উদ্রেক দ্রুতগতি বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময়েই পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ঘটনা দ্বারা হটাৎ তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে পারিসে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, এবং ১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয়, তদ্দর্শনে সম্রাট নিকোলাস এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ ভীত হইয়া পড়েন। হঙ্গেরীয় হত্যাকাণ্ড নিবারণ এবং হাপস্‌বর্গের রাজবংশের শাসনশক্তি রক্ষা করিবার জন্য একদল রুষীয় সৈন্য অষ্ট্রীয়ায় প্রেরিত হয় এবং নিজ রুষীয়ায় যাহাতে কোন প্রকার অশান্তির আবির্ভাব না হয়, সে বিষয়ে কঠোর উপায়াবলম্বন করা হয়। রুষীয়ার শান্তিরক্ষার সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম উপায়স্বরূপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে হ্রাস এবং সামাজিক সংস্কারের আকাঙ্খা একেবারে রহিত করা হয়। রুষীয় ইতিহাসের প্রগাঢ় দেশহিতৈষিতার সম্পূর্ণ অনুযায়ী যাহা কিছু লেখা হইবে না, তাহা মুদ্রিত হইতে পারিবে না এমত আজ্ঞা দেওয়া হয়। কাউন্ট বেনকেনডর্ফ সেই প্রগাঢ় দেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে বলেন, "রুষীয়ার অতীতকাল প্রশংসনীয় ছিল, বর্ত্তমানকাল অতীব চমৎকার, এবং ভবিষ্যকাল এরূপ আসিবে যে, মনুষ্য কল্পনায় তাহা ধারণা করা যাইতে পারিবে না!" রাষ্ট্রবিপ্লবসম্ভূত অশান্তিজাত ভীতি বেসরকারীজগতেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং সেই সূত্রে তাঁহাদিগের মধ্যে সমধিক পরিমাণে দেশহিতৈষিতামূলক আত্মসম্বর্দ্ধনা দৃষ্ট হইতে থাকে। তখন বলা হইতে থাকে, "পাশ্চাত্য জাতিগুলি আমাদিগের অবস্থা দর্শনে ঈর্ষা করিতেছে, যদি আমাদিগের অবস্থা

তাহারা আরও ভাল রকম জানিতে পারে, আমরা কত সুখী এবং শান্তিসম্পন্ন ইহা তাঁহারা যদি দেখিতে পায়, তাহা হইলে, তাহারা আরও আমাদিগের ঈর্ষা করিবে। যাহা হউক য়ুরোপ হইতে আমাদিগের দৃষ্টি অন্তর্হিত করা কর্ত্তব্য নহে; জাতিসমূহকে শান্তিদান এবং সর্ব্বত্র শান্তিবিস্তাররূপ যে মহোচ্চ দৌত্যভার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, য়ুরোপের শত্রুতা, আমাদিগকে যে ভারচ্যুত করিতে পারিবে না; আমরা যে সম্রাটের আজ্ঞা নতমস্তকে পালন করি, তাহারাও যাহাতে সেইমত পালন করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যে জগতে অরাজকতার প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছে, সেই জগতে শান্তিবিস্তারের মূলসূত্র প্রচার করিবার ভার আমাদিগের উপর অর্পিত। স্বর্গীয় এবং জাগতিক জার আমাদিগের উপর যে দৌত্যভার দান করিয়াছেন, আমাদিগের পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।"

যে সকল লোক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাজনৈতিক বিভ্রাট দেখেন, তাঁহারা সেই বিভ্রাটের কোন একটা উদ্দেশ্য, বা অর্থ দেখিতে পান না, কেবল লক্ষ্যহীন অরাজকতাই দেখিতে পান, এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, সমগ্র সভ্যজগতে শান্তি বিস্তার-ভার তাঁহাদিগের স্বদেশের উপর ন্যস্ত, সেই দুইশ্রেণীর লোকই আপনাদিগের দেশে সুশান্তি স্থাপনের চিন্তা করিবার সময় পান না এবং ইচ্ছাও করেন না। কেহই আর এ সময়ে সামাজিক সংস্কারের কথা বলেন না, নবোদ্দীপ্ত আকাঙ্খা এবং আশাগুলিকে তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া যান। সমালোচকগণ আবার পূর্ব্বমত বলিতে থাকেন যে, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কেবল সাহিত্য বিজ্ঞানের জন্যই শিক্ষা করিতে হইবে, আপনাদিগের স্বভাবের অনুপযোগী কল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সে শিক্ষাকে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এক কথায় তখন ইহাই দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়া যে সকল ফলবান কল্পনার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি যেন জলের আল্পনার ন্যায় ছিল। সেগুলি আর কিছুমাত্র চিহ্ন না রাখিয়া, একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

যাহা হউক, এ উদ্রেকটী কিন্তু বাস্তবিক একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। যে অধিক সংখ্যক লোক, উক্ত মতবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং ইহাতে লিপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে কেবল কিছুদিনের জন্য নীরব করিয়া অথবা ভীত করিয়া রাখা হয়।* যদিও মুদ্রিত প্রবন্ধাদিতে কোনপ্রকার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু তথাপি মেকি দেশহিতৈষিতার মতানুসারে রুষীয় সৈন্যবলে বলীয়ান এবং পাশ্চাত্য প্রতিবাসীগণের ভয়োৎপাদক হইয়া থাকিতে পারিলে, রুষীয় সাধারণকে নীরবে সমস্ত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে, এ মতের

---

* চাডায়েফ এই কথা গুলি লিখেন, কিন্তু কয়েকবর্ষ পরে শ্লাভোফিলগণ এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিলে, ইনিই আবার তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন।

প্রতি কিন্তু সমধিকসংখ্যক প্রজা সহানুভূতি প্রদর্শন করেন না। পাশ্চাত্যে যে সকল রাজনৈতিক অভিনয় হইতেছিল, তৎপ্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিদানকারী যুবকগণ, সেণ্ট পিটার্সবর্গে একটী দলবদ্ধ হইতে থাকেন, এবং যে সকল সামাজিক এবং আর্থিক প্রশ্ন সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল কারণ, সেই গুলির বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের অর্থনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চর্চ্চাসম্বন্ধে আমি অতঃপর কিছু বলিব। যে সকল লোক, এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিত না, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে সম্রাটপক্ষ এবং রাজকীয় সংবাদ পত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত মত অগ্রাহ্য করিতে থাকেন, এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিশাপ দান বা স্বেচ্ছাচারী পরিজনতন্ত্রশাসনপ্রণালীর প্রশংসায় যোগদানও করেন না। এক কথায় রক্ষণশীল মতের প্রতিক্রিয়া এবং তৎসম্ভূত সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে যতদূর বিরাগ দৃষ্ট হইয়াছিল, ততদূর প্রবল বা গম্ভীর হয় নাই। যখন ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা আবার কতকটা ক্ষণিক বল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যখন সেই যুদ্ধের ফল শোচনীয় হয়, এবং যে সম্রাট নিকোলাসকে তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবতার তুল্য জ্ঞান করিতেন, তিনি যখন মরিয়া যান, তখন তাঁহারা যেন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া যান, এবং তখন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার জন্য আবার এরূপ প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হয় যে, রুষীয়ায় কোনকালে সেরূপ দৃষ্ট হয় নাই। এই শিক্ষাজ্ঞান এবং নৈতিক পুনরাবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ফলগুলি পরে বিবর্ণিত হইবে।

পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে পাশ্চাত্য য়ুরোপের সহিত রুষীয়ার যে শিক্ষাজ্ঞানগত বিশেষ নিকট সংশ্রব চলিয়া আসিয়াছে, আমার বিশ্বাস যে, সে সম্বন্ধে এস্থলে যথেষ্টই বলা হইল। গত সার্দ্ধ শতব্দীর মধ্যে রুষীয়ায় যে কিছু শিক্ষাজ্ঞান সম্বন্ধীয় নবীন উদ্রেক হইয়াছে, তাহা হয় জার্ম্মাণী, নয় ফ্রান্সের উদ্রেকের প্রতিবিম্ব মাত্র। এমতে পিটার যে, স্বীয় প্রজাপুঞ্জের য়ুরোপ দর্শন জন্য যে গবাক্ষ নির্ম্মাণ করেন, সে গবাক্ষটী স্বীয় উদ্দেশ্য উত্তমরূপেই পূর্ণ করিয়াছে এরূপ বলিতে হইবে।

একবিংশ অধ্যায়।

মস্কাউ এবং শ্লাভোফিলগণ।

মস্কাউর প্রধান প্রধান দৃশ্য—ক্রিমলিনে ইষ্টার পর্ব্বোৎসব—বিচিত্র প্রথা—সম্রাট নিকোলাস সম্বন্ধীয় একটী কথা—ইবারিয়ান মাডোনার বাটী বাটী ভ্রমণ—মস্কাউর রাজপথ সকল—নগরের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থা—শ্লাভোফিলগণের নীচ ধারণা—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসূত্রে সংগঠিত মন্তব্য—শ্লাভোফিলদিগের এক শতাব্দী পূর্ব্বের মতবাদ—শ্লাভোফিল-মতের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি—শ্লাভোফিলগণ মূলতঃ মস্কোভিটমতাবলম্বীদিগের মত—শ্লাভোফিলগণ এবং মুক্তিদান—মস্কাউ গেজেট।

শিল্পী, স্থপতি, সাধু, তালিকাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, সৈনিক এবং রসিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পর্য্যটকগণ, ইতিপূর্ব্বে মস্কাউর প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং বিশদভাবে যেপ্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমণবৃত্তান্ত-পাঠকগণ, মস্কাউর সাধারণ দৃশ্য কিরূপ এবং এখানকার প্রধান প্রধান দৃশ্য কি, তাহা বিলক্ষণরূপেই অবগত আছেন। সেই জন্যই নবীন বর্ণনার চেষ্টার দ্বারা পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার আমার অভিলাষ নাই। জারগণের অতি প্রাচীন রাজধানীতে প্রথম পদার্পণ করিয়াই আমার মনে যেরূপ ভাব—যেরূপ কল্পনার উদয় হয়, আমার স্মারক-পুস্তক হইতে এইস্থলে তাহার উদ্ধারসাধন এবং এই নগরের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যের প্রশংসাকীর্ত্তন দ্বারা নিয়মটা রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ—অথবা সৌভাগ্যবশতঃ—আমি যে সময়ে মস্কাউ দর্শন করি, সে সময়ে স্মারক পুস্তকে আমার মনোভাবগুলি বর্ণবদ্ধ করি নাই, সুতরাং বহুদিন পরে তাহা পুনরায় স্মরণ করিয়া লেখা বড়ই কঠিন। যাহা হউক, কিন্তু আমার সেই বিস্মৃতির জন্য পাঠকগণের কিছু ক্ষতি হইতেছে না, কারণ সেই মনোভাবটা তত আদিমও নহে, এবং বর্ণবদ্ধ করিবার উপযুক্তও নহে। অবশ্য প্রথম কয়দিন আমি এখানকার নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি—ক্রিমলিনের সুরম উচ্চচূড় দুর্গাকার স্তম্ভাবলী এবং ছয় শতাব্দীর ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি—ধর্ম্মের জন্য প্রাণদানকারী সাধু এবং সম্রাটদিগের সম্মাননীয় সমাধিপূর্ণ ক্যাথিড্রাল নামক ভজনাগার, বিচিত্র মূল্যবান দ্রব্যে সুশোভিত আইকনসহ অতি প্রাচীন ভজনাগারনিচয়, ভজনাগার-মধ্যস্থ হীরকাদির দ্বারা ভূষিত, "পাট্রিয়ার্কস ট্রেজারি" নামক রৌপ্য এবং স্বর্ণপাত্র সকল, প্রাচীন এবং আধুনিক প্রাসাদসমূহ, জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় চিত্রশালিকা এবং তন্মধ্যস্থ রুষসাম্রাজ্যের নানাজাতীয় অধিবাসীর মূর্ত্তি এবং বেশভূষা, এবং প্রাচীন মস্কাউবাসীগণের বর্ব্বর-আড়ম্বর প্রকাশক নানাবিধ দ্রব্য; চিত্রশালা, এবং তন্মধ্যস্থ চিত্রপটসমূহ (সেগুলিকে রুষীয় দেশহিতৈষী

সমালোচকগণ রাফেলের চিত্রপট অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করেন!) দর্শন করি। "ইভান দি গ্রেট" নামক অত্যুচ্চ বৃহৎ ঘণ্টাঘরের উপর পর্য্যন্ত আমি উঠিয়াছিলাম, এবং তথা হইতে নিম্নস্থ ভজনাগারগুলির "রঞ্জিত গুম্বজাবলি" * এবং বাটীসমূহের উজ্জ্বল সবুজ ছাদগুলির উপর দৃষ্টিদান করিতে থাকি, এবং সেখান হইতে দূরে অল্প তরঙ্গাকার প্রদেশের যে "স্পারো হিল" নামক ভূধরশিখর হইতে নেপোলিয়ন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি নেত্রপাত করিতে থাকি। এখানকার খাঁটী শিল্পদ্রব্য দেখিবার প্রত্যাশায় আমি বাজারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, এবং সকলপ্রকার দ্রব্য—যাহা আমার দরকার ছিল না, তাহা যাহাতে ক্রয় করি, তজ্জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই। আমি খ্যাতনামা ট্রাকটির অর্থাৎ হোটেলে ভোজন করি, এবং সেগুলি, কাভিয়ার, ষ্টার্জন, ষ্টারলেট প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় আহার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ, সেই সকল খাদ্যও আহার করি এবং সেই আহারের সময় সেই ঘরের অনুপযোগী বৃহদাকার অর্গান বাদ্যের ধ্বনিতে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া যায়। আমি কতকগুলি মধ্যশ্রেণীর ট্রাকটিরেও গমন করি, কিন্তু সেখানকার লোকেরা সমুদ্রতুল্য জলবৎ চা কিরূপে পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া, আমি সভয়ে বিস্মিত হই। কিন্তু সেই দৃশ্যনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি আমার মনে এত সামান্যরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং অভ্যাস দ্বারা কতকগুলিতে এমত পরিচিত হইয়া পড়ি যে, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া, আমি একখানি সুচিত্র সমন্বিত করিতে বা সেই সূত্র হইতে একটা রসোদ্দীপক উপযুক্ত বর্ণনা করিতে একেবারে অসমর্থ।

যাহা হউক একটী দৃশ্য আমার অবিকল স্মরণ হইতেছে। সেটী ইষ্টারপর্ব্বের অপরাহ্ন। আমি সে সময়ে এক বন্ধুর সহিত ইষ্টার পর্ব্বোৎসব দর্শন জন্য ক্রিমলিনে গিয়াছিলাম। যদিও সে সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু ভজনাগারের মধ্যে এবং বাহিরে বহুল জনতা হয়। সেই জনতায় নানাশ্রেণীর লোক সমবেত হইয়াছিল। পুরাতন মেষচর্ম্ম-পরিচ্ছদধারী দীর্ঘশ্মশ্রুল ধীর কৃষক, লম্বমান-উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী দীর্ঘাকার স্থূলকায় আত্মতুষ্ট বণিক, সৌখীন বেশধৃত ছত্রহস্ত উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত, অসম্পূর্ণরূপে আবৃতদেহা এবং শীতে কম্পমানা বাতরোগগ্রস্তা বৃদ্ধা রমণী, উষ্ণপরিচ্ছদধারিণী উজ্জ্বলনয়না যুবতী, শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, এবং তৎকালের জন্য শান্তভাবপ্রকাশক দুরন্ত বালক প্রভৃতি সকলেই "তিনি উঠিয়াছেন!" এই আনন্দজনক সংবাদটী শুনিবার জন্য ধীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। যতই মধ্যরজনী নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সেই জনতার মধ্যস্থ নর-স্বর ততই থামিতে লাগিল, অবশেষে রজনী দ্বিপ্রহর হইবামাত্র "ইভান দি গ্রেট" নামক তীব্রনাদী ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল, এবং সেই সঙ্কেতপ্রাপ্তে মস্কাউর অন্যান্য ভজনাগারের ঘণ্টাগুলি মধুরধ্বনি করিতে লাগিল। আমার স্মরণশক্তিটা যেন

* এখানে কাব্য-স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে অতি সামান্যসংখ্যক গুম্বজই স্বর্ণরঞ্জিত। অধিকাংশই বাটীগুলির ছাদের ন্যায় সবুজবর্ণে চিত্রিত।

কিঞ্চিৎ কম, অন্যপক্ষে আমি গোঁড়াধর্ম্মানুষ্ঠানের জটিল ক্রিয়াগুলি কখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইতে পারি না, সুতরাং সে সময়ে কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার আমূল সমস্ত বর্ণনা করিতে অসমর্থ, কিন্তু সাধারণ দৃশ্যটা আমার স্মৃতিপটে দৃঢ়রূপে সমঙ্কিত আছে। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটা বাতি প্রজ্বলিত করিয়া ধরিয়াছিল। সেই হাজার হাজার বাতিতে এক প্রকার বিচিত্র আলোকমালা সৃষ্ট হয়, এবং সেই আলোকে পার্শ্ববর্ত্তী বাটীগুলির এমত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে যে, দিবসেও তেমন দেখায় না। ইত্যবসরে মস্কাউর প্রত্যেক ভজনাগারের ঘন্টা (সেগুলির সংখ্যা সমধিক), যেন প্রতিযোগিতা প্রদর্শনার্থ প্রতিবাসীর প্রতিধ্বনিগুলিকে চাপা দিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তিতে ধ্বনি করিতে থাকে, কিন্তু তাহাদিগের সেই সামান্য "টং টং" শব্দের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘন্টার বিকট ধ্বনি হইতে থাকায়, শব্দগুলা কেমন বিচিত্র হয়। ঘন্টার ধ্বনিতে সয়তান এবং দৈত্যগণ পলাইয়া যায়, এমত অনুমান করা হয়, কিন্তু তাহা সত্য হইলে, এবং মস্কাউতে দৈত্য এবং সয়তানের বাস থাকিলে, নিশ্চয়ই তাহারা সে সময়ে একেবারে পলাইয়া যায়। মিল্টনও স্বীয় কাব্যমধ্যে এইমত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্রুতিরোধক ঘন্টাধ্বনি যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, নিকটবর্ত্তী কামানশ্রেণী হইতে বজ্রনাদে ঘন ঘন ধ্বনি করা হইতে থাকে! ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত এই কামানের ধ্বনির সংযোগ করায়, প্রজাসাধারণের ধর্ম্মভাব কিরূপ বাড়িয়াছে, আমি তাহা বলিতে অক্ষম, কিন্তু যে রুশীয় বন্ধুটী আমার সহিত গিয়াছিলেন, তিনি এই কামানধ্বনির দ্বারা সজীব হইয়া উঠেন। যখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন, তখন অতি ধীর এবং অচঞ্চলরূপে অবস্থান করেন, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, সাধারণ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং বিশেষতঃ ডারউইনের মতের উচ্চ প্রশংসা করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকাণ্ডসম্বন্ধে নাস্তিক-ভাব প্রকাশ করেন; কিন্তু চারিদিকের প্রাবল্য—বিশেষতঃ কামানের বজ্রনিনাদ, তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক ধীরতা একেবারে ভঙ্গ করিয়া দেয়। সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গোঁড়া মস্কোভীয় আত্মা, অভ্যস্ত অগোঁড়াভাব হইতে জাগরিত হইয়া উঠে। তিনি অঙ্গুলির দ্বারা বারম্বার ক্রুশচিহ্ন করিয়া (আমি পূর্ব্বে কখনও তাঁহাকে এমত ধর্ম্মভাবজ্ঞাপন করিতে দেখি নাই), পরে আমার বাহু ধরিয়া, সেই সমবেত জনমণ্ডলীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন. "এখানে দেখুন! আপনি এই 'শ্বেত প্রস্তরের নগর' * ব্যতীত অন্য কোথাও এমত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন না। রুষীয়গণ কি ধার্ম্মিক লোক নহে?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের আমি একাক্ষরী উত্তর দিই, এবং কোন প্রকার অপ্রিয়জনক বাক্যের দ্বারা আমার বন্ধুর এই নবজাত আগ্রহের বাধা দান করিতে

* বেলোকামেনি শব্দের অর্থ শ্বেত প্রস্তরের। ইহা মস্কাউর আর একটী বিখ্যাত নাম।

ক্ষান্ত হই; কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, এই হটাৎ কর্ণভেদী রব এবং উজ্জ্বল আলোকমালা আমার মত অগোঁড়া ধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অপেক্ষা যুদ্ধের ভাবই সমুদিত করিয়া দেয়। সেই সময়ে আমার বোধ হইতে থাকে যে, আমি যেন অতীত প্রাচীন মস্কাউতে উপনীত হইয়াছি, এবং ভাবি যে, তাতার-সৈন্যদল, নগর দ্বারে আসিয়া যেন সিংহনাদ করিতেছে, এবং সেই জন্যই যেন অধিবাসীগণকে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আহ্বান করা হইতেছে!

ভজনাগারের বহির্দ্দেশে অগণিত ইষ্টার-পিষ্টক সজ্জিত করিয়া, প্রত্যেকের উপর এক একটী প্রজ্বলিত আলোক রাখা হইয়াছিল। সেই পিষ্টকগুলির উৎসর্গক্রিয়া দর্শন জন্য আমি শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্য আমার সেই কৌতূহল দূর হইয়া যায়, সুতরাং রাত্রি দুইটার সময় আমি বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

যদি আমি তথায় থাকিতাম, তাহা হইলে, আর একটী বিচিত্র প্রথা অর্থাৎ উপস্থিত সকলের মধ্যে পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমমূলক চুম্বনক্রিয়া দেখিতে পাইতাম। আমি কিছুদিন পরে এই চুম্বনক্রিয়া দেখিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম। মূল কথা এই যে, খ্রীষ্টের নিকট সকলেই ভ্রাতার তুল্য, এই ভাব প্রকাশ জন্য উপস্থিত সকলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, মূলতঃ এরূপ বিধি সৃষ্ট হয়, কিন্তু আধুনিক সভ্যজীবনে সে প্রথার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এবং অনেকেই এখন কেবল বন্ধুবর্গ এবং পরিচিতগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, এই প্রথামত কাজ করেন। সেই রজনীতে বা পর দিন প্রাতঃকালে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হইলে, একজন বলেন "খৃষ্টোস ভসক্রেস!" ("খৃষ্ট উঠিয়াছেন!"), এবং অন্য জন উত্তর দেন, "ভো ইষ্টাইন ভসক্রেস" (বাস্তবিক তিনি উঠিয়াছেন!)। তাহার পর তাঁহারা পরস্পরে তিনবার দক্ষিণ এবং বাম গণ্ডে চুম্বন করেন। এই প্রথাটী সমাজের সকলশ্রেণীর মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রচলিত, এমন কি সম্রাটও এই প্রথা মান্য করিয়া চলেন।

সম্রাট নিকোলাস, সম্রাট এবং উগ্রতেজা হইলেও তাঁহার যে, কিয়ৎপরিমাণেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় স্বভাব ছিল, তৎপরিচায়ক একটী গল্প এই স্থলে আমার স্মরণ হইতেছে। সম্রাট ইষ্টারপর্ব্বের পরদিন প্রাতঃকালে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া, দ্বারস্থ সৈনিক প্রহরীকে সেই দিনে সাধারণ্যে প্রচলিত অভিবাদন বাক্য বলেন, "ক্রাইষ্ট উঠিয়াছেন!" কিন্তু তিনি চলিত উপযুক্ত উত্তরের পরিবর্ত্তে উত্তর পান যে, "না, মহিমবর! তিনি আদৌ উঠেন নাই!" সেই অপ্রত্যাশিত উত্তরে তিনি একেবারে বিস্মিত হইয়া যান, কারণ এমন কোন মনুষ্যই ছিল না, যিনি নিতান্ত নম্রভাবে এবং প্রিয়বাক্যেও সম্রাটের উক্তির প্রতিবাদ করেন, সুতরাং সম্রাট অবিলম্বে সৈনিক প্রহরীর কৈফিয়ৎ চাহেন। সৈনিক প্রহরী স্বীয় অসমসাহসিকতার জন্য ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিল যে, আমি একজন ইহুদী, সুতরাং খ্রীষ্ট যে পুনরায় উঠিয়াছেন, ইহা জ্ঞানতঃ স্বীকার করিতে পারি না। প্রহরীর ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য এই সাহস

দর্শনে সম্রাট এতদূর তুষ্ট হয়েন যে, তিনি তাহাকে মূল্যবান ইষ্টার-পর্ব্বোপহার প্রদান করেন।

সাধারণ্যে রুষীয়গণ—বিশেষতঃ মস্কাউবাসীগণ আমার বন্ধুর উক্তিমত নিশ্চয়ই ধর্ম্মানুরক্ত লোক বটে, কিন্তু এক এক সময়ে তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব এরূপে প্রকাশ হয় যে, তাহা প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মনে বড়ই আঘাত দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি এস্থলে আইবেরীয়ান আইকনের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি। এই বিখ্যাত আইকন, মস্কাউবাসীগণের নিকট আত্যান্তিক সম্মান ও পূজা পাইয়া থাকেন, এবং প্রাচীন পৌত্তলিকদিগের দেবদেবীগুলি যেস্থান অধিকার করিত, ইহাও সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু ইহার সন্তোষপ্রদ কোন কারণই আমি শুনিতে পাই নাই। এমতে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে নেপোলিয়ন এই মস্কাউ নগর অধিকার জন্য আগমন করেন, তখন এখানকার অধিবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া, প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের নিকট প্রস্তাব করে যে, আপনি মাডোনাকে (আইকন) লইয়া অধার্ম্মিক শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হউন এবং আমরা অস্ত্রহস্তে শত্রুনাশ জন্য অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইব। যখন রুষসম্রাট মস্কাউতে আগমন করেন, তখন তিনি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে বরাবর ক্রিমলিনের প্রবেশদ্বারের নিকট যে ক্ষুদ্র ভজনাগারে উক্ত আইকন রক্ষিত হয়, তথায় গমন পূর্ব্বক উপাসনা করেন।* যে কোন গোঁড়া রুষীয় এই ভজনাগারের সম্মুখ দিয়া গমনকালে মস্তকের টুপি খুলিয়া, অঙ্গুলির দ্বারা ক্রুশ-চিহ্ন করিতে থাকে, এবং এই ভজনাগারে যে কোন সময়ে ধর্ম্মক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইলে, এখানে বহুল উপাসক সমবেত হয়। কিন্তু এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ প্রকাশ্যরূপে ভজনাগার মধ্যে এই আইকনের নিকট উপাসনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। সময়ে সময়ে তাঁহারা এখানিকে আপনাদিগের বাটীতে লইয়া যাইতে চাহেন, এবং পাদরীসমাজও তাঁহাদিগের এই বিচিত্র কামনা পূর্ণ করিতে থাকেন। এমতে প্রত্যহ প্রাতঃকালেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই আইবেরিয়ান মাডোনা চারি ঘোড়ার গাড়ীতে এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাইতেছেন! গাড়ী-খানি দেখিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। গাড়ীর একটা স্বতন্ত্র গঠনের জন্য যে, জানিতে পারা যায়, তাহা নহে, কারণ গাড়ীখানি সাধারণ গাড়ীর মত অনাবৃত গাড়ী এবং আড়গোড়ায় সচরাচর সেরূপ গাড়ী মিলে। কিন্তু গাড়ীচালক অনাবৃতমস্তকে বসিয়া গাড়ী চালাইয়া লইয়া যায়, এবং পথের লোকেরা সেই সময়ে টুপি খুলিয়া বারম্বার অঙ্গুলির দ্বারা ক্রুশচিহ্ন করিতে থাকে, সুতরাং সেই সূত্রেই জানা যায়। যে বাটীতে লইয়া যাইবার কথা, তথায় নীত হইবামাত্র, বাটীর প্রত্যেক ঘরের মধ্যে এক একবার লইয়া গিয়া, শেষ প্রধান ঘরে রাখা হয়, এবং পরে তাহার সমক্ষে ক্ষণস্থায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। যে সময়ে সেখানিকে বাটীর মধ্যে আনা হয় ও লইয়া

---

* মস্কাউর লোকেরা আমাকে বহুবার এই কথা বলিয়াছে।

যাওয়া হয়, সেই সময়ে বাটীর দাসীরা পাতিতজানু হইয়া, এই জন্য বসে যে, যেন তাহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া, আইকনকে লইয়া যাওয়া হয়।

দিবসের অধিকাংশ সময় এই আইকনকে লোকের বাটীতে লইয়া যাওয়া হইতে থাকায়, অপর সাধারণের পক্ষে ভজনাগারে এই আইকনের অনুপস্থিতি নিতান্ত অসন্তোষজনক বিবেচিত হয়, কেহ কেহ এমত অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণের সেই অসন্তোষ দূর করিবার জন্য ধর্ম্ম-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক প্রকার চতুর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার অনুরূপ আর একখানি আইকন প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং যখন এখানি কোন বাটীতে প্রেরিত হয়, তখন সেই অনুকৃতিখানি ইহার স্থান অধিকার করে; সুতরাং সাধারণ উপাসকদিগের উপাসনার কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং অনুপস্থিতির জন্য ভজনাগারের আর্থিক কোন ক্ষতিও হয় না। সাধারণে উপাসনাকালে যে অর্থ দেয় এবং বাড়ী বাড়ী প্রেরণসূত্রে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তদ্দারা নাগরিক প্রধান যাজকের বহুপরিমিত আয় হইয়া থাকে।

যে পর্য্যটক রুষীয়ার ইতিহাস কিছুমাত্র জানেন না, তিনিও যদি একবারমাত্র মস্কাউ নগরের মধ্যে বেড়াইয়া আইসেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, সেণ্ট পিটার্সবর্গটী যেমন দূরদর্শী প্রবল ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্বেচ্ছাচারী পিটারের দ্বারা কৃত্রিমরূপে গঠিত হইয়াছে, ইহা সেরূপ নহে, এ নগরটী স্বভাবতই স্বতঃসৃষ্ট, এবং অধিবাসিগণের অভাব যতই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ইহার আকৃতিগত পরিবর্ত্তনও সেইমত ধীরে ধীরে হইয়াছে। যাঁহারা য়ুরোপীয় প্রণালীর পছন্দ করেন, তাঁহাদিগের জন্য নগরের কয়েকটীমাত্র রাজপথ য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলিতে আসিয়িক প্রণালীতে খোয়া দেওয়া, বাকি অধিকাংশ রাজপথই আজি পর্য্যন্ত সেই আদিমকালের প্রণালীতে অনিয়মিতরূপে গঠিতভাবে অবস্থিত। প্রধান প্রধান রাজপথ ত্যাগ করিয়া, গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা একতালা কাষ্ঠের বাটী, এবং তৎসংলগ্ন উঠান, উদ্যান, আস্তাবল প্রভৃতি দেখিতে পাই, এবং বোধ হয় যেন পল্লীগ্রাম হইতে এগুলিকে অবিকল উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এখানে ভূমির মূল্য কিছু অধিক হওয়ায় সেগুলির আয়তন কিছু কম বটে, কিন্তু আকৃতি ও গঠনপ্রণালীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না এবং সেখানে যাইলে আমরা যে, উপনগরের পরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিয়াছি, এমত বোধ করা বড়ই কঠিন হয়। রাজপথগুলি যেরূপ প্রণালী ও নিয়মে গঠন করা উচিৎ, এখানে তাহার কিছুই দেখা যায় না। যদিও একটা পূর্ব্বানুমিত প্রণালী অনুসারে পথগুলি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এমত সন্দেহশূন্য লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ পথ ও গলি দেখিলেই বোধ হয় যে, আদিম অবস্থায় গলিগুলি যেন আপন ইচ্ছা অনুসারেই বামে ও দক্ষিণে বাঁকিয়া চুরিয়া, উঁচু নীচুভাবে চলিয়া গিয়াছে। বাটীগুলির গঠনও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার এবং বাটীগুলির নির্ম্মাণকালে প্রতিবাসীগণের বাটীর সুবিধার দিকে কিছুমাত্রই

দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। এই জন্যই আমরা বাটীর সম্মুখে চতুষ্কোণবিশিষ্ট ভূমি বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার ভূমি আদৌ দেখিতে পাই না। সত্য বটে যে, দুইশ্রেণীবিশিষ্ট বৌলেভার্ড আছে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বাটীগুলি উপযুক্ত প্রণালীমত গঠিত নহে। কুটীরতুল্য অতি জঘন্য যে সকল বাটী পশ্চিম য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরের নিতান্ত গলিঘুঁজির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সেরূপ জঘন্য ক্ষুদ্র বাটী, প্রকাণ্ড মনোরম হর্ম্ম্যের পার্শ্বে প্রকাশ্য পথের উপর বিরাজমান—এখানকার মূর্খ মুঝিকগণ যেমন অতি জঘন্য মেষচর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিয়া, সুপরিচ্ছদধারী জনমণ্ডলীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, উক্ত জঘন্য কুটীরগুলিও সেইমত উক্ত প্রকাশ্য পথে সুরম হর্ম্ম্যের পার্শ্বে অবস্থান করা আপনাদিগের অবস্থার অনুপযোগী জানিলেও স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে।

যাহা হউক, এই সকল অসাদৃশ্য শীঘ্রই দূর হইবে, বা ইতিমধ্যেই দূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মস্কাউ সহরটী এক্ষণে বিস্তৃত রেলওয়ে-জালের প্রধান কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছে, এবং শীঘ্রই এই নগরটী সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-ব্যবসার প্রধান রাজধানীতে পরিণত হইবে। ইতিমধ্যেই ইহার দ্রুতপরিবর্দ্ধনশীল জন-সংখ্যা প্রায় সেণ্ট পিটার্সবর্গের সমান হইয়াছে। জমি এবং ইমারতের মূল্য দুই তিন গুণ পরিমাণে বাড়িয়াছে, এবং নানাশ্রেণীর ঋণদান-সমাজের সাহায্যে ইমারত নির্ম্মাণকার্য্যটা এখন অতি দ্রুতগতি বৃদ্ধি হইতেছে। "ক্লাব আঙ্গলিন" নামক যে বাটীতে মস্কাউর পুরুষদিগের মধ্যে নিতান্ত "খ্যাতনামাগণ" দিবারাত্রি আশ্রয় লইতেন, সেই বাটীর উপরও হস্তার্পিত হইয়াছে, এবং অর্থোপার্জ্জন জন্য কোন স্বনামখ্যাত ইহুদী লক্ষপতি বা অন্য কোন বণিক দ্বারা নবনির্ম্মিত কোন বাটীতে আশ্রয় লইবার জন্য উক্ত ক্লাব আঙ্গলিসের সভ্যগণকে তথা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। প্রাচীনতন্ত্রের লোকেরা এখন এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছেন যে, পৃথিবীটা এখন একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্বে যে, তাঁহারা নীরবে ধীরভাবে অবস্থান করিতেন, এক্ষণে তদভাবে খেদ করিতেছেন! সে সুখের প্রাচীনকাল একেবারে গিয়াছে, আর তাহা ফিরিবে না। রুষীয়ার এই প্রাচীন রাজধানীটী বহুল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জন্য পূর্ব্বে যে গৌরবানুভব করিত, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে আধুনিক বাণিজ্যোন্নতির জন্য গৌরব অনুভব করিতেছে এবং ভবিষ্য আশার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে। এমন কি, যে সকল শ্লাভোফিল, মস্কাউ-মতের ঐকান্তিক সাহসিক পক্ষপাতী ছিলেন, সময়ের গুণে তাঁহাদিগের মতবাদও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাঁহারা এক্ষণে সাধারণ নিরস-জীবনের সমশ্রেণীস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল লোক—যাঁহারা পূর্ব্বে অতীত এবং ভবিষ্য ইতিহাসের কোন্ স্থান মস্কাউ অধিকার করিবে, তাহা নির্দ্দেশ জন্য বহুবর্ষ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারাই শেষ অবস্থায় টাউন কাউন্সিলার হইয়া, পয়ঃপ্রণালী এবং পথনির্ম্মাণের সদুপায় নির্দ্দেশকার্য্যে সমধিক সময় ব্যয় করেন! আমি কিন্তু এস্থলে নিতান্ত অসঙ্গত পন্থায় লেখনী

চালনা করিতেছি। এই শ্লাভোফিলগণ কে, এবং কেনই বা ইহাঁরা বিশ্বজনীন ইতিহাসের সাধারণ ধারণাগুলি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, আমার পক্ষে অগ্রে তাহাই পাঠকগণকে জ্ঞাত করা বিহিত।

পাঠকগণ সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন যে, শ্লাভোফিলগণ একটী উন্মত্ত গোঁড়া সম্প্রদায়স্বরূপ, পঁচিশ বা ত্রিশবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারা অতি প্রাচীনকালের রুষীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, পিটার দি গ্রেটের বিখ্যাত আদেশ অমান্য করিয়া, দাড়ী রক্ষা করিতেন এবং ক্ষৌরকর্ম্মসম্বন্ধে নিকোলাসের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিতেন, মস্কাউর বর্ব্বরতা বিশেষ গৌরবমূলক জ্ঞান করিতেন, এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং শিক্ষার বিষম শত্রু ছিলেন। সেই সময়ের পর্য্যটকগণ, যাঁহারা মস্কাউতে গমন করিতেন, তাঁহারা এই শ্লাভোফিলদিগকে এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য জ্ঞান করিতেন এবং সাধারণ্যে ইহাঁদিগের সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। যে সময়ে ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ হয়, সে সময়ে ইহাঁরা কনষ্টান্টিনোপলস্থ সেণ্ট সোফায়ার গুম্বজের উপর গ্রীক ক্রস যাহাতে স্থাপিত হয় এবং সম্রাট যাহাতে "সমগ্র শ্লাভজাতির জার" নামে বিঘোষিত হন, তজ্জন্য বিশেষ জিদ ও আগ্রহপ্রকাশ করিতে থাকেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইলে পর ইহাঁদিগের এই বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইতে থাকে যে, ইহাঁরা মিথ্যারূপে তুরস্কদিগের অত্যাচারকাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সুলতানের অধীনস্থ শ্লাভ প্রজাদিগের মধ্যে অসন্তোষানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এবং তুরস্কের শাসন লোপ করিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আমার রুষীয়ায় গমনের পূর্ব্বে এই সকল কথা জানিতাম, সুতরাং শ্লাভোফিলদিগকে আমি একটা বিচিত্র ঐতিহাসিক জীব বলিয়া জ্ঞান করিতাম। আমার সেণ্ট পিটার্স বর্গে আসিবার অব্যবহিতকাল পরেই ইহাঁদিগের প্রতি যাহাতে আমার দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হয়, আমি ইহাঁদিগের সম্বন্ধে এমত অনেক কথা শুনিতে পাই। আমি শুনি যে, ইহাঁরা সম্রাটের নিকট এই বলিয়া আবেদনপত্র অর্পণ করেন যে, অতি প্রাচীনকালের জেমস্কি সবরি নামক সভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হউক, কারণ সেই সভার দ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তাঁহারা এমত জ্ঞান করেন! সেই সূত্রে উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। এই প্রস্তাবের দ্বারাই ইহাঁদিগের উপর নূতন আলোক আসিয়া পড়ে; ইহাঁরা প্রাচীন প্রথার দৃঢ় পক্ষাবলম্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও ভিতরে ভিতরে ইহাঁরা গুরুতর উদার সংস্কারের কামনা করিতে থাকেন। এই শ্লাভোফিলশ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ পরিচয়ের জন্য আমি কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক ইহাঁদিগের নামে অনুরোধপত্র সংগ্রহ করি এবং মস্কাউয়ে আসিবার অব্যবহিতকাল পরেই ইহাঁদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করি।

আমি একজন বিদেশীয়, এবং রুষীয়ার প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী-অবলম্বী না হওয়ায়, রুষীয়ার জাতীয়ত্ব এবং গোঁড়া ধর্ম্মপ্রণালীর দৃঢ় পক্ষপাতী উক্ত শ্লাভোফিলদিগের

দ্বারা অসমাদরে গৃহীত হইব, আমি এমত আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে বিষয়ে আমি প্রার্থনীয়মত হতাশ হই। তাঁহারা সকলেই আমাকে নিতান্ত মিত্র এবং সদয়ভাবে গ্রহণ করেন, এবং আমি শীঘ্রই জানিতে পারি যে, আমি পূর্ব্বে যাহা ভাবিতাম, সেটা সত্য নহে। আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহাঁরা নিতান্ত বাল্যস্বভাববিশিষ্ট উন্মাদপ্রায় গোঁড়া হইবেন, কিন্তু দেখি যে, ইহাঁরা নিতান্ত ধীর, সবিশেষ বুদ্ধিমান, অত্যুচ্চরূপে শিক্ষিত ভদ্রলোক, সহজেই বিদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম, এবং তাঁহারা যে পাশ্চাত্য শিক্ষাজ্ঞানের ঘৃণা করেন বলিয়া সাধারণ্যে বিদিত, সেই শিক্ষাজ্ঞানেরই সবিশেষ অনুরাগী। প্রথমে দেখিয়াই ইহাঁদিগের সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাব অঙ্কিত হয়, পরে কয়েকবর্ষ যাবৎ ইহাঁদিগের সহিত মিত্রতামূলক আলাপ ব্যবহারে তাহা দৃঢ়রূপে সমঙ্কিত হইয়া যায়। তাঁহাদিগকে প্রায় বিশেষ আগ্রহান্বিত এবং দৃঢ় ধারণাশীল লোকরূপে দেখা যায়। তাঁহাদিগকে গোঁড়া উন্মাদপ্রায় বলা যাইতে পারে, তাঁহারা কখনই এমতকথা বলেন নাই এবং এমত কাজ করেন নাই। সকল শ্রেণীর দার্শনিক মূলসূত্রাবলম্বীদিগের মত ইহাঁরাও আপনাদিগের সিদ্ধান্তের দ্বারা অন্ধ হইয়া প্রকৃত তথ্য দেখিতে পান না, কিন্তু ইহাঁদিগের যুক্তিগুলি গ্রহণীয়—এতদূর গ্রহণীয় যে, আমি যদি রুষীয় হইতাম, তাহা হইলে, তাঁহারা আমাকে—অন্ততঃ যে সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করি, সেই সময়ের জন্যও—শ্লাভোফিল করিতে পারিতেন।

শ্লাভোফিলদিগের মতবাদটা কিরূপ, ইহা জানিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সেই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং উন্নতিসম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

শ্লাভোফিলদিগের স্বতন্ত্র মনোভাবের উৎপত্তি (মনোভাবটীকে যেন মতবাদ বলিয়া ভ্রম করা না হয়) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অংশে ঘটে, কারণ এই সময়ে মস্কাউর জারগণ ধর্ম্মবিভাগে নব নব বিধি প্রয়োগ করিতে থাকেন। প্রজাসাধারণের পক্ষে সেই নবীন বিধিব্যবস্থা নিতান্ত অসন্তোষকর হইয়া উঠে। এই সূত্রে নিম্নশ্রেণীর সমধিক সংখ্যক লোক, প্রাচীন রিচিউলিষ্ট এবং সেকটেরিয়ান নামক সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী হয়, এবং জার পিটার, যিনি ধর্ম্মশূন্য "ইম্পারেটার" উপাধিতে আত্মপরিচয় দান করিতেন, তাঁহাকে সকলে অধর্ম্মের অবতার জ্ঞান করিত। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ ততদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা সম্রাট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবিভাগের সভ্যরূপেই অবস্থান করিতে থাকেন, এবং পিটার, সয়তানের পুত্র নহেন, একজন জার্ম্মাণ অস্ত্রচিকিৎসকের পুত্র, সঙ্কেতে ইহাই কেবল জানাইতেন। সে সময়ের ধারণামত উক্তবংশে জন্ম তত আপত্তিজনক ছিল না। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণের মধ্যে অনেকেই পরিবর্ত্তনের বিষম বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, এবং সেই পরিবর্ত্তনসূত্রে যে নব-ভার অর্পিত হয়, তজ্জন্য ভয়ানক অনুযোগ করিতে থাকেন। পিটারের পরবর্ত্তী সম্রাটগণের শাসনকালে কেবল শাসননীতি নহে, শাসকগণ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ জাতীয় হয়েন, সেই সময়ে শত্রুতা ভয়ঙ্কররূপে বর্দ্ধিত হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত কোন শাসনবিভাগে নবীন পরিবর্ত্তন এবং হস্তক্ষেপ করা হইতে থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত রক্ষণশীলমত এবং দেশহিতৈষিতা নীরবে অবস্থান করিতে থাকে, কিন্তু যখন সম্রাট-দরবারের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর সামাজিক জীবনের উপর বিদেশীয় প্রাবল্য বিস্তার করা হয়, সেই সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের প্রতিবাদ ও আপত্তি মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়া ক্যাথারাইনের শাসন কালে যে সময়ে বিদেশীয় প্রাবল্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই সময়ে রহস্য এবং ব্যঙ্গাত্মক পত্রগুলিতে সেই বিদেশীয় প্রাবল্যের অধীনদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিম্নলিখিত প্রকারে গ্লানি করা হইতে থাকে;—"যাঁহারা, বিদেশীয়গণের বাহ্যিক উজ্জ্বল গুণে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে কেবল মাতৃভূমিকে ত্যাগ করিয়া, বিদেশ ভালবাসেন এমত নহে, এমন কি তাঁহারা স্বজাতীয়দিগকে ঘৃণা করেন, এবং ভাবেন যে, রুষীয়গণের পক্ষে সমস্তই—এমন কি ব্যক্তিগত চরিত্র পর্য্যন্ত বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়া লওয়া উচিৎ। তাঁহারা ভাবেন যে, প্রকৃতি নিজে যে, দেখিয়া শুনিয়া, জলবায়ুর উপযোগীরূপে জগতের সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে আচারব্যবহার প্রচলিত করিয়া দিতেছে. সেই প্রকৃতি, রুষীয়দিগের প্রতি এতদূর নির্দ্দয় যে, রুষীয়দিগের নিজের একটা স্বতন্ত্র চরিত্র নাই! প্রকৃতি যেন রুষীয়দিগকে এরূপ অভিশাপ দিয়াছেন যে, তাহারা জগতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহারের একটু একটু করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক এমত একটা নূতন জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করিবে যে. কোন জাতিরই সেরূপ নাই!" যাঁহারা বিদেশীয় আচারব্যবহার অভেদে অবলম্বন করেন, এবং য়ুরোপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, "প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক পাপ সংগ্রহ করেন" তাঁহাদিগের সেই "বাঁদরামীর" বিরুদ্ধে এইমত যে সকল উক্তি প্রকাশ হইতে থাকে, এস্থলে সেরূপ উক্তি অনেক উদ্ধৃত করিতে পারি। এক এক সময়ে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যে সকল উক্তি প্রয়োগ হইতে থাকে, তাহা ভদ্রতাজ্ঞাপক অপেক্ষা অধিক তীব্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একখানা ব্যঙ্গাত্মক পত্র, কতিপয় রুষীয় ক্ষুদ্র শূকরশাবকের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বিদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক শেষ ধেড়ে শূকররূপেই স্বদেশে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে একটী বড় মজার গল্প লিখেন। রুষীয়গণ "চতুর বানরের ন্যায় কেবল বিদেশীয় অনুকরণ করিয়া থাকে" এরূপ অপবাদের জন্য রুষীয়গণের জাতীয় গর্ব্বে ভীষণ আঘাত পড়ে এবং সেরূপ অপবাদের জন্য অনেক লেখক এতদূর ক্রুদ্ধ হয়েন যে, শেষে তাঁহারা রুষীয়দিগের জ্ঞানবুদ্ধি স্বভাবচরিত্র প্রভৃতির এতাধিক উচ্চ প্রশংসা করিতে থাকেন যে, কোনকালেই তাহা শুনা যাইত না এবং তাঁহারা বিদেশীয় প্রত্যেক বিষয়ের বিষম নিন্দা ও গ্লানি করিয়া, স্বজাতীয় প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন চেষ্টা করিতে থাকেন। এমন কি, যখন তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, কতিপয় অন্য জাতির ন্যায় তাঁহারা সভ্যতা সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহারা সেই তথ্যটী স্বীকার করিয়া আপনাদিগের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিতে

এবং একটা নূতন যুক্তি সৃষ্টি করিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থ করিতে থাকেন। পরিণামে শ্লাভোফিলগণও সেই যুক্তি অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলিতে থাকেন যে, “পাশ্চাত্যের জাতিগুলি, আমাদিগের অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য আমরা তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিবার কোন হেতু দেখি না, কারণ আমরা তাহাদিগের দোষ গুলি দেখিয়া সতর্ক হইতে পারিব এবং তাহারা যে সকল বদ্ধমূল অশুভের দ্বারা নিগৃহীত হইতেছে, আমরা সেগুলির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব। যে ব্যক্তি মরিতে যাইতেছে, তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি সবে মাত্র জন্মগ্রহণ করিল, সেই অধিক সুখী।”

এমতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রুষীয়ায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিদেশীয় বিধি-অনুষ্ঠান প্রচলন এবং বিদেশীয় শিক্ষাসভ্যতার আত্যান্তিক প্রশংসার বিরুদ্ধে দেশহিতৈষিতামূলক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। যাহাহউক, কিন্তু অধিক দিন পরে যে সময়ে পাশ্চত্য য়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশে এই প্রকার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই সময়ের পূর্ব্বে রুষীয়ায় উক্ত প্রতিক্রিয়া দার্শনিক মূলসূত্রানুযায়ী মূর্ত্তি ধরিতে পারে নাই।

নেপোলিয়নের বিরাট সাম্রাজ্যের পতনের পর স্পর্শাক্রামক মহামারীর ন্যায় সমস্ত য়ুরোপে সার্ব্বভৌমিক উদারভাব এবং আগ্রহের বিরুদ্ধে বিষম প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। সে সময়ে আগ্রহান্বিত অন্ধ স্বদেশহিতৈসিতাই সাধারণ্যে আদৃত হইতে থাকে। প্রত্যেক জাতিই স্বজাতির প্রশংসা করিতে—স্বজাতির অবস্থা, স্বভাব-চরিত্র, উন্নতির গুণকীর্ত্তন করিতে, এবং স্বজাতির ঐতিহাসিক ও লুপ্তপ্রায় অতীত কালকে পূজা করিতে থাকে। এক কথায় জাতি, জাতীয় স্বভাবের বিচিত্রতা, প্রাচীন আচারব্যবহার, বংশানুক্রমিক সংস্কার এবং স্বজাতির যে কোন বিষয়ের যে কিছু বিশেষত্ব বা অন্য জাতির যাহা নাই, অথচ তাহাদিগের আছে, সেইগুলির প্রতি স্বভাবের বিধানানুসারে সার্ব্বভৌমিক উদারভাবসম্বন্ধে পূর্ব্বে যেমন প্রবল আগ্রহ উত্থিত হইয়াছিল, সেইমত আগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকে। দৃঢ়চেতা লোকগণ এই সূত্রে জাতির ইতিহাস, জাতীয় সাহিত্য, এবং সাধারণ্যে সমাদৃত প্রবাদবাক্যাবলী মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, অন্য পক্ষে লঘুচেতা লোকদিগের হৃদয়ে কেবলমাত্র প্রবল দেশহিতৈষিতা এবং অতি-রঞ্জিত প্রশংসা করিবার বাসনা উদিত হয়। শ্লাভোফিলগণ রুষীয়ায় এই জাতিগত প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধিরূপে তাহার শুভাশুভ বিবিধ লক্ষণই প্রকাশ করিতে থাকেন।

উক্ত প্রকার জাতিগত প্রতিক্রিয়ার বা উদ্রেকের যে সকল ফল প্রসূত হয়, তন্মধ্যে হেগেল, জার্ম্মাণীতে যে বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক সূত্রাবিষ্কার করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। হেগেলের মতানুসারে (যাঁহারা দর্শনচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন,

তাঁহারা সাধারণ্যে সেই মতটী গ্রহণ করেন) "পূর্ণ, অক্ষুণ্ণ, স্বতঃসিদ্ধ মূলজ্ঞানের অস্তিত্বানুভাবকতার উন্নতিই" সার্ব্বভৌমিক ইতিহাস। তিনি বলেন যে, জগতের ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই কেবল এক একটী মাত্র জাতির উপর উক্ত জ্ঞানের দৃশ্যমান অস্তিত্ব প্রকাশের সহায়তাসাধনরূপ মহান ভার অর্পিত হইয়া আসিতেছে, অন্যপক্ষে তখন অন্যান্য জাতিগুলির অস্তিত্বের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না, এবং সে সময় উক্ত জ্ঞান, যে জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, সেই অনুগৃহীত জাতির অভেদে অনুকরণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির অন্য কোন কাজই থাকে না। প্রথমে প্রাচ্য রাজতন্ত্র প্রদেশসমূহে, পরে গ্রীসে, তাহার পর রোমে, এবং সর্ব্বশেষে জার্ম্মাণজাতির মধ্যে উক্ত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; এবং তখন সাধারণ্যে এমত অনুমিত হয়, (কিন্তু প্রকাশ্যে বলা হইত না) যে, উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে উক্ত জ্ঞানের আবির্ভাব কার্য্যটী একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই জ্ঞানের আবির্ভাব, সমস্ত চক্রই বেষ্টন করিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে জার্ম্মাণজাতির মধ্যেই সেইজ্ঞান পূর্ণ এবং শেষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে!

সাধারণ্যে রুষীয়গণ, জার্ম্মাণ-দর্শনশাস্ত্রের বিষয় বড় একটা কিছু জানিত না, সুতরাং উক্ত নূতন মতবাদের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি পতিত হয় না, কিন্তু মস্কাউতে এমত কতকগুলি যুবক ছিলেন, যাঁহারা নিয়মিতরূপে জার্ম্মাণ সাহিত্য এবং দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন, কেবল তাঁহারাই হেগেলের এই মতবাদে বিস্মিত হয়েন। দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন—যিনি তুরষ্কদিগকে পরাস্ত করেন এবং বৈজন্তীয় সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার-সাধন-কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সমুজ্জ্বল শাসন সময় হইতে—বিশেষতঃ ১৮১২-১৫ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় ঘটনার সময় হইতে—যে সময়ে প্রথম আলেকজাণ্ডার, পরাধীন য়ুরোপের মুক্তিদাতা এবং ভাগ্যবিধাতারূপে উদিত হয়েন, সেই সময় হইতেই রুষীয়দিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাহাদিগের স্বদেশ, মনুষ্য জাতির ইতিহাসে একটা গুরুতর অংশ অভিনয় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই বিখ্যাত রুষীয় ইতিবেত্তা কারামজীন ব্যক্ত করেন যে, অতঃপর ক্লিও দেবীকে * অবশ্যই নীরবে থাকিতে হইবে, অথবা রুষীয়াকে মনুষ্যজাতির ইতিহাসের একটী প্রধান স্থান দান করিতে হইবে। এরূপে হেগেলের মতানুসারে সমস্ত শ্লাভজাতি দূরে রক্ষিত হয়, তাহাদিগের উপর কোনপ্রকার মহান দৌত্যভার অর্পিত হয় না, কোন প্রকার নূতন সত্য বিস্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয় না, এবং জার্ম্মাণদিগের অনুকরণ ব্যতীত আর কোন শক্তিই প্রদত্ত হয় না! মস্কাউর দেশহিতৈষী যুবক দার্শনিকগণ অবশ্যই এই মত গ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা এই মতের মূলসূত্রটী গ্রাহ্য করেন বটে, কিন্তু বলেন যে, এ মতটী অসম্পূর্ণ। মনুষ্য জাতির চরম উৎকর্ষ, শেষ উৎকর্ষপ্রাপ্তির পথে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই কথাটা সত্য

---

* ঐতিহাসিক এবং বীরগাথার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।—অনুবাদক।

নহে বলিয়াই, তাঁহারা বলেন যে, উক্ত মতবাদটা অসম্পূর্ণ। টিউটন জাতি সে সময়ে সভ্যতার পথে অগ্রগামী নেতাস্বরূপে ছিল বটে, কিন্তু এমত কোন কারণ দৃষ্ট হয় না যে, তাহারা চিরদিনই সেই অবস্থায় থাকিতে পারিবে। বরং তাহার বিপরীতে সেই সময়েই তাহাদিগের উত্থানগতি শেষ হইয়া আসিতেছিল। বলা হয় যে, "পাশ্চত্য য়ুরোপ, একটা বিচিত্র শোচনীয় মূর্ত্তি দেখাইতেছে। মতের বিরুদ্ধে মত, শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি, সিংহাসনের বিরুদ্ধে সিংহাসন সংগ্রাম করিতেছে। বিজ্ঞান, শিল্প এবং ধর্ম্ম, এই যে তিনটী সামাজিক জীবনের প্রধান উপকরণ, সেই তিনটীই আপনাদিগের শক্তি হারাইয়াছে। আমরা এমত একটা কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি, যে কথা বর্ত্তমানে অনেকের পক্ষে বিচিত্র বোধ হইতে পারে, কিন্তু কথাটা আর কয়েক বর্ষের মধ্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে—পাশ্চাত্য য়ুরোপ ধ্বংসের উচ্চপথে আসিয়া পড়িয়াছে! যাহা হউক, আমরা এখন যুবক এবং সবল আছি, এবং য়ুরোপের কোন পাপেই আমরা লিপ্ত হই নাই। আমাদিগকে একটা মহান কার্য্য সাধন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে জয়পত্রে আমাদিগের নাম সমঙ্কিত হইয়াছে, এবং এক্ষণে কেবল মনুষ্য-মনের ইতিহাসের মধ্যে আমাদিগের দীপ্তি সমঙ্কিত করিতে হইবে। পতনোম্মুখ য়ুরোপের ধ্বংসরাশির উপর আমাদিগের একটা মহোচ্চপ্রকার জয়—বিজ্ঞান, শিল্প এবং বিশ্বাসের জয় অপেক্ষা করিতেছি!" *

ইতিহাস হইতে—অথবা যাহা ইতিহাসরূপে বিবেচিত হইত, তাহা হইতে সংগৃহীত যুক্তির দ্বারা উক্ত শেষ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। য়ুরোপীয় জগৎকে তুইটী ভাগে বিভক্ত করা হয়—একটী প্রাচ্য বিভাগ অর্থাৎ একদিকে গ্রীক-শ্লাভনীয়, এবং অপরটী পাশ্চাত্য বিভাগ অর্থাৎ অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট। বলা হয় যে, মূলগত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বৈলক্ষণ্য দ্বারা সেই তুইটী বিশেষরূপে চিহ্নিত। তুইটীতেই খৃষ্টধর্ম্ম, সভ্যতার মূলভিত্তিস্বরূপ হয়, কিন্তু পশ্চিমে তাহা বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং সেই সূত্রে ভ্রান্তদিকেই শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির গতি হয়। ধর্ম্মবিভাগের সমগ্র বিবেকজ্ঞানের উপর শিক্ষিত লোকদিগের যুক্তি সিদ্ধান্তের প্রাধান্য রক্ষা করায়, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে প্রোটেষ্টাণ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ধর্ম্ম আবার ব্যক্তিগত মতবাদ-সূত্রের সৃষ্টি করে, সুতরাং সেই জন্যই অগণিত শাখা এবং উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিরস যুক্তিপ্রিয়তার পরিবর্দ্ধনসূত্রেই কেবলমাত্র জ্ঞানমূলক একদেশদর্শী দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং যে মহান সত্যগুলি সাধারণ যুক্তি সিদ্ধান্তের অনেক উপরে অবস্থিত, উক্ত দর্শনশাস্ত্র, মনুষ্যদিগকে তদ্দর্শনে একেবারে অন্ধ করিয়া—একেবারে নাস্তিক ও সন্দিগ্ধচেতা করিয়া তুলিতেছে। অন্যপক্ষে গ্রীক-শ্লাভনীয় জগৎ, রোমের পরিবর্ত্তে বৈজন্তাইন হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ

* প্রিন্স অডোরেফস্কি এই কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মভাব এবং প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সূত্রেই পোপের অত্যাচার এবং প্রোটেষ্টাণ্টদিগের স্বাধীনচিন্তার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই কারণেই প্রাচ্য খৃষ্টানগণ কেবল যে, বিশ্বাসের সহিত প্রাচীন ধর্ম্মমত রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা নহে, খৃষ্টধর্ম্মের সেই আদিম মৌলিক ভাব—সেই ধর্ম্মমূলক নম্রতা, বৈরাগ্য, এবং ভ্রাতৃভাব, যাহা খ্রীষ্ট নিজে উপদেশ এবং আদর্শদ্বারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই ভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যদিও তাহাদিগের এক্ষণে কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, কিন্তু তাহারা তাহা প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা এরূপ উচ্চ অঙ্গের হইবে যে, তাহা প্রচলিত সকল দর্শনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে, কারণ গ্রীকধর্ম্মযাজকগণের রচনার মধ্যে বিস্তৃত, গভীর এবং প্রকৃত দর্শনের অঙ্কুর দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাহা পশ্চিমের নিরস অস্ফুট হেতুবাদমূলক নহে,—সে দর্শন কেবলমাত্র যুক্তিবৃত্তির উপর স্থাপিত নহে—সাধারণ্যে মানবপ্রকৃতির বিস্তৃত ভিত্তির উপর স্থাপিত।

গ্রীক-শ্লাভনীয় জগতের মূল চরিত্রগত বিশেষত্বটী রুষীয়ার ইতিহাসে বিলক্ষণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্র পাশ্চাত্য খৃষ্টানরাজ্যগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশ এবং ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতারূপ মূলসূত্রটী সামাজিক বলকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজকে একেবারে দুরারোগ্য অশান্তি এবং অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু রুষীয়ার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাস, পরস্পরে অবিসম্বাদী এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরাজমান। রুষীয়ার বিভিন্ন সামাজিকশ্রেণীর মধ্যে কোনপ্রকার মনোবাদ বা রাজপক্ষের সহিত ধর্ম্মবিভাগের কোনপ্রকার বিবাদ নাই। সকল বৃত্তিগুলিই একমতে একত্র কাজ করিয়াছে, এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ গোঁড়ামতই তথায় উৎকর্ষসাধন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই অবিসম্বাদিতাপূর্ণ চিত্রের মধ্যে একটা বৃহৎ কদাকার কলঙ্কচিহ্ন দেখা যায়—অর্থাৎ পিটারের সেই সংস্কারগুলি এবং তাঁহাকে অন্যায়রূপে "মহান" বলা হয়। পিটার, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞানগর্ভ নীতির অনুসরণ না করিয়া, স্বীয় জাতীয় চিরপ্রচলিত রীতিপ্রণালী একেবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচ্যজগতের অন্তর্ভুক্ত স্বদেশের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার মূলসূত্র প্রচলিত করেন। তিনি বিদেশীয়ভাবে সংস্কার করিয়া যান, এবং যে সকল লোক রুষীয়ার জাতিগত কামনা এবং মনোভাব বিদিত ছিলেন না, তাঁহাদিগের দ্বারাই সেই সংস্কার বর্দ্ধিত হয়, রুষীয়জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক সেই সংস্কারসাধন করা হয়, এবং সে অবস্থায় যেমন আশা করা যায়, ফলও সেইমত হয়। সংকীর্ণমনা অল্পবিদ্যায় গর্ব্বিত বিভাগীয় শাসনতন্ত্রপ্রণালীর পক্ষপাতী জার্ম্মাণগণের দ্বারা আবিষ্কৃত রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা "উদার শ্লাভনীয়" দিগকে কোনমতেই শাসন করা যাইতে পারে না, এবং বিদেশীয় ব্যবস্থাবিদগণ যে হর্ম্ম্যে ইহাদিগকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, দ্বিতীয় সাম্পসনের ন্যায় ইহারা সেই হর্ম্ম্যকেই ভাঙ্গিয়া ফেলেন। বিদেশীয় সভ্যতাশিক্ষাপ্রচারের চেষ্টার আরও জঘন্য ফল ফলে। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত-

শ্রেণী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চাকচিক্য এবং প্রভায় বিমুগ্ধ এবং ঝলসিতচক্ষু হইয়া নবাবিষ্কৃত সভ্যতাভাণ্ডারে সাগ্রহে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং সেই সূত্রে তাঁহারা নৈতিক স্বাধীনতাহীন এবং শিক্ষাজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া পড়েন। যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ জাতিসাধারণে কিন্তু সেই আমদানী সভ্যতাক্রান্ত হইয়া পড়ে না, এবং শ্লাভোফিলগণ ইহাকেই আপনাদিগের মূলনীতিসূত্র স্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। শাসন-প্রণালী এবং উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী, যতদিন ধরিয়া যতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নশ্রেণী বা কৃষকগণ, আপনাদিগের হৃদয়ে "প্রাচীন রীতিনীতির জীবন্ত ভাবকে", এবং রুষীয় জাতীয়ত্বের মূল, যাহা "গুপ্ত, এবং অজ্ঞাত কিন্তু প্রবল স্বচ্ছ নির্ঝর কুণ্ডস্বরূপ" তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।* নিম্নশ্রেণী বা কৃষক-দিগের চরিত্র, রীতিনীতি, আচারব্যবহার এবং অনুষ্ঠানগুলির তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা সেই বিলুপ্ত জাতীয়ত্বের আবিষ্কারসাধন, এবং শিক্ষিতশ্রেণী যে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, সেই পথে তাঁহাদিগকে প্রতিপ্রেরণ, এবং যে বিদেশীয় ভাব, শিক্ষাজ্ঞান এবং সুনীতির অনৈক্যসাধন করিয়াছে, পুনরায় তাহার একত্বসাধন ও প্রচার করাই শ্লাভোফিলগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করেন।

যে বিচিত্রভাবের দ্বারা সে সময়ে শিক্ষাজ্ঞানগত উন্নতি একেবারে রহিত হইয়া যায়, শ্লাভোফিলগণ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিদেশীয় যাহা কিছুর মহানিন্দা এবং স্বদেশীয় যাহা কিছুর অতিরিক্ত মহোচ্চ প্রশংসা করিতে থাকেন। সেই অবস্থায় তাঁহারা পাশ্চাত্যের ইতিহাসে কেবলমাত্র অত্যাচার, দাসত্ব এবং আত্মম্ভরিতা এবং আপনাদিগের দেশে স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীনতা এবং শান্তি দেখিতে পান। রুষীয়ার স্বাধীন রাজনৈতিক শাসনসভা নাই, এই তথ্যটী অবলম্বন করিয়া, বলা হয় যে, ইহা খ্রীষ্টান-বৈরাগ্যের স্বার্থত্যাগের অমূল্য ফলস্বরূপ এবং এই সূত্রেই রুষীয়গণ, গর্ব্বিত এবং স্বার্থপর য়ুরোপীয়দিগের কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রুষীয়ার দৈনন্দিন জীবনের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ অভাব থাকায়, পাশ্চাত্যজাতি, আপনাদিগের সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্যকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করে বলিয়া, অপবাদ দেওয়া হয়! যাহা হউক, এই সকল বালকত্ব-প্রকাশক বিষয়ে কথা কহিবার আমাদিগের দরকার নাই, কারণ যাঁহারা এইপ্রকার মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ, সংকীর্ণমনা, শিক্ষাজ্ঞানের বিদ্বেষী এবং স্বদেশকে পুনরায় আদিম বর্ব্বর অবস্থায় লইয়া যাইতে অভিলাষী বলিয়াই খ্যাত।

শ্লাভোফিলগণ যখন অনুত্তেজিত অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহারা বাস্তবিক য়ুরোপীয় শিক্ষাজ্ঞানের নিন্দা করেন না, তাঁহাদিগের স্বদেশীয়গণ যে, না দেখিয়া শুনিয়া অভেদে য়ুরোপীয় রীতিনীত্যাদির অনুসরণ করেন, তাহারই নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু উচ্চপদের অনেক রুষীয় আপনাদিগের মাতৃভাষা অপেক্ষা ফরাষী ভাষায় উত্তমরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে এবং লিখিতে পারেন। এমন কি রুষীয়-

* শ্লাভোফিল কবি খোমিয়াকফ এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন।

দিগের প্রধান কবি পুষকিন যখন মাতৃভাষা অপেক্ষা "য়ুরোপের ভাষা" অধিক জানিতেন বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয়েন নাই, যখন ইহা স্মরণ করি, তখন শ্লাভোফিলগণ যে, বিদেশীয় শিক্ষাজ্ঞানের নিন্দা করেন, তাহা ক্ষমার্হ বলিয়া বোধ হয়।

শ্লাভোফিলদিগের মতবাদ যদিও জগতে অনেক গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু এই মতাবলম্বীসংখ্যা তত অধিক নহে। মস্কাউতে যেমন সচরাচর অনিষ্টসাধন-ক্ষমতাহীন এবং পাগলামীজ্ঞাপক প্রদেশীয় সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়, সেণ্ট পিটার্স-বর্গের সমাজ, ইহাকে সেইমত একটা জ্ঞান করেন। রুষীয়ার আধুনিক যে রাজধানীর নামটী বিদেশীয়, যাহার রাজপথ এবং উদ্যানগুলি য়ুরোপীয় প্রণালীতে গঠিত, যাহার প্রাসাদ এবং ভজনাগারগুলি রিনাইসেন্স প্রণালীতে নির্ম্মিত, এবং যাহার অধিবাসীগণ সকল বিষয়েই ফ্রান্সের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন, সেই রাজধানীতে সেই আদিম সামন্ত-শাসনসময়ের পুনরাবির্ভাব করা নিতান্তই অসম্ভব। বাস্তবিক সেণ্ট পিটার্সবর্গের সহিত এবং "রুষীয় ইতিহাসের সেণ্ট পিটার্সবর্গীয় সময়ের" প্রতি শত্রুতা করাই খাঁটী শ্লাভোফিলের একটী প্রধান লক্ষণ। মস্কাউতে এই মতবাদ কিছু অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। তত্রত্য আদিম প্রধান রাজগণের এবং ধর্ম্মের জন্য প্রাণদানকারী সাধুদিগের সমাধিস্তম্ভপূর্ণ ভজনাগারগুলি, যে প্রাসাদে মস্কাউর জারগণ বাস করিতেন, সেই প্রাসাদ, ক্রিমলিন, যাহা বন্য তাতার এবং নাস্তিক লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ (সর্ব্বদা সফলতার সহিত নহে) করিয়াছে, পূজনীয় আইকনগুলি, যেগুলি নানাসময়ে অধিবাসীগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, যে সকল হর্ম্ম্যের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, জারগণ প্রজাপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতেন, সেই স্থানগুলি, এবং প্রবাদদ্বারা পবিত্রিত এই-প্রকার শত শত স্মৃতিচিহ্ন, লোকসাধারণের মনে আদিমকালের অনেক অস্ফুটভাব সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং এখনও সেগুলি সেই আদিমকালীয় দেশহিতৈষিতার উদ্রেক করিতে সক্ষম। অধিবাসীরাও সেই আদিমকালের মস্কাউবাসীগণের ন্যায় কতকটা স্বভাবরক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সম্রাট, দেশটীকে একটী উন্নতি-শীল য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু মস্কাউ আজি পর্য্যন্ত দৃঢ় রক্ষণশীলমতাবলম্বীদিগের আশ্রয়স্থান এবং যাহারা সম্রাটের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের আশ্রমস্বরূপে অবস্থান করিতেছে। আধুনিক সম্রাটগণ মস্কাউকে পরিত্যাগ করায়, মস্কাউ সেই প্রাচীন সম্রাটগণকে স্মরণ করিয়া গৌরব জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু শ্লাভোফিলগণ যে বিষম মতবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন, মস্কাউবাসীগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন না, এবং সেই মতবাদীদিগের বিচিত্র মত দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন। সেই সরল এবং বুদ্ধিমান লোকেরা প্রাচীন রাজধানীর অধিবাসী বলিয়া গৌরবানুভব করিতেন বটে, এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গবাসীগণকে বিদ্রূপ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই

আগ্রহান্বিত শ্লাভোফিলদলকে—যাঁহারা কোনপ্রকার রাজকীয় পদ বা সম্মানচিহ্ন প্রত্যাশা করিতেন না, এবং যাঁহারা জন্ম এবং শিক্ষার দ্বারা যে উচ্চবংশভুক্ত ছিলেন, সেই বংশের আদবকায়দা অগ্রাহ্য করিতেন, যাঁহারা সাধারণ লোকদিগের সহিত ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করিতে ভাল বাসিতেন, এবং পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে উচ্চবংশীয়গণ, যে জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ক্ষান্ত হয়েন, তাঁহারা সেই পরিচ্ছদই ধারণ করিতেন, সেই শ্লাভোফিলগণের মনের ভাবটা কি, এবং তাঁহারা কিরূপ লোক, তাহা কেহই আদৌ বুঝিতে পারিতেন না।

এরূপে শ্লাভোফিলগণ কেবল একটী ক্ষুদ্র সাহিত্যসমাজভুক্তরূপে অবস্থান করিতে থাকেন, এবং তাঁহাদিগের সংখ্যা দ্বাদশজনেরও অধিক ছিল না, কিন্তু সংখ্যা সামান্য হইলেও তাঁহাদিগের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহারা সফলতার সহিত এই মতবাদ প্রচার করেন যে, রুষীয়ার ঐতিহাসিক পুষ্টিসাধন বিচিত্রপ্রণালীতে হইয়াছে। রুষীয়ার বর্ত্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি, পাশ্চাত্য য়ুরোপের দেশসমূহের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, সুতরাং যে ঔষধ, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির পক্ষে উপকারী হইয়াছে, তদ্দারা রুষীয়ার বর্ত্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অশুভগুলি বিদূরিত হইবে না। উক্ত সত্যগুলি এক্ষণে সাধারণ্যে বিশ্বাস্য হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে বিশ্বাস্য হইত না, সুতরাং এগুলির প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করায়, শ্লাভোফিলগণ ধন্যবাদের পাত্র। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র, উৎপীড়িত এবং ঘৃণ্য নিম্নশ্রেণীর লোক বা কৃষকগণের প্রতি যাহাতে উচ্চশ্রেণীর সজীব সহানুভূতি জন্মে, সে বিষয়েও তাঁহারা সহায়তা করেন। যতদিন পর্য্যন্ত সম্রাট নিকোলাস জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কেবল সাহিত্যের সজীবতা রক্ষা করিতে থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনারম্ভে তাঁহারা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হয়েন, এবং দাস কৃষকদিগের মুক্তিদানকালে বিশেষ হিতকর এবং সম্মানসূচক অংশ অভিনয় করেন। এসম্বন্ধে আমি অতঃপর কিছু বলিবার সুযোগ পাইব। নূতন স্বায়ত্তশাসন, জেমসভো, এবং নূতন মিউনিসিপাল অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাঁহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত সদুদ্দেশ্যে শ্রম করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের শ্লাভীয় আকাঙ্খাগুলির কি হইল? এ বিষয়টী বর্ত্তমানে বিশেষ বিবেচ্য বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। তাঁহাদিগের মূল মতবাদের দ্বারা তাঁহারা সমস্ত শ্লাভজাতির উপর দৃষ্টিদান করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা শ্লাভ অপেক্ষা অধিক রুষীয়, এবং রুষীয় অপেক্ষা অধিক মস্কোভিট। এই জন্যই শ্লাভোফিল-মতবাদের মধ্যে সমগ্র শ্লাভজাতির প্রতি দৃষ্টিদান গৌণস্বরূপ গণ্য হয়। যদিও তাঁহারা দক্ষিণ শ্লাভজাতির উপর সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য অনেক করিয়াছেন, এবং সেই জাতিগুলি কোন না কোন দিন জর্ম্মাণ এবং তুর্কদিগের অধীনতাশৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইবে, তাঁহারা চিরদিন এমত

আশা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রাচ্য প্রশ্ন মীমাংসার একটা কোন বিশদ প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা আমি যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে সমগ্র শ্লাভজাতি মিলিয়া, একটী মহান সম্বন্ধবন্ধন সভা স্থাপন করেন, এবং রুষীয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন, কেবল এই প্রস্তাবটীই তাঁহাদিগের মনোমত। তাঁহারা এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধারণ্যে অষ্ট্রীয়া এবং তুরস্কের অধীনস্থ শ্লাভজাতীয়গণের নিমিত্ত বিদ্যালয় এবং ভজনালয় স্থাপন জন্য এবং যুবক বুলগেরীয়গণকে রুষীয়ায় রাখিয়া শিক্ষাদান জন্য অর্থ সাহায্য দান করিয়া থাকেন মাত্র। ক্রিটের হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁহারা ক্রিটীয়দিগকে সমধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, তাহাদিগের সেই হত্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর হইতে গ্রীকদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতিপ্রকাশটা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, কারণ গ্রীকগণ নানাসূত্রে প্রকাশ করিয়াছে যে, শ্লাভদিগের রাজনৈতিক আকাঙ্খার সহিত তাহাদিগের রাজনৈতিক আকাঙ্খার মিল নাই, এবং তাহারা শ্লাভদিগের মিত্রের পরিবর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে অভিলাষী। বর্ত্তমানে শ্লাভোফিলগণ, সারভীয়দিগকে সকলপ্রকার সাহায্য প্রেরণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

মস্কাউ গেজেট এবং তাহার সম্পাদক এম, কাটকফ যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, পাশ্চাত্য য়ুরোপের সংবাদপত্রগুলি ভ্রমক্রমে এই শ্লাভোফিলদিগকে সেই সম্প্রদায় জ্ঞান করিতেছেন। বাস্তবিক দুইটী সম্প্রদায় এক নহে। মস্কাউ গেজেটে, প্রাচীন রুষীয়ার প্রতি বিশেষ প্রীতি নাই, গ্রাম্যমণ্ডলীর প্রশংসাকারীও নহে, কৃষকদিগের অপেক্ষা ভূস্বামীগণের প্রতিই অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে, সমগ্র প্রশ্নই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা জাতিসম্বন্ধীয় চক্ষে না দেখিয়া, রাজনৈতিক চক্ষে দেখিয়া থাকে, ইহা প্রাচীন বার্ত্তাশাস্ত্রমতাবলম্বীদিগের দলভুক্ত, এবং স্বাধীন বাণিজ্যের পোষকতা করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের শ্লাভোফিলদিগের সহিত ইহার মতের মিল হয় না। কিন্তু একটী বিষয়ে উভয়ের সম্পূর্ণ মতের মিল হয়, এবং সেই জন্যই লোকে উভয়কে একমতাবলম্বী মনে করে। কোন একটা রাজনৈতিক বিভ্রাট উপস্থিত হইলেই উভয়েই প্রবল দেশহিতৈষী এবং একমতাবলম্বী হইয়া পড়ে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মবিভাগ এবং রাজপক্ষ।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউ—মধ্যসময়ের পোপের সাধারণ ধর্ম্মরাজ্যের বহির্দ্দেশে রুষীয়ার অবস্থিতি—গ্রীক ধর্ম্মবিভাগের প্রাবল্য—রুষীয় ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস—ধর্ম্মবিভাগ এবং রাজপক্ষের মধ্যে সম্বন্ধবন্ধন—প্রাচ্য গোঁড়াধর্ম্ম এবং রুষীয়ার জাতীয় ধর্ম্মসমাজ—সিনড নামক প্রধান ধর্ম্মসভা—পাদরীমণ্ডলীর অনুযোগ—স্থানীয় ধর্ম্মবিভাগের শাসন—কৃষ্ণ পাদরীগণ এবং মঠ সকল—ধর্ম্মসম্বন্ধীয়শিল্প-চিত্রের ইতিহাসের মধ্যে প্রাচ্য ধর্ম্ম-বিভাগের অবস্থার প্রতিবিম্ব পতন—প্রত্যক্ষ শেষ ফল—সংমিলন প্রস্তাব।

রুষীয়গণ নিতান্ত ধর্ম্মানুরক্ত লোক, পূর্ব্বে আমি বহুবার এমত শুনিয়াছিলাম, সুতরাং আমার সেণ্ট পিটার্সবর্গে প্রথমে আসিবার পরে যে সকল রুষীয় লোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন দর্শনে আমি কতকটা বিস্মিত হই। যদিও তাঁহারা প্রাচীন গ্রীক গোঁড়া ধর্ম্ম-প্রণালীর দৃঢ় ভক্ত, এবং সেই ধর্ম্মপ্রণালী অনুসারে কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেও অভ্যস্ত, কিন্তু তাঁহাদিগের যেমন গভীর ধর্ম্মভাব নাই, সেইমত মৌখিক গভীর ধর্ম্ম-বড়াইও নাই। যে কয়জন বন্ধুকে আমার এতৎসম্বন্ধীয় এই মনোভাব ব্যক্ত করি, তাঁহারা আমাকে ইহা স্মরণ করিয়া দিয়া, বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, সেণ্ট পিটার্সবর্গ, রুষীয় মহানগরের পরিবর্ত্তে একটা সার্ব্বজনীন নগরস্বরূপ এবং তাঁহারা আমাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, আমি মস্কাউয়ে গমন করিলে, তথায় খাঁটী রুষীয় ধর্ম্মভাব দেখিতে পাইব।

পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া মস্কাউর অধিবাসীগণের সহিত আমার যে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, তাহাতে আমি যাহা জানিতে পারি, তদ্বারা সেণ্ট পিটার্সবর্গে এসম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা দূর না হইয়া, বরং আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি যে, রুষীয়ার শিক্ষিতশ্রেণী যদিও আপনাদিগের ধর্ম্ম-সমাজের বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু আমরা যে ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে "ধার্ম্মিক" শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহারা সাধারণ্যে সেরূপ "ধার্ম্মিক" নহেন। যাহা হউক, প্রাচীন রাজধানীতে যাঁহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্লাভোফিল-মতানুরক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোককে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে গভীর স্বার্থ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা আমাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, রুষীয় জাতীয়ত্বের প্রধান প্রধান লক্ষণ গুলির মধ্যে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীর গোঁড়ামী একটী প্রধান লক্ষণ এবং রুষীয়ার জাতীয় ধর্ম্মবিভাগের অতীত ইতিহাস এবং প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তাহা না জানিলে, আমি রুষীয়ার অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক কিরূপ, তাহা বুঝিতে

পারিব না। যদিও এই উক্তিটা কিছু তীব্রবোধ হয়, কিন্তু এবিষয়ে কতকটা মনোযোগ দান করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। সেই মনোযোগদান সূত্রে যে ফল ফলিত হয়, আমি এক্ষণে পাঠকগণকে তাহার কয়েকটী প্রদান করিতে অভিলাষী।

পোপগণ, একেশ্বরবাদমূলসূত্ররূপ ভিত্তির উপর একটা বিস্তৃত বৃহৎ য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য সৃষ্টিরূপ যে মহান কল্পনা করিয়াছিলেন, যদিও সেই কল্পনাটী তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কিন্তু যে সকল জাতি ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদিগের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়েন, পোপগণ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদ্রেক এবং সাধারণের সমস্বার্থতা সম্বন্ধে অস্ফুট অনুভাবকতার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন। সেই সকল জাতি, পরস্পরে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা, এবং পরস্পরে অবিশ্রান্ত শত্রুতা এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও সকল জাতিই রোমকে খৃষ্টানজগতের রাজধানীরূপে দেখিত এবং পোপকে ধর্ম্মবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তারূপে জ্ঞান করিত। যদিও সেই ধর্ম্ম, সকল জাতির জাতীয়ত্ব একেবারে বিনাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু রাজনৈতিক পার্থক্যসাধক বেষ্টনীর মধ্যে বিস্তৃত খাৎ খনন করিয়া দেয়, তাহাকে আন্তর্জাতিক সংবাদাদি আদানপ্রদানের খালরূপে পরিণত করে, এবং তন্মধ্য দিয়াই বিভিন্ন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে কোন এক জাতির সামাজিক শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির বিষয় অন্য জাতি সকলকে পরিজ্ঞাত করা হইত। পোপের অধীনস্থ অতিবিস্তৃত প্রদেশের সকল জাতীয় সকল স্থানের শিক্ষিত লোকদিগের একটী সাধারণ ভাষা ছিল, একটী সাধারণ সাহিত্য ছিল, একপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছিল, এবং কতক পরিমাণে একপ্রকার সাধারণ বিধিও ছিল। এরূপে পাশ্চাত্য খৃষ্টান রাজ্যগুলি কেবল একটা কল্পনার মত বা সামান্য ভৌগোলিক উক্তি মাত্র ছিল না; রাজনৈতিক না হউক, অন্ততঃ ধর্ম্ম এবং শিক্ষাজ্ঞানসম্বন্ধীয় একীভূত অঙ্গস্বরূপ ছিল।

রুষীয়া, বহুশতাব্দী ধরিয়া, সেই ধর্ম্ম এবং শিক্ষাজ্ঞানগত সংমিলনের বাহিরে অবস্থিত ছিল, কারণ রুষীয়া, রোমের খৃষ্টধর্ম্ম প্রণালীর অনুগত ছিল না, কনষ্টাণ্টিনোপলের খৃষ্টধর্ম্মপ্রণালীই তাহার জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, সুতরাং পোপের অধীন য়ুরোপ, রুষীয়াকে বর্ব্বর প্রাচ্য রাজ্যভুক্ত জ্ঞান করিত। যখন তাতার অভিযাতৃগণ রুষীয়ার সমতল ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নগর এবং গ্রামগুলি ভস্ম করিয়া দেয়, এবং সর্ব্বশেষে রুষীয়াকে মহান মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়, সে সময়ে উক্ত খ্রীষ্টানজগৎ সেই যুদ্ধবিবাদের প্রতি কোনপ্রকার স্বার্থযুক্ত দৃষ্টিদান করে না, কেবল সে সময়ে আপনাদিগের যে শান্তিনাশের সূচনা হইয়াছিল, তৎপ্রতিই দৃষ্টি দেয়। যে প্রাকার, উক্ত দুইটী মহান খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রণালীর শাখাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, যতই সময় অতীত হইতে থাকে, ততই সেই প্রাকার দুর্ভেদ্য মূর্ত্তি ধারণ করে। পোপ, আততায়ীভাব ধারণ করায়, এবং উচ্চকাঙ্খামূলক কল্পনা করিতে থাকায়, গ্রীক গোঁড়া ধর্ম্মজগৎ, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের

উপর এবং প্রত্যেক প্রকার পাশ্চাত্য প্রাবল্যের বিরুদ্ধে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের সেই বিজাতীয় ক্রোধ এতদূর প্রবল হইয়া উঠে যে, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ-শতাব্দীতে যে সময়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ শিক্ষাজ্ঞানসম্বন্ধীয় আলস্য ত্যাগ করিয়া শিক্ষাজ্ঞান এবং স্থায়ী উন্নতির পথে ধাবিত হয়, রুষীয়া সে সময় যে কেবল অবিচলিত থাকে এমত নহে, সেই নূতন সভ্যতার উপর বিশেষ সন্দেহ জ্ঞাপন এবং সে গুলিকে নিতান্ত কুকাজ ও নাস্তিকতামূলক জ্ঞান করিতে থাকে। পাশ্চাত্য য়ুরোপের অন্যান্য জাতিসমূহ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে রুষীয়া আজি পর্য্যন্ত কেন কম সভ্য রহিয়াছে, এস্থলে আমরা তাহার একটা প্রধান কারণ পাইলাম।

কেবলমাত্র কনষ্টাণ্টিনোপাল হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতেই রুষীয়ার ভাগ্য এরূপ হয় নাই। গ্রীক ধর্ম্মসমাজ, যেমন রোমান ক্যাথলিক সভ্যতা একেবারে পরিহার করে, সেইমত সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতির ঐতিহাসিক বিস্তৃতির উপর বিশেষ প্রাবল্য প্রয়োগ করিতে থাকে।

প্রাচীন রোমের যে যুক্তিগত, ব্যবস্থাগত এবং শাসনগত ভাব হইতে রোমক আইন সৃষ্টি হয়, এবং যে উচ্চাকাঙ্খা, অটলতা এবং উদামযুক্ত ধৈর্য্য হইতে সমগ্রবিদিত জগৎ একটী একীভূত বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মসমাজ, প্রাচীন রোমের নিকট হইতে তাহার কতকটা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমের বিসপ নামক প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ, প্রথমেই প্রাচীন সাম্রাজ্যটীকে নূতন ভিত্তির উপর নবভাবে সংস্থাপিত করিবার কল্পনা স্থির করেন, এবং একটী বিশ্বজনীন খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, এ জগতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধির অধীনে সমস্ত রাজা এবং শাসন-কর্ত্তা অবস্থান করিবেন, তাঁহারা অনুদিন এমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচ্য ধর্ম্মসমাজ, তাহার বিপরীতে স্বীয় বৈজন্তীয় প্রথাটী অবিকল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং কখনও উক্তপ্রকার উচ্চাকাঙ্খা করে না। শাসনশক্তির অধীন থাকিতে অভ্যস্ত থাকায়, সেই ধর্ম্মসমাজ, প্রধান অংশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় অংশ অভিনয় করিয়াই তুষ্ট থাকে, এবং কখনও জাতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিশেষ বাধাদান করে নাই।

রুষীয়ায় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের প্রায় দুই শতাব্দী—৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—পরে রুষীয়ার ধর্ম্মবিভাগ, কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রধান খ্রীষ্টধর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন হয়। রুষীয়ার এই সময়ের বিসপ এবং নাগরিক পাদরীগণ, জন্ম এবং শিক্ষাদ্বারা গ্রীক ছিলেন, এবং ধর্ম্মবিভাগের সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রধান ধর্ম্মযাজকের তত্ত্বাবধানে সাধিত হইত। কিন্তু যে সময়ে তাতারগণ আসিয়া, রুষীয়া আক্রমণ করায়, কনষ্টাণ্টিনোপলের সহিত সংবাদাদি আদানপ্রদান এবং গতি-বিধি কঠিন হইয়া উঠে, এবং রুষীয়ায় শিক্ষিত দেশীয় পাদরীসংখ্যা বহুল হয়, সেই সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপলের ধর্ম্মযাজকের সম্পূর্ণ অধীনে অবস্থান রহিত হইয়া

যায়। রুষায় জারগণ নিজেই ক্রমশঃ স্বহস্তে ক্ষমতা লইয়া, কায়েফের ধর্ম্মযাজক—যিনি রুষীয়ার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন—মনোনীত করিতে থাকেন, এবং সেই মনোনীতগণকে কেবলমাত্র অভিষিক্ত করিবার জন্য কনষ্টাণ্টিনোপলে পাঠাইতেন। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে সে প্রথাও উঠিয়া যায়। কেবল কয়েকজন বিসপ সম্মিলিত হইয়া, সেই প্রধান যাজককে অভিষিক্ত করিতে থাকেন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ের আরও পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ সেই সময়ে জার, রুষীয় ধর্ম্মযাজকের অভিষেককার্য্য বলবৎ করেন এবং কনষ্টাণ্টিনোপল, জেরুসালেম, আণ্টিওক, এবং আলেকজাণ্ড্রিয়ার প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের ন্যায় তাঁহার পদ এবং ক্ষমতাধিকার সংগ্রহ করিয়া দেন।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও মস্কাউর প্রধান ধর্ম্মযাজক একজন প্রধান শক্তিসম্পন্নরূপে গণ্য হয়েন। ধর্ম্মবিভাগের ন্যায় শাসনবিভাগেও তিনি প্রবল ক্ষমতা চালনা করিতে থাকেন, এবং পূর্ব্বে শাসনবিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যে উপাধিতে অভিহিত হইতেন, তিনিও সেই "মহাপ্রভু" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, এবং সম্রাট নিজে যেমন প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে সম্মান পাইতেন, তিনিও সেইমত পাইতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বাধীনশক্তি বড় একটা ছিল না। সম্রাট নিজেই শাসনবিভাগের ন্যায় ধর্ম্মবিভাগেরও হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। *

পিটার দি গ্রেটের শাসনকালে রুষীয়ার প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদ একেবারে উঠিয়া যায়। পিটার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মবিভাগেরও সংস্কার কামনা করিয়াছিলেন, এবং স্বদেশমধ্যে এমত কতকগুলি নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে চাহেন, যাহা প্রজাপুঞ্জ এবং অধিকাংশ পাদরীই স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ জ্ঞান করেন। এবং তিনি স্পষ্টই জানিতে পারেন যে, গোঁড়া উদ্যমশীল প্রধান ধর্ম্মযাজক তাঁহার সেই কামনাপূর্ণের বিরুদ্ধে বিশেষ বাধা দান এবং অসীম বিরক্তি উৎপাদন করিতে থাকিবেন। যদিও ধর্ম্মসংহিতার কোন ধারা বা প্রথার অবমাননা না করিয়াও উক্ত প্রধান ধর্ম্মযাজককে অবসৃত করা যাইত, কিন্তু সেসূত্রে অনেক বিঘ্নবাধা এবং সময় নষ্ট হইতে পারিত। পিটার অপ্রত্যক্ষে—অলক্ষ্যে উৎপীড়ন

* রুষীয়গণ যখন এই কথাটী প্রায় অস্বীকার করেন, তখন এ বিষয়ে যে সকল বিশ্বাস্য লোকের উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করাই ভাল। বিসপ মাকারির সরল বিশ্বাসের প্রতি কাহারও সন্দেহ নাই, তিনি ডনের ডিমিট্রি সম্বন্ধে বলেন, "তিনি নিজে রুষীয় ধর্ম্মসমাজের প্রধান যাজকের উপর অক্ষুণ্ণ প্রবল শক্তিচালনা করিতেন, এবং এই প্রধান ধর্ম্মযাজকের দ্বারা সমগ্র ধর্ম্মসমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন।" যে প্রধান রাজার অনেক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, এবং যিনি ধর্ম্মসমাজকে স্বীয় মিত্রস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধেই এই কথা বলা হয়। যখন সেই রাজগণ, সম্রাট হয়েন, এবং যখন তাঁহাদিগের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তখন অবশ্যই এসম্বন্ধে তাঁহাদিগের শক্তি হ্রাস হয় নাই। বিখ্যাত প্রধান ধর্ম্মযাজক নিকনের জীবনচরিত পাঠ করিলে, এসম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

ভাল বাসিতেন না, সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগে উপস্থিত বাধা দূর করিলেন। প্রধান ধর্ম্মযাজক আড্রিয়ান মরিয়া যাইলে, বিংশতিবর্ষকাল তাঁহার পদে আর অন্য কাহাকেও তিনি মনোনীত করেন না, সুতরাং প্রজারা যখন প্রধান ধর্ম্মযাজকের অভাব ভুলিয়া যাইল, তখন তিনি প্রকাশ করিলেন যে, প্রধান ধর্ম্মযাজকপদে আর কেহ কোনকালে নিযুক্ত হইবেন না। সেই প্রধান ধর্ম্মযাজকের স্থানে একটী পাদরীপূর্ণ সমাজ স্থাপিত হয়। একজন সমসাময়িক ব্যক্তি বলেন "পিটারের ক্ষমতাই সেই সমাজের মূলশক্তি এবং পিটারের ইচ্ছাই তাহার পরিচালক ছিল।" সেই মহান যথেচ্ছাচারী পিটার ভালরূপেই জানিতে পারেন যে, একগুঁয়ে প্রধান ধর্ম্মযাজক অপেক্ষা উক্তপ্রকার সমাজকে সহজেই পরিচালিত করা যাইতে পারে, এবং পরবর্ত্তী সম্রাটগণও এই ব্যবস্থার উপকারিতা বিলক্ষণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। যদিও পুনরায় উক্ত প্রধান ধর্ম্মযাজকপদসৃষ্টির কল্পনা হয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে আর পরিণত হয় নাই। সেই পবিত্র সিনড বা ধর্ম্মসমাজ, সাম্রাজ্যের ধর্ম্মবিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধানকারীরূপে আজিও আছে, এবং সম্ভবতঃ থাকিবে।

কিন্তু সম্রাট?—উক্ত সিনড নামক ধর্ম্মসমাজ এবং রাজ্যের সাধারণ ধর্ম্মবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবন্ধন কিরূপ?

এই প্রশ্নটী উদামশীল গোঁড়া রুষীয়গণ বিলক্ষণ বুঝেন। যদি কোন বিদেশীয়, তাঁহাদিগের সমক্ষে সঙ্কেতে প্রকাশ করেন যে, ধর্ম্মবিভাগের উপর সম্রাটের প্রবল ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে সেই রুষীয়গণ দেশহিতৈষিণাবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া কতকটা উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং ক্রোধও প্রকাশ করেন। সত্য কথা এই যে, এসম্বন্ধে অনেক রুষীয়ের এক একটা মনোমত ধারণা আছে, অথচ তাঁহারা কতকটা বুঝিতেও পারেন যে, প্রকৃত অবস্থার সহিত তাঁহাদিগের সেই ধারণার সামঞ্জস্য হয় না। তাঁহারা বলেন যে, আদিমধর্ম্মপ্রণালীর কর্ত্তা একমাত্র খ্রীষ্ট ব্যতীত আর কেহই নাই। এবং তাঁহারা একটা বিচিত্র অব্যক্তভাবে মনে করেন যে, সেই ধর্ম্মবিভাগ, সকল প্রকার জাগতিক শাসনশক্তির সম্পূর্ণরূপে অনধীন। এসম্বন্ধে ইংলণ্ডের ধর্ম্মবিভাগের সহিত প্রায় তুলনা করা হয়, এবং সেই তুলনাসূত্রে আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং দেশহিতৈষিতার উচ্চগৌরব, কেবল কথোপকথনকালে নহে, গ্রন্থমধ্যেও জ্ঞাপন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খোমিয়াখফ, স্বীয় কাব্যগুলির মধ্যে একখানিতে বলিয়া গিয়াছেন, জগদীশ্বর কোন না কোন দিন ইংলণ্ডের হস্ত হইতে জগতের ভাগ্যনির্দ্ধারণভার লইয়া, রুষীয়ার হস্তে প্রদান করিবেন। জগদীশ্বর কেন সেরূপ করিবেন, তাহার কারণাবলীর মধ্যে তিনি এই একটী কারণ প্রদর্শন করেন যে, ইংল্যাণ্ড, "অপবিত্র হস্তে ঈশ্বরের ধর্ম্মকে জাগতিক অসার রাজশক্তির আসনের সহিত দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" প্রকৃত কথাতে ইহা ঠিক বটে, কিন্তু প্রকৃত তথ্যটী প্রকাশ করিতেছে যে, ধর্ম্মবিভাগ, রুষীয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করে,

এবং রাজ্ঞী ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা অপেক্ষা জার ধর্ম্মবিভাগে সমধিক পরিমাণে ক্ষমতা চালনা করেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে সকল লোক রুষীয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাস জানেন, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, রুষীয় রাজপক্ষ, ধর্ম্মবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে একটা পার্থক্যজ্ঞাপক কোন রেখাই সমঙ্কিত করেন না, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন জন্য মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বিভাগের লোকদিগকেও নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মবিভাগের সহিত রাজপক্ষের সম্বন্ধ কিরূপ?

যাহাতে ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য রুষীয়ার ধর্ম্মবিভাগে যে দুইটী বিভিন্ন দল আছে, সতর্কতার সহিত তাহার পার্থক্য স্মরণ করা বিহিত। একটী প্রাচ্য প্রাচীন গোঁড়া গ্রীকধর্ম্মবিভাগ, এবং অন্যটী তাহার অংশস্বরূপ রুষীয় ধর্ম্মবিভাগ।

প্রাচ্য গোঁড়া ধর্ম্মবিভাগ বা গ্রীক-ধর্ম্মবিভাগটীর মধ্যে অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, কিন্তু সেগুলির কোন একটী মধ্যস্থানীয় শাসক নাই। সেই সকল সম্প্রদায় একবিধ সাধারণ ধর্ম্মপ্রণালী মান্য করিয়া চলেন বলিয়াই সেই সূত্রে পরস্পরের মধ্যে একতা বিরাজিত এমত বলা যায়, কিন্তু সাধারণ অন্যান্য বিষয়ে সেগুলির ঐক্যমত অসম্ভব। সেই বিভিন্ন স্বাধীন ধর্ম্মসম্প্রদায় লইয়া যে, প্রাচ্য গোঁড়া ধর্ম্মবিভাগ সৃষ্ট, রুষীয় ধর্ম্মবিভাগ তাহারই এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়স্বরূপ। কেবল ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে রুষীয় ধর্ম্ম-বিভাগ, প্রাচীন বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজের মত মান্য করিতে বাধ্য, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে ক্ষমবান।

মূল গোঁড়া ধর্ম্মবিভাগের সহিত সম্রাটের সম্বন্ধ ধরিতে গেলে, তিনি সেই ধর্ম্ম বিভাগের কেবল একজন সাধারণ সভ্য মাত্র, এবং ইটালির রাজা বা ফ্রান্সের সম্রাট, যেমন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মনীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা রাখেন না, রুস সম্রাটও সেইমত উক্ত ধর্ম্মবিভাগের কোন প্রকার মত বা অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম নহেন; কিন্তু রুষীয় ধর্ম্মবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সংশ্রব অন্যপ্রকার। মূলব্যবস্থাগ্রন্থে সম্রাটকে "চলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মতগুলির প্রধান পক্ষসমর্থক এবং রক্ষক" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তৎপরেই বিবৃত করা হইয়াছে যে "যে যথেচ্ছাচার শাসনশক্তি অতি পবিত্র সিনড নামক শাসকসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমাজের সহায়তায় সেই যথেচ্ছাচার শাসনশক্তি ধর্ম্মবিভাগের কার্য্য সম্পাদন করেন।" সম্রাট এবং ধর্ম্মবিভাগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিরাজমান, উক্ত বর্ণনায় তাহা বিশদরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সম্রাট কেবল ধর্ম্মমতগুলির পক্ষসমর্থক এবং তিনি কোনমতে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না; কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিভাগের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষস্বরূপ এবং সিনডকে তিনি যন্ত্ররূপে পরিচালিত করিয়া থাকেন।

এই সিনড সৃষ্টি অন্যায়রূপে নূতন করা হয় নাই বলিয়া, যে সকল বিজ্ঞ লোক

প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, অতি আদিমকালের স্থানীয় সভাগুলির পুনরুদ্ধারসাধন করিয়াই এই সিনড নামক সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই কথাটা একেবারেই টিঁকিতে পারে না। উক্ত সিনডে ধর্ম্মবিভাগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সভ্য নাই, ইহা একটা স্থায়ী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সভা মাত্র এবং সম্রাট নিজের ইচ্ছামত এই সভার সভ্যপদে লোক নিযুক্ত বা পদচ্যুত করেন। এই সভার নিজের একটা কোন স্বাধীন বিধিসঙ্গত ক্ষমতা নাই, কারণ এই সভা যে কিছু ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন, সম্রাট নিজে তাহাতে সম্মতি না দিলে, তাহা আইনরূপে পরিণত হয় না এবং সে বিধিগুলি ধর্ম্মবিভাগের নামে প্রকাশ না হইয়া, মহান শক্তির নামেই প্রকাশ হয়। এমন কি সামান্য সামান্য বিষয়েও এই সভার কোন স্বাধীনতা নাই, কারণ সভার সমস্ত প্রস্তাবে সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রোকিউরার নামে শাসনবিভাগের একজন কর্ম্মচারীর সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। উক্ত সভার যে সকল প্রস্তাব রাজ্যের দেওয়ানী শাসনবিভাগের আইনের অনুযায়ীরূপে গঠিত হয় না, যদিও উক্ত কর্ম্মচারী কেবল সেই সকল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি একাই কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় সম্রাটকে জ্ঞাত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায়, এবং উক্ত সিনড সভার যে কিছু প্রস্তাব তাঁহার হাত দিয়াই সম্রাটের নিকট পাঠাইবার বিধি থাকায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রভূত ক্ষমতা ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সিনডের সভ্যগণকে পদোন্নতির আশা বা উপাধিদানের আশা প্রদর্শন করিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে স্বীয় আয়ত্তাধীন করিতে পারেন, এবং যদি তাহাতেও কোন সভ্য তাঁহার আয়ত্তাধীন না হয়েন, তাহা হইলে তিনি সেই অবাধ্য সভ্যকে পদচ্যুত করাইয়া, নম্রস্বভাব নূতন লোককে সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। উক্তপ্রকারে গঠিত সভা অবশ্য কোনমতেই স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব বা কার্য্য করিতে—বিশেষতঃ যে রুষীয়ায় সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না, সে রুষীয়ায় তাহা করিতে পারেন না। *

যাহা হউক, ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, রুষীয় ধর্ম্মযাজকগণ বা ধর্ম্মবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্রাটের উক্ত স্বেচ্ছাচারশক্তির প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণাপ্রকাশ করেন। তাঁহারা সকলেই নিতান্ত রাজভক্ত প্রজা এবং স্বেচ্ছাচারশাসনের বিশেষ অনুরক্ত।

* আমি সম্প্রতি জ্ঞাত হইলাম যে, প্রোকিউরার ধর্ম্মবিভাগের যে একটী বিশেষ অংশ সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, কয়েকমাস হইল, উক্ত সিনড তাহার বিশেষ আপত্তি করিতেছেন। আমার কতিপয় রুষীয় বন্ধু ইহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, সিনডকে আমি যেরূপে চিত্রিত করিতেছি, বাস্তবিক সিনড ততটা অধীনতা প্রকাশ করে না। ন্যায়ের মানরক্ষার জন্য আমি উক্ত তথ্যটী প্রকাশ করিলাম; কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে আমি বলি যে, এ বিষয়ের গুপ্ত ব্যাপারটী অগ্রে বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি যতদিন না রুষীয়ায় প্রতিগমন করিতেছি, ততদিন ইহা জানিবার আশা নাই।

পাশ্চাত্য য়ুরোপে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতার যে কল্পনা সচরাচর দৃষ্ট হয়, এবং রোমান ক্যাথলিক পাদরীগণ যে, দেওয়ানী শাসনশক্তির প্রতি শত্রুতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, রুষীয় পাদরীদিগের মনে ভ্রমেও সেরূপ কল্পনার উদয় হয় না। যদি কোন বিনপ নামক পাদরী, কোন সময়ে স্বীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্রের নিকট এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে, কেবল রাজকীয় কাগজপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য এবং যে সকল সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহাতে মত দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সেণ্ট পিটার্সবর্গে আনয়ন পূর্ব্বক সিনডের সভ্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহার সেই অসন্তোষ সম্রাটের বিরুদ্ধে নহে, প্রোকিউরারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয়, এমত বুঝিতে হইবে। তিনি সম্রাটের বিশেষ ভক্ত এবং অনুরক্ত, এবং সম্রাট, ধর্ম্মবিভাগের কিছু-মাত্র ক্ষমতা চালনা করিতে পারিবেন না, তিনি কখনও এমত কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মবিভাগের সহিত যাঁহার কোন সংশ্রব নাই, যিনি একজন সৈনিকও হইতে পারেন, এবং যিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংশ্রবহীন ব্যক্তির চক্ষে সমস্তই নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার হস্তে ধর্ম্মবিভাগের সমস্ত তত্ত্বাবধানভার অর্পিত দর্শনে তিনি দুঃখিত হয়েন এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করেন।

কোন বিদেশীয়, ধর্ম্মবিভাগের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পাদরীদিগকে অনুযোগ করিতে এবং লোকসাধারণকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে পারেন যে, রাজপক্ষের সহিত ধর্ম্মবিভাগের ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলি-তেছে এবং রাজপক্ষের সহিত ধর্ম্মবিভাগের যাহাতে সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এরূপ অভিলাষী কোন সম্প্রদায় বোধ হয় প্রবল হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ কোন বিবাদও নাই, এবং কোন সম্প্রদায়ও নাই। আমি রুষীয়দিগকে সকল প্রকার অনুমেয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত ও আলোচনা করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রাজপক্ষের সহিত ধর্ম্মবিভাগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রস্তাব কাহারও মুখে শুনি নাই। সেরূপ মতবাদ রুষীয়ায় প্রকাশ হইতে পারে, বাস্তবিক আমি তাহা মনে করিতে পারি না। যতদিন পর্য্যন্ত রুষীয়া এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীনে শাসিত হইতে থাকিবে, ততদিন কোন বিভাগের শাসনই সম্রাটের অনধীন করা যাইতে পারিবে না।

রাজপক্ষের সহিত ধর্ম্মবিভাগের কিরূপ সম্বন্ধ, এস্থলে তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইল। রুষীয় ধর্ম্মপ্রণালী কিরূপ রুষীয় জাতির সম্পূর্ণ চরিত্রানুগত, তাহা স্থানীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাসন বিভাগের ইতিহাসে চিত্রিত হইয়াছে। দেওয়ানী শাসনবিভাগের ন্যায় ধর্ম্মবিভাগের শাসনও প্রায় একবিধ এবং প্রায়ই এক সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। মস্কাউর জারগণ যে, কঠোর শাসনে রাজ্য মধ্যে বিষম ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেন, এবং পিটার দি গ্রেটের দ্বারা যে ভীতি মূর্ত্তি ধারণ করে, শাসন বিভাগের ন্যায় ধর্ম্মবিভাগের দ্বারাও সেই ভীতি বিস্তার করা হইত। সম্রাটের আদেশপত্রের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আজ্ঞাপত্রে আমরা "নিতান্ত নিষ্ঠুর শারীরিক

দণ্ড দান", "এ প্রকার কঠোররূপে বেত্রাঘাতদণ্ড করা হইবে যে, যেন অপরাধীগণ এবং অপরে সেরূপে আর অবাধ্যতা প্রকাশ করিতে না পারে" প্রভৃতি এই মত উক্তি সকল বিবৃত দেখিতে পাই। অতি যৎসামান্য অপরাধের জন্যও উক্ত প্রকার কঠোর দণ্ড প্রদত্ত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভলোগডার বিসপ ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আজ্ঞা প্রচার করেন যে, যে সকল পাদরী মোটা এবং ছিন্ন পরিচ্ছদ ধারণ করিবে, তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইবে, এবং সেরূপ দণ্ড-দানভীতি যে নিষ্ঠুরভাবে কার্য্যে পরিণত হইত, ধর্ম্মবিভাগের বিচারালয়সমূহের দলীলে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময়ে ২য়া ক্যাথারাইন, দেওয়ানী শাসনবিভাগে সমধিক সদয়ব্যবহার প্রচলন করেন, সেই সময়ে ধর্ম্মবিভাগের বিচারালয় হইতে শারীরিক দণ্ডদান একেবারে উঠাইয়া দিয়া, বিধিসংহিতার ন্যায়সঙ্গত প্রণালীমত বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। আমি এই সকল বিরক্তিজনক ঐতিহাসিক আনুষঙ্গিক বর্ণনার দ্বারা পাঠকবর্গের ধৈর্য্যনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পিটার দি গ্রেটের শাসনের পর হইতে বর্ত্তমান শাসন পর্য্যন্ত উদ্যমশীল সম্রাট-গণের চরিত্র ধর্ম্মবিভাগের শাসনেতিহাসে প্রতিভাত হইয়া আসিতেছে।

প্রত্যেক প্রদেশের এক একটী ধর্ম্মবিভাগ আছে, এবং প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার ন্যায় বিসপ নামক প্রদেশীয় প্রধান ধর্ম্মযাজকেরও একটী ক্যাউন্সিল নামক সভা আছে। সভা যদিও তাঁহার কার্য্যের উপর দৃষ্টিদান জন্য সৃষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন প্রকার প্রাবল্য নাই। সেই ধর্ম্মবিভাগীয় সভাগুলির গঠনপ্রণালী যদিও বাহ্যতঃ উত্তম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বিসপের নিতান্ত অধীন, এবং সেই সমা-জের সভ্যগণ, তাঁহার আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারীগণের অপেক্ষা কিছু উন্নত মাত্র। তাঁহাকে তুষ্ট করাই সভ্যগণের প্রধান কার্য্য। কিন্তু এস্থলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা যেমত অবস্থায় আছেন, সেইমত অবস্থায় যতদিন থাকিবেন, এবং যত কম ক্ষমতা পাইবেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের শাসনাধীনে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহা-দিগের পক্ষে তাহা ততই ভাল। সার্ব্বোচ্চ পদস্থ প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের আকাঙ্খা যেমন উচ্চ, সেইমত তাঁহারা আপনাদিগের পদসম্ভ্রম রক্ষার ভয়ও করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ, যাঁহারা নিতান্ত সামান্য বেতন পান, এবং যাঁহাদিগের উক্ত প্রকার কোন ভয় নাই, তাঁহারা যে সামান্য পরিমিত ক্ষমতা প্রাপ্ত, সেই ক্ষমতার ভয়ানক অপপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং নিতান্ত নির্লজ্জ-ভাবে উৎকোচগ্রহণ বা বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন। নিকোলাসের শাসনকালে সাধারণ রাজকার্য্যালয়গুলি যেমত ছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উক্ত সমাজগুলির অবস্থা এখন ঠিক সেই মত।

মঙ্ক বা সন্ন্যাসী, অর্থাৎ যাঁহারা "কৃষ্ণপাদরী" নামে সাধারণ্যে বিদিত, এবং যাঁহাদিগের সংখ্যাও অধিক এবং ক্ষমতাও প্রবল, তাঁহাদিগের হস্তে ধর্ম্মবিভাগের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত।

যে সকল মঙ্ক রুষীয়ায় প্রথমে আগমন করেন, তাঁহারা উত্তর পশ্চিম য়ুরোপের মঙ্কদিগের মত আগ্রহান্বিত সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় ছিলেন। ঈশ্বরের মহিমাবিস্তার এবং আত্মার মুক্তিসাধন কামনায় তাঁহারা সবিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন, কাল কি হইবে, সেজন্য তাঁহারা কিছুমাত্র ভাবিতেন না, এবং তাঁহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন যে, যে স্বর্গীয় পিতার অজ্ঞাতসারে কোন চটকপক্ষী ভূমিতে আহার জন্য নামে না, তিনিই তাঁহাদিগের অতি সামান্য অভাব পূরণ করিবেন। তাঁহারা যেমন দরিদ্র, ছিন্ন পরিচ্ছদধারী, নিতান্ত সামান্য আহার্য্যে তুষ্ট, আপনাদিগের অপেক্ষা দরিদ্রকে আপনাদিগের যে সামান্য মাত্র সঞ্চিত আহার্য্য দানে সতত প্রস্তুত ছিলেন, সেইমত তাঁহাদিগের প্রভু, তাঁহাদিগের উপর যে কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনভার দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা নিতান্ত আগ্রহ এবং বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের ন্যায় রুষীয়াতেও শীঘ্রই এই সন্ন্যাসীর ন্যায় অতি সামান্যভাবে অবস্থান ও কষ্ট সহ্যকরণপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ধর্ম্মানুরক্ত লোকসাধারণে উদারভাবে মঠসমূহে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, এবং ভূমিও দান করিতে থাকায়, সেই মঠগুলি শীঘ্রই ধনশালী হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রইটসার এক সময়ে ১২০০০০ দাস এবং তদুপযোগী ভূমি ছিল, এবং প্রকাশ যে, গত শতাব্দীর প্রথমে অধিবাসীগণের চারি অংশের অধিক লোক ধর্ম্মবিভাগের অধিকৃত ভূমির সীমান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অনেক মঠের ধর্ম্মযাজকেরা বাণিজ্যব্যবসা করিতেন এবং ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রুষীয়াভ্রমণকারী ফ্লিচরের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে, জানা যায় যে, মঙ্কগণ সে সময়ে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বণিক ছিলেন।

গত শতাব্দীতে মঠগুলির অধিকৃত সমস্ত জমি রাজসরকারভুক্ত এবং সেই সকল জমির দাসেরা রাজসরকারের দাস হইয়া যায়। এই সূত্রে মঠগুলির উপর বিশেষ সংঘাত পড়ে, কিন্তু অনেকে যেমন অনুমান করিয়াছিলেন, এসূত্রে মঠগুলির সেরূপ বিনাশ সাধিত নাই। কতকগুলি মঠ একেবারে উঠিয়া যায়, এবং অপর সকলগুলির নিতান্ত দৈন্যদশা উপস্থিত হয়, কিন্তু অনেকগুলি আবার উন্নত এবং ধনশালী হয়। মঠগুলির অধীনে সে সময়ে আর দাস থাকে না বটে, কিন্তু সে সময়ে মঠগুলির ত্রিবিধ আয় ছিল। সামান্য পরিমিত সম্পত্তি ছিল, রাজপক্ষ হইতে বৃত্তিস্বরূপ কিছু কিছু প্রদত্ত হইত, এবং লোক সাধারণে স্বেচ্ছাক্রমে অর্থদান করিত। বর্ত্তমানে রুষীয়ায় প্রায় ৫০০ মঠ আছে, এবং সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ধনশালী না হউক, সেগুলির এমত আয় আছে যে, তদ্দ্বারা সন্ন্যাস-জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয় বাদে উদ্বর্ত্ত থাকে।

এমতে য়ুরোপের ন্যায় রুষীয়াতেও মঠগুলির ইতিহাসের তিনটী অধ্যায় দেখা যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত নাম যথা—সন্ন্যাসাবলম্বন এবং ধর্ম্মপ্রচার; ধন, বিলাসিতা এবং ভ্রষ্টতা; এবং সম্পত্তি বাজেআপ্ত হওয়ন এবং পতন। কিন্তু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য

মঠগুলির মধ্যে এক বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্যের মঠবাসী মঙ্কগণ, আপনাদিগের ইতিহাসের বিভিন্নসময়ে আপনাদিগের পুনরুন্নতিসাধন জন্য স্বেচ্ছায় প্রবল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সূত্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়, এবং সেগুলির প্রত্যেকের এক একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে এবং স্বতন্ত্র বিষয়ে উপকারিতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে। রুষীয়ায় আমরা সেরূপ কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। এখানে মঠবাসী মঙ্কগণ, সেন্ট বাসিল যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান, উপাসনা, এবং ধ্যান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম এমত ধার্য্য করিয়া যান, তাঁহারা সেই নির্দ্দিষ্ট বিধির বাহিরে যাইতে চাহেন না। সময়ে সময়ে এক একজন মঙ্ক উপস্থিত অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন বা মঠ ত্যাগ করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতেন; কিন্তু সমগ্র মঠের মঙ্কদিগের মধ্যে বা কোন একটী বিশেষ মঠের মঙ্কদিগের মধ্যে আমরা কোন সময়ে সংস্কার জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রবল উদ্যোগ দেখিতে পাই না। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে অবশ্যই সংস্কার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল রাজপক্ষের দ্বারাই হইয়াছে, এবং সেই সংস্কার বিষয়ে মঙ্কগণ উদাসভাব প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই। যে স্বেচ্ছা-সম্ভূত সজীবতার অভাব, আলস্য, এবং জড়তা, রুষীয়ার জাতীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ, আমরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তাহার প্রমাণ পাইতেছি। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এখানেও আমরা প্রজাদিগের অপেক্ষা রাজার দ্বারাই জাতীয় সজীবতা সাধিত হইতে দেখিতেছি।

রুষীয়ার মঠগুলির সহিত আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, সুতরাং সেগুলির প্রকৃত অবস্থাসম্বন্ধে আমি ঠিক কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কয়েকটী মঠে গমন দ্বারা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে সেই মঠগুলিতে নীচ বাণিজ্যপ্রবৃত্তি বিলক্ষণরূপে বিরাজিত দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। কতকগুলি মঠকে আমি অলসদিগের আশ্রয়স্থানরূপে দেখিতে পাই, এবং আমি এমত সিদ্ধান্ত করিবার একাধিকবার উপযুক্ত কারণ পাইয়াছিলাম যে, সাধারণ লোকদিগের ন্যায় মঙ্কদিগের মধ্যেও আলস্য হইতে মদ্যপানাশক্তি এবং অন্যান্য পাপপ্রবৃত্তি জন্মে।

রুষীয়ার ধর্ম্মবিভাগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলা যাইতে পারে, এমত কিছু যদি থাকে, তাহা হইলে, শ্বেত এবং কৃষ্ণপাদরী অর্থাৎ গ্রাম্য পাদরী এবং মঙ্ক-দিগের মধ্যে যে শত্রুতা বিরাজমান, তাহাকেই তাহা বলা যাইতে পারে। গ্রাম্য পাদরীগণ প্রায় সমস্ত শ্রমসাধ্য কার্য্য করেন, অথচ পাদরীর প্রাপ্য কোন সম্মান পান না বলিয়া অনুযোগ করেন। অন্যপক্ষে মঙ্কগণ, গ্রাম্য পাদরীদিগকে ধর্ম্ম-বিভাগীয় দো-আঁচলা জ্ঞান করেন, এবং ভাবেন যে, তাঁহাদিগের পক্ষে কিছুমাত্র অনুযোগ না করিয়া, উপরিতন প্রভুগণের আজ্ঞাপালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

উক্ত শত্রুতাসূত্রে এবং বর্ত্তমান শাসনে সকল বিষয়ের সংস্কারকার্য্যে সাধারণের

যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে, সেই সূত্রে রুষীয়ার পাদরীজগতে যেন একটা উদ্রেকের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এবং যে সকল লোক পাশ্চাত্য কল্পনায় দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, গভীর জলে একটা সঞ্চালন লক্ষণও দেখা দিয়াছে, এবং ধর্ম্মবিভাগ শীঘ্রই স্বীয় আলস্য এবং জড়তা পরিহার করিবে। যাঁহারা ধর্ম্মবিভাগের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিদিত আছেন, আমি বিবেচনা করি, তাঁহারা উক্তপ্রকারে বিশ্বাস করিতে পারেন না। রুষীয়ার ধর্ম্ম-বিভাগের কার্য্যপ্রণালী যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে এ বিভাগের পুন-র্জীবনলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অটলতা এবং আভ্যন্তরীণ প্রাবল্যের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাই ধর্ম্ম বিভাগের স্বভাবের মূলসূত্রস্বরূপ ছিল এবং এখনও আছে। সেই ধর্ম্ম-বিভাগ, জাগতিক কোন ক্ষমতার অধীন নহে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে রুষীয়ায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রাজনৈতিক, শিক্ষাজ্ঞান, এবং নৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় ধর্ম্ম বিভাগের অবস্থা সেই পূর্ব্বমতই রহিয়াছে। ধর্ম্ম বিভাগের তত্ত্বাবধান এবং শাসনপ্রণালীর যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে বিভাগের আভ্যন্তরীণ মূল পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। মস্কাউর জারগণের শাসন-কালে একজন প্রধান ধর্ম্মযাজকের অধীনে এই বিভাগের প্রকৃতি এবং মূলভাব যেমত ছিল, আজিও ঠিক সেইমত রহিয়াছে। বর্ত্তমান জীবন এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞা-নের পক্ষে যাহা কিছু আবশ্যক বলিলে, ধর্ম্মবিভাগ সেই সকল কথাতে আদৌ কর্ণপাত করে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি থাকায়, এবং আদিমকালের পাদরীসমাজগুলি যে সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতি এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলিকে অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষা করাই দৃঢ় উদ্দেশ্য হওয়ায়, ও সাধারণ্যে পাদরীগণের শিক্ষাজ্ঞান নিতান্ত সামান্য থাকায়, রুষীয় ধর্ম্ম-বিভাগ এতকাল ধরিয়া শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির বাহিরে অবস্থান করিয়া আসিতেছে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায় যেমন ব্যাখ্যা বর্ণনার দ্বারা আপনাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিস্তৃতির চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় যেমন উন্নতিশীল বিজ্ঞান এবং সাময়িক শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির সহিত আপনাদিগের ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতেছেন, রুষীয় ধর্ম্মবিভাগের সেরূপ কোন চেষ্টা নাই। এই জন্য উক্ত সম্প্রদায় প্রগাঢ় দার্শনিকভাবে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থই প্রকাশ করে নাই, এবং আধুনিক নাস্তিক মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোন চেষ্টাও করে নাই। রুষীয় ধর্ম্মবিভাগের দৃঢ় ধারণা যে, তাহার নিজের শক্তি দুর্ভেদ্য; সুতরাং রুষীয়জাতিকে যথেচ্ছ মত প্রকাশ করিতে দিয়াছে, এবং জাতি যে শিক্ষাজ্ঞান এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে মত সংগ্রাম করিতেছে, সেদিকে আদৌ দৃষ্টি দিতেছে না। এক কথায়, রুষীয় ধর্ম্মসমাজ "জগতে আছে বটে, কিন্তু জগতের কেহ নয়।"

রুষীয় ধর্ম্মসমাজের স্বতন্ত্র বিচিত্রতার যদি একটা দৃশ্যমান মূর্ত্তি দেখিতে আমা-দিগের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রুষীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যের সহিত

পাশ্চাত্য য়ুরোপের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যের তুলনা করিলেই সেই বিচিত্রতা দেখিতে পাইব। য়ুরোপে রিনাইসেন্সের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লোকসাধারণের শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে। তাহা ক্রমশঃ আদিমকালের বালকত্ব-প্রকাশক চিহ্নের মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, নির্জ্জীব মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিত্রপটের মূর্ত্তিগুলির অনুজ্জ্বল চক্ষু এবং শূন্যদৃষ্টিযুক্ত মুখমণ্ডল ক্রমশঃ জ্ঞানবুদ্ধি এবং বিজ্ঞতার পরিচায়করূপে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে এবং শেষ অন্যান্য অঙ্গ এবং পরিচ্ছদাদিও অবিকলরূপে সমঙ্কিত হইয়া আসিতেছে। এরূপে পাশ্চাত্যের আইকনগুলি অবিকল সজীব মূর্ত্তিতে চিত্রিত হইতেছে, এবং যে কোন দক্ষ লোক সেগুলি দেখিলেই বলিতে পারেন যে, কোন্ সময়ে সেগুলি চিত্রিত। অন্যপক্ষে রুষীয়ার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিত্রপটাদির সেরূপ কোনপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় নাই। সেই প্রাচীন বৈজন্তীয় ধরণের চিত্রাঙ্কন আজিও অবিকল রক্ষা করা হইতেছে, এবং আমরা সেই নির্জ্জীব, ভাবশূন্য আইকনগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেই তাহাতে সাধারণ্যে প্রাচ্য ধর্ম্মসমাজের এবং বিশেষতঃ রুষীয় ধর্ম্মসমাজের সেই আদিম অটল অবস্থা প্রতিভাত দেখিতে পাই।

বিজ্ঞান, চিরপ্রচলিত ধারণাবিশ্বাসের ভ্রান্তি প্রকাশ করিয়া দিবামাত্রই রোম্যান ক্যাথলিকগণ সেই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকেন, এবং প্রোটেষ্টাণ্টগণ আপনাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসকে আপনাদিগের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানের অনুযায়ী করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু রুষীয় ধর্ম্মসমাজ এ সম্বন্ধে কিছুই করে না। রুষীয় ধর্ম্মসমাজ এ সম্বন্ধে যেন সেই অতীত প্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সৃষ্ট—যেন প্রাচীন বিরাটকায় রণতরীসমূহ। সেই রণতরীশ্রেণী যেন বহুকাল হইল চড়ায় লাগিয়া গিয়াছে, "তীরে আটকাইয়া গিয়াছে—বন্যার দ্বারা সংঘাত পাইয়াছে।" যাহা হউক, ইহা কিন্তু বলিতে হইবে যে, রুষীয় ধর্ম্মসমাজ যে, এই নিতান্ত উদাস এবং নির্জ্জীবভাবে অবস্থান করিতেছে, ইহার একটা বিশেষ প্রত্যক্ষ শুভফল ফলিতেছে। রোম্যান ক্যাথলিক পাদরীগণ যেমন উদ্ধত, উগ্র এবং অসহিষ্ণু, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরীগণ যেমন সংকীর্ণমনা, অনুদার, সম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রকাশক, রুষীয় পাদরীগণ সেরূপ নহেন। তাঁহারা কেবল নাস্তিকদিগকে নহে, আপনাদিগের ধর্ম্মসমাজভুক্ত সকল লোককেই সম্পূর্ণ শিক্ষাজ্ঞানমূলক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে দেন, এবং বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক মত প্রকাশের জন্য কাহাকেও অভিশাপ দেন না। তাঁহারা কেবল এই মাত্র চাহেন যে, যাঁহারা গোঁড়া ধর্ম্মসমাজের অধিকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই ধর্ম্মসমাজের উপর কতকটা নাম মাত্র বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতে হইবে। সেই বিশ্বাসজ্ঞাপনটা তত কঠোরও নহে। এই ধর্ম্মমতাবলম্বী কোন লোক, যতদিন না প্রকাশ্যে এই ধর্ম্মকে আক্রমণ এবং ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ততদিন তিনি এই ধর্ম্মমতের সহিত অসামঞ্জস্য-

প্রকাশক বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র মান্য করিয়া চলিলেও এবং এই ধর্ম্মসমাজের অনুষ্ঠিত সকল প্রকার বিধিপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিলেও তিনি পাদরীদিগের দ্বারা কোন প্রকারে দণ্ডিত বা ভৎসিত হন না। ইহা সত্য বটে যে, অতি অল্পদিন হইল বিধি হইয়াছে যে, এই ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেককে বর্ষের মধ্যে একবার করিয়া, পাদরীর নিকট স্বীয় মনোগত প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা জ্ঞাপন করিতে হইবে, এবং না করিলে, তাহার নানা প্রকার অপ্রিয়জনক দণ্ডেরও ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু সে ব্যবস্থাটী কেবলমাত্র মূলতঃ সম্রাটপক্ষ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে এবং পাদরীগণ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অর্থের জন্যই সেই বিধিপালন করাইতে অধিক অগ্রসর। এক কথায় রুষীয় পাদরীগণ যদিও শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের বিস্তার সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ইহাঁরা কোন বাধা দেন নাই। আবার এমত পাদরীশ্রেণী অনেক আছেন যে, তাঁহারা ইহাও করেন না।

রুষীয়গণের জাতীয় চরিত্রের জন্যই এরূপ উদাস সহিষ্ণুতা দেখা যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্মসমাজের সহিত রাজপক্ষের আবার যেরূপ সম্বন্ধ বিরাজমান, তদ্দ্বারাও এই ঔদাসীন্য কতকটা বর্দ্ধিত হইতেছে। রাজপক্ষ প্রবলরূপেই ধর্ম্মসমাজকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং ধর্ম্মসমাজকেও স্বীয় শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে দেন না। এই জন্যই সংবাদপত্রে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন কোন কালে সমালোচিত হয় না, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে কেবল ইতিহাস এবং উপদেশ, উপাসনা সম্বন্ধীয় বিষয়ই লিখিত হয়। লেণ্ট নামক উপবাস পর্ব্বের সময় মস্কাউর ক্রিমলিনের মধ্যে রাজপক্ষীয় ধর্ম্মসমাজের পাদরী ও প্রাচীন মতাবলম্বী পাদরীগণের মধ্যে প্রকাশ্যে মৌখিক আলোচনা করিতে দেওয়া হয় বটে; কিন্তু আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব বলিলে, যাহা বুঝি, সেরূপ বিষয় লইয়া আলোচনা হয় না। তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসের আনুষঙ্গিক বিষয় এবং ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির কথা লইয়াই আলোচনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রুশচিহ্ন করিবার সময় কোন্ অঙ্গুলিটী কোন্‌স্থানে কিরূপে রাখিতে হইবে, সেই বিষয় লইয়া তর্ক করেন এবং বাইবেলের পরিবর্ত্তে প্রাচীন আইকন, অতি পুরালোকের ধর্ম্মসমাজের নির্দ্ধারিত আদেশ এবং প্রাচীন গ্রীক পাদরীদিগের লিখিত মন্তব্য হইতে যুক্তি সংগ্রহ করিয়া সেই তর্কবাদ করেন।

কিছুকাল হইতে রুষীয় ধর্ম্মসমাজের সহিত ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসমাজের সংমিলন জন্য অনেক কথা চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রকৃত অভিলাষ কি, আমি তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। যদি কেবলমাত্র ভ্রাতৃভাবস্থাপন সেই সংমিলনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শুভকামনার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি তদপেক্ষা আর কিছু প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমি সরলচেতা সুবোধ লোকদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিতেছি, যে

সে প্রস্তাব নিতান্ত বিসদৃশ। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে সকল সাহসীলোক এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন এবং যে সকল যোগ্য বাগ্মী এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা নিজে মূলতথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতেছেন না। যদি তাঁহারা ধীরচিত্তে মনোযোগের সহিত কয়েক সপ্তাহকাল প্রাচ্য ধর্ম্মসমাজের অতীত ইতিহাস এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, রুষীয় কাউন্সিল অব ষ্টেট নামক শাসনসভার সহিত ব্রিটিস হাউস অব কমন্স নামক মহাসভার সংযোগসাধন যেমন অপ্রার্থনীয় এবং অসম্ভব, রুষীয় ধর্ম্মসমাজের সহিত ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসমাজের সংযোগ সাধন সেইমত কঠিন। *

* যাঁহারা এই সংমিলনপ্রস্তাব করিতেছেন, আমার অনুমান যে, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রুষীয় ধর্ম্মসমাজের পরিবর্ত্তে প্রাচ্য গোঁড়া ধর্ম্মসমাজের সহিত মিলন কামনা করেন। তাঁহাদিগের প্রতি উপরোক্ত মন্তব্য প্রয়োগ করা হয় নাই। আমার মতে তাঁহাদিগের প্রস্তাবটী অপ্রার্থনীয় এবং কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব, কিন্তু প্রস্তাবটী নিতান্ত বিসদৃশ নহে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং তাহার ফল।

নিঝনির মহামেলা—ক্রিমিয়া—শিবাষ্টপল—সম্রাট নিকোলাস এবং তাঁহার শাসননীতি—আকাঙ্খাযুক্ত লোক এবং উদাসভাবে তুষ্ট লোকগণ—জাতীয় অবনয়ন—সাধারণের অসন্তোষ এবং হস্তলিখিত গ্রন্থ—নিকোলাসের মৃত্যু—২য় আলেকজাণ্ডার—নূতন মনোভাব—সংস্কার জন্য আগ্রহ—সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন—কোলোকল—রক্ষণশীলমতাবলম্বীগণ—চিনোভ্‌নিকগণ—প্রথম নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব—সম্ভ্রমসমুত্থানসম্প্রদায়—দাসত্ব-প্রশ্ন।

আমেরিকার মত রুষীয়াতেও প্রায়ই নবপরিচিত লোকেরা পর্য্যটককে প্রশ্ন করেন যে, রুষীয়া সম্বন্ধে তাঁহার মত কি, এবং যদি পর্য্যটক ন্যূনাধিক পরিমাণে চাপিয়া রাখিয়া, স্বীয় মত ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি নিঝনি নভগরডের মহামেলা এবং ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূল দেখিয়াছেন কি না। যদি তিনি বলেন যে, দেখি নাই, তাহা হইলেই তাঁহাকে বলা হয় যে, রুষীয়ায় যে কত রকম জাতির বাস এবং কত রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, তাহা আপনি ধারণা করিতে পারেন না।

আমার রুষীয়ায় প্রথম অবস্থানকালে আমি নিঝনি * বা ক্রিমিয়া দেখি নাই বলিয়া প্রায়ই আমাকে তৎস্বীকারসূত্রে অবনত হইতে হইত, কিন্তু তৃতীয় বর্ষে পর্য্যটকস্বরূপ আমার চরিত্রের সেই কলঙ্কটা দূর করিতে সক্ষম হই। আমি সেই মেলায় গিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হই। এই মেলাসম্বন্ধে আমি যে সকল বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত নিতান্তই অতিরঞ্জিত। "প্রাচ্যের প্রত্যেক দেশের মহাজনসমাবেশ" অনাবৃত চক্ষে আদৌ দৃষ্ট হয় নাই, কতিপয় জর্জ্জীয়, পারস্যদেশীয়, এবং বোখারাবাসীকে আপনাদিগের অস্থায়ী কুটীরে উপবিষ্ট বা পাদচারে বেড়াইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা দেখিতে তেমন সুদৃশ্য নহে, এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য বলিয়াও বোধ হয় না। এখানে একটা "চীনেপটী" আছে, সেখানে চা বিক্রীত হয়, এবং সেখানকার অস্থায়ী ঘরসমূহের ছাদগুলি পাগোডার ধরণের এমত দেখাও যায়, কিন্তু তথায় আমি একটীও চীনবাসী দেখিতে পাই না। নানাপ্রকারের যে সকল পণ্যদ্রব্য নীত হয়, মস্কাউর বাজারে এবং দোকানে সেগুলি এখানকার অপেক্ষা উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটী আমি পর্য্যটকগণকে বলি যে, রুষীয়গণ—বিশেষতঃ যাঁহারা কখনও চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারা যে, এই মহামেলার

---

* নিঝনি (নিম্ন) নভগরড, ভলগার তীরে স্থাপিত, ইহা পূর্ব্বে প্রধান নভগরডের একটা উপনিবেশস্বরূপ ছিল, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বড়ই প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং ইহাকে জগতের সাতটী অত্যাশ্চর্য্য জিনিসের মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের কথায় ভুলিয়া বহুদূরবর্ত্তী এই মেলায় গমন না করেন।

কিন্তু ক্রিমিয়া দর্শনে আমি আদৌ নিরাশ হই না। ইহার দক্ষিণ উপকূলটী য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু পর্য্যটক যেরূপ পথ দিয়া, এখানে আসিবেন, তদনুসারে তাঁহার চক্ষে ইহার সৌন্দর্য্য আরও অধিক বোধ হইবে। তিনি উত্তর দিক হইতে অনাবৃত বিস্তৃত প্রকাণ্ড পতিত ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিলে, তাঁহার চক্ষে ইহার দৃশ্য অতি চমৎকার এবং মহান বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু তিনি যদি বরাবর ককেশস হইতে আইসেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ এই দৃশ্য তাঁহার চক্ষে সামান্য এবং ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইবে। পর্য্যটক যে পথ দিয়াই আসুন, তিনি প্রায়দ্বীপের পার্ব্বত্যপ্রদেশে কয়েক সপ্তাহ পরমসুখে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। আমি কিন্তু সে সময়ে ককেশসে বহুল রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া আসায় এবং সময়টীও শেষ হইয়া যাওয়ায়, অবসর সময়টী শিবাষ্টপল এবং নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানের দৃশ্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের দ্বারা প্রত্যেক ইংরাজের পরিচিত হইয়াছে, সেই সকল দৃশ্য দর্শন করি।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে আমি ক্রিমিয়ায় গমন করি, মিত্ররাজগণ যেরূপ বিধ্বস্ত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমি সে সময়েও ক্রিমিয়ার প্রায় অবিকল সেইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাই। রাজপথগুলি অবশ্যই পরিষ্কার করা হইয়াছিল, কিন্তু বাটীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তখনও ছাদশূন্য এবং স্তূপাকারে পতিত দেখি, এবং আক্রমণকারীগণ যেন সবেমাত্র চলিয়া গিয়াছে, এবং অধিবাসীরা যেন স্বস্ব আবাসে প্রত্যাগমনের সময় পায় নাই, এইরূপ ভাব দেখিতে পাই। স্থলের দিকে রেডান, মালাকফ, এবং অন্যান্য দুর্গগুলি একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি অনেক স্থলেই অস্থায়ী দুর্গ-বেষ্টনীর চিহ্ন দেখিতে পাই, এবং পতিত বিয়ার মদ্যের ভাঙ্গা বোতল এবং খাদ্য রাখিবার টিনের বাক্সগুলির দ্বারা, সৈন্যদল কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করিত, তাহাও বুঝিয়া লইতে পারি।

রুষীয়গণ স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, তাঁহারা ক্রিমিয়াতে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু শিবাষ্টপলে তাঁহারা যে মহাবীরত্বে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সেটীকে তাঁহাদিগের স্বদেশের সামরিক ইতিহাসের অতীব প্রশংসনীয় ঘটনা জ্ঞান করেন, এবং সেরূপ জ্ঞান করিবার কারণও আছে। সমরের শেষফল সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত নহেন। কতকটা ব্যঙ্গ এবং কতকটা সরলভাবে তাঁহারা বলেন যে, আক্রমণকারী সংমিলিত রাজগণের প্রতি তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার একটা কারণ পাইয়াছেন। এই হেঁয়ালীসূচক উক্তির মধ্যে অনেকটা সত্য বিরাজমান। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সূত্রে জাতীয় ইতিহাসের নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। সম্রাট নিকোলাসের কঠোর শাসনের বিরুদ্ধে ইহা সংঘাতিক আঘাত দান করিয়াছে,

শিক্ষাজ্ঞানের উদ্রেকসাধন ও নৈতিক পুনর্জীবন দান করিয়াছে এবং সেই সূত্রে বিরাট ফলসকল প্রসূত হইয়াছে।

আমি, পূর্ব্বে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের "ডিসেম্বরের ঘটনা"র যে উল্লেখ করিয়াছি, সেই ঘটনা হইতেই নিকোলাসের শাসনের মূল কঠোরতা আরম্ভ হয়। সম্রাটের শাসন-শক্তি নাশ করিবার জন্য যে বিদ্রোহাভিনয় হয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত যুবকের যে প্রাণদণ্ড এবং নির্ব্বাসনদণ্ড হয়, তাহা হইতেই উচ্চসম্ভ্রান্তশ্রেণী মহা ভীত হইয়া পড়েন, এবং সেই সময় হইতেই পুলিশের দ্বারা কঠোরভাবে শাসন কার্য্য চলিতে থাকে। নিকোলাস, স্বীয় পূর্ব্বপদাধিকারীগণের ন্যায় নৈতিকবলহীন ছিলেন না এবং কোন কার্য্যে ইতস্ততঃ করিতেন না। শ্লাভ-জাতির পরিবর্ত্তে টিউটন জাতির মধ্যে সচরাচর যেমন প্রবল, অটল, অনম্য স্বভাবের লোক দেখা যায়, তাঁহার স্বভাব সেইমত ছিল, এবং তাঁহার মনোবৃত্তি ও কল্পনা-গুলি কতিপয় দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা চালিত হইত. কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, সেই মনোবৃত্তিকে তদুপযোগী করিয়া লইতে তিনি একেবারে অসক্ষম ছিলেন। তিনি প্রথমযৌবন সময় হইতেই সামরিক রীতি-নিয়ম রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিতেন, এবং তৎকালে যে উদারমত এবং হিতবাদ, সাধারণ্যে প্রিয়রূপে প্রচলিত ছিল, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ বিরাগী ছিলেন। তাঁহার প্রবল এবং দুর্দ্দান্ত স্বভাব, "মনুষ্যের স্বত্ব", "সময়ের উচ্চাকাঙ্খা" প্রভৃতি "দার্শনিক সংক্ষিপ্ত মতবাদগুলির প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিত না; এবং "দার্শনিক উদার মতবাদ" এই অস্ফুট বড় কথাটার প্রতি তিনি বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে তিনি সৈনিক পুরুষদিগকে প্রায় বলিতেন, "আপনার সামরিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি মনোযোগ দান করুন, দর্শনশাস্ত্র লইয়া মাথা ঘুরাইবেন না। আমি দার্শনিকদিগকে দেখিতে পারি না!" তাঁহার শাসন-প্রারম্ভেই যে বিয়োগান্ত হত্যাকাণ্ড হয়, সেই সূত্রে তাঁহার পূর্ব্ববিশ্বাস এবং ধারণা আরও প্রবল এবং অভেদ্য হইয়া যায়। যে সকল লোক উদারমতবাদী ছিলেন, এবং যাঁহারা কর্ত্তব্যপালনসম্বন্ধে বেশ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাঁহা-রাই সম্রাটের গার্ড নামক সৈন্যদলের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, উপরিতন সৈনানায়ক-দিগের উপর্য্যুপরি প্রদত্ত আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিতে থাকেন এবং সম্রাটের শাসনশক্তির বিলোপসাধন জন্য সৈন্যগণের মধ্যে অরাজভক্তির উদ্রেক করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকেন! যে সম্রাট স্বভাবতঃই এবং অবস্থাসূত্রে সৈনিক অথচ স্বেচ্ছাচারী, তিনি কখনই আপনার ক্ষমতা হ্রাস হইতে দেন না। উক্ত ঘটনাটী চিরজীবনের জন্যই তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া দেয়। তিনি উদার মতবাদের দৃঢ় শত্রু এবং কেবল স্বদেশে নহে, সমগ্র য়ুরোপে একমাত্র স্বেচ্ছাচারশাসনের প্রবল রক্ষক হয়েন। তিনি য়ুরোপীয় রাজনীতির মধ্যে রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই দুটী শক্তির মধ্যে প্রবল সংগ্রাম দেখিতে পান এবং সেই দুইটীর একটীকে তিনি শান্তি এবং শেষটীকে

অরাজকতা জ্ঞান করিতেন। যাহাতে প্রজাপ্রভুত্ব একবারে দমন হয়, তজ্জন্য মহরাজগণের সহায়তা করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। বিপজ্জনক রাজনৈতিক কল্পনা এবং ভাব যাহাতে স্বরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য তিনি স্বীয় সাধ্যমত প্রত্যেক উপায় অবলম্বন করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্বরাজ্যে শিক্ষাজ্ঞানের আগমনস্রোত রহিত জন্য পাশ্চাত্যসীমায় উচিৎ ব্যবস্থা করেন। নিতান্ত অনিষ্টসাধক ব্যতীত অন্য কোন প্রকার গ্রন্থ বা সংবাদপত্র বিদেশ হইতে তিনি স্বদেশমধ্যে আমদানী করিতে দেন না। দেশের লেখকদিগের উপর তীব্রদৃষ্টি রক্ষা করা হয় এবং কোন লেখক "শুভ উদ্দেশ্যমূলক" নির্দ্দিষ্ট রেখার বাহিরে লেখনী চালনা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নীরব করিয়া দেওয়া হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস, রাজনৈতিক বিজ্ঞানের উপদেষ্টার পদ রহিত এবং সামরিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়। রুষীয়গণকে বিদেশে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না, এবং যে সকল বিদেশীয় রুষীয়ায় আগমন করেন, পুলিশ তাঁহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিতে থাকে। এই সকল এবং এতদ্বিধ অন্যপ্রকার কঠোর উপায় দ্বারা রুষীয়াকে রাষ্ট্রবিপ্লবের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার আশা করা হয়।

নিকোলাসকে স্বেচ্ছাচারশাসনের ডনকুইকসোট বলা হইত, এবং তুলনায় কোন কোন বিষয়ে চরিত্রগত বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার স্বভাব চরিত্র এবং উদ্দেশ্য সে সময়ের উপযোগী ছিল না, অর্থাৎ সমধিক অতীত কালের উপযুক্ত ছিল, কিন্তু তিনি নিজে যে কিছু কল্পনা করিতেন, তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইলেও তাঁহার বিশ্বাস ভঙ্গ হইত না, এবং লা মাঞ্চার হতভাগ্য বীরের ন্যায় তাঁহার সৎ এবং একগুঁয়ে স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইত না। তিনি চারিদিকে বিপরীত লক্ষণসকল দেখিতে পাইলেও একমাত্র স্বেচ্ছাচার শাসনের প্রত্যক্ষ অসীম শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। তিনি ভাবিতেন যে, তাঁহার শাসনশক্তি যেমন অসীম, সেইমত তাঁহার ক্ষমতার দ্বারা অলৌকিক কার্য্যসকলও হইবে। তিনি স্বভাব এবং শিক্ষার দ্বারা একজন সৈনিক ছিলেন, তিনি শাসনকার্য্যটাকে যেন সামরিক নিয়মাদি পালনের পরিবর্ত্তিত রূপান্তর মাত্র, এবং জাতিকে একটা সৈন্যদলস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, এবং তিনি যাহা ভালবোধ করিতেন, সে বিষয়ে আজ্ঞাদান করিবামাত্র সেই জাতিরূপ সৈন্য, সেই শিক্ষা-জ্ঞান-আর্থিক-উন্নতিসম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশ সাধন করিবে, তিনি এমত ভাবিতেন। সামাজিক সমস্ত অশুভকে তিনি স্বীয় আজ্ঞা অপালনের ফলরূপে জ্ঞান করিতেন, এবং সে বিষয়ে তিনি কেবল একটী মাত্র প্রতীকারের উপায় দেখিতেন, সেটী—আরও আজ্ঞাবহরূপে তাঁহার আদেশপালন। তাঁহার অবলম্বিত নীতির উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, বা চলিত বিধানের সমালোচনা করিলে, তিনি তাহা নিতান্ত অনানুগত্যপ্রকাশ জ্ঞান করিতেন এবং ভাবিতেন যে, বিজ্ঞ রাজার পক্ষে সেরূপ কার্য্য নিতান্ত অসহ্য। তিনি যে কখনও বলেন নাই, "রাজ্য কি ?—আমিইত রাজ্য !" তাহার কারণ এই যে,

তিনি সেই তথ্যটীকে এরূপ স্বতঃসিদ্ধ ভাবিতেন যে, তাহা প্রকাশ করা দরকার বোধ করিতেন না। এই জন্য তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে—এমন কি একজন নিম্নপদের রাজকর্ম্মচারীর প্রতি কেহ কোন বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলে, তিনি তাহা নিজের বিরুদ্ধে এবং তিনি যে রাজতন্ত্রপ্রণালীর প্রতিনিধি, তাহার বিরুদ্ধে সেইমত প্রয়োগ করা হইয়াছে, এমত জ্ঞান করিতেন। যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট শাসনাধীনে তাহারা অবস্থান করিতেছে, প্রজারা অবশ্যই এমত বিশ্বাস করিতে বাধ্য, এমত ভাবিতেন। সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে, তাহা রাজনৈতিক ভ্রম বলিয়া গণ্য হইত। শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অসতর্ক উক্তি বা নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক বিদ্রূপ গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য হইত, এবং সেরূপ অপরাধীকে সাম্রাজ্যের কোন দূরবর্ত্তী (মনুষ্যের বাসযোগ্য নহে) স্থানে দীর্ঘকালের জন্য নির্ব্বাসন দ্বারা দণ্ড দেওয়া হইত। তিনি উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, যেরূপ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, সেই আজ্ঞামত সেই পন্থাবলম্বন দ্বারা উন্নতি সাধন করিতে হইবে, তাঁহার এমত ধারণা ছিল। অন্য কেহ উন্নতিমূলক কোন প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজা যতই মঙ্গলেচ্ছু, উদ্যমশীল এবং আইনানুযায়ী স্বেচ্ছাচারশক্তিসম্পন্ন হউন না, প্রজাদিগের সহায়তা ব্যতীত তিনি কিছু করিতে পারেন না, নিকোলাস কখনই এমত ভাবিতেন না। তিনি যে কিছু চেষ্টা করেন, অভিজ্ঞতার দ্বারা বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতে দেখিলেও তিনি সেই শিক্ষালাভের প্রতি আদৌ মনোযোগ দিতেন না। তিনি চিরদিনের জন্যই নিজের একটা শাসননীতি দৃঢ়রূপে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ত্রিশবর্ষকাল তিনি সেই নীত্যনুসারে শাসন করেন এবং সেই নীতির অশুভানিষ্টজনক ফলের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিদান করেন না। এমন কি তাঁহার শাসনের শেষ যে সময়ে প্রবলযুক্তিসঙ্গত তথ্যগুলি প্রমাণ করিয়া দেয় যে, তাঁহার অবলম্বিত নীতি নিতান্ত ভ্রান্ত, যখন তাঁহার সৈন্যদল রণক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া যায়, তাঁহার উৎকৃষ্ট রণতরীগুলি বিধ্বস্ত হইতে থাকে, তাঁহার বন্দরগুলি বিপক্ষ দ্বারা বেষ্টিত হয়, এবং তাঁহার ধনাগার প্রায় শূন্য হইয়া পড়ে, তখনও তিনি ভ্রম স্বীকার করেন নাই। প্রকাশ যে, তিনি মৃত্যুশয্যায় বলেন, "আমার উত্তরাধিকারির যেমন ইচ্ছা সেইমত করিবেন, কিন্তু আমি এ নীতি পরিবর্ত্তন করিতে পারি না।"

আদিমকালে যে সময়ে পরিজনতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, এবং যে সময়ে রাজগণ, "মেষপালরূপ প্রজাপুঞ্জের" উপর অসীম ক্ষমতাচালকরূপে অবস্থান করিতেন, নিকোলাস যদি সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি একজন প্রশংসনীয় শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন; কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার জন্মটা মহাভ্রমাত্মক। তাঁহার অবলম্বিত শাসনপ্রণালী একেবারে ভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি বৃথাই নিয়মপ্রণালীর সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিদর্শক নিয়োগ এবং যে কয়জন অপরাধী ঘটনাক্রমে ধরা পড়ে, তাঁহাদিগের প্রতি কঠোর দণ্ডদান করেন; রাজপুরুষগণ

অবিশ্রান্ত উৎকোচগ্রহণ, এবং চুরি করিতে ক্ষান্ত হয় না এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে কু-শাসন করিতে থাকে। যদিও সাম্রাজ্যটী সে সময়ে যেন আক্রান্ত অবস্থায় পতিত হয়, কিন্তু অধিবাসীগণ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছিল, তখনও সেইমত বলিতে থাকে যে, "আমাদিগের দেশটী বৃহৎ এবং উর্ব্বর, কিন্তু এখানে শান্তি নাই।"

যে জাতি রাজনৈতিক জীবনে এবং কতক পরিমিত স্বায়ত্বশাসনে অভ্যস্ত, সে জাতির মধ্যে নিকোলাসের উক্ত শাসননীতির কতকটা প্রচলিত হইলেই প্রবল অসন্তোষ প্রবাহিত এবং রাজার প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণার উদ্রেক হইত। কিন্তু রুষীয়ায় উক্ত সময়ে সেরূপ কোন ভাবের উদয় হয় না। শিক্ষিতশ্রেণী এবং অশিক্ষিতশ্রেণী কেবল যে সকলপ্রকার রাজনৈতিক প্রশ্নে উদাসীন ছিল, এমত নহে, স্থানীয় বা সাম্রাজ্যগত সাধারণ রাজকার্য্যের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিত না, এবং সেই সকল কার্য্যসাধন জন্য যে সকল বেতনভোগী লোক নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের উপর সেই ভার দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিত। অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণীর ন্যায় সেই শিক্ষিতশ্রেণী, কেবল সম্রাটের দেহের উপর নহে, ইচ্ছার উপরও অসীম সম্মান—কেহ বলিতে পারেন, কুসংস্কারমূলক ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, এবং যতদিন না সম্রাটের কোন আজ্ঞা আপনাদিগের জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিরুদ্ধজনক হইত, ততদিন দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। জার ইচ্ছা করিতেন যে, তাঁহারা রাজনৈতিক কোন প্রশ্ন লইয়া যেন মাথা না ঘূরান, এবং সকল বিষয়ের ভার রাজপুরুষদিগের হস্তে দিয়া যেন ক্ষান্ত থাকেন। সম্রাটের এই ইচ্ছার সহিত তাঁহাদিগের ইচ্ছারও এরূপ মিল হইত যে, তাঁহারা সম্রাটের সেই ইচ্ছাসাধন করিতে অসম্মত হইতেন না। যে সকল লোক রাজকার্য্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন, সম্রাট যে সময়ে তাঁহাদিগকে উৎকোচ বা বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তাঁহার সেই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় নাই বটে, কিন্তু কেহ সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করেন না, এবং চুরি ও উৎকোচ গ্রহণ করিবার স্বত্ব আছে বলিয়া, কেহ দাবী করিতেও অগ্রসর হন না। অবাধ্যতা-সূত্রে যে, সেই আজ্ঞাপালন করা হইত না, তাহা নহে, নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্যই সেরূপ ঘটে, সুতরাং সেই উৎকোচাদি গ্রহণ নিতান্ত জঘন্য অপরাধ বলিয়া তখন গণ্য হইত না। সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউর উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যেও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং শাসনবিভাগের প্রতি উক্তপ্রকার ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইত। যাঁহারা সম্রাটের অনুগ্রহলাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন বা উচ্চপদাকাঙ্খা করিতেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সম্রাটের ইচ্ছামত "শুভান্বেষী" হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সুতরাং তাঁহারা সকলেই সেই "শুভান্বেষী" রূপে বিদিত হইবার চেষ্টা করিতেন, এবং যে সকল লোকের সমস্ত সময়টী সম্পূর্ণরূপে রাজকার্য্যালয়ে, তাসক্রীড়ায় বা দৈনন্দিন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত না, তাঁহারা কলাবিদ্যাচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকেন। এক কথায় সে সময়ে রুষীয়ার শিক্ষিতশ্রেণী, রাজনৈতিক এবং সামাজিক

প্রশ্নগুলিতে আদৌ মনোযোগ দিতেন না, রাজপক্ষের দ্বারা অবলম্বিত শাসননীতির প্রতি নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন, এবং চলিত রাজনৈতিক অবস্থায় একেবারে তুষ্ট থাকিতেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে "আকাঙ্ক্ষান্বিত লোক" দেখা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা সামান্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা উদার এবং আগ্রহান্বিত ছিলেন। কবিবর লংফেলোর কাব্যে যে একটী যুবক একটী পতাকাবক্ষে "অতিক্রমকারী" লিখিয়া, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে দারুণ চেষ্টা করিতেছে, অথচ কোথায় যাইতেছে, এবং যখন শিখরশিরে উঠিবে, তখনই বা কি করিবে, তাহা স্থির নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে নাই, তাহার সহিত ইহাঁদিগের বেশ তুলনা হইতে পারে। প্রথম প্রথম ইহাঁরা সভ্য, সুন্দর এবং স্বাধীন সমাজ, স্বাধীনতা, সুশিক্ষা, উন্নতি এবং সে সময়ে "উদার মত" বলিলে, তৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু বুঝাইত, তৎপ্রতি মৌখিক অপেক্ষা কতকটা প্রকৃত আগ্রহপ্রদর্শন করিতেন। ক্রমশঃ ফরাষীগ্রন্থসমূহের প্রাবল্যে তাঁহাদিগের কল্পনাগুলি কতকটা বিশদ হয়, এবং তখন তাঁহারা সমালোচকের চক্ষে আপনাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন। তাঁহারা সহজেই শাসনবিভাগের কঠোর অত্যাচার, বিচারালয়গুলির বিদিত নীচতা, সাধারণ অর্থের অপব্যয়, দাসদিগের শোচনীয় অবস্থা, স্বাধীন মতবাদ এবং প্রজাদিগের শুভ প্রস্তাবের নিয়মিত বিনাশসাধন এবং সর্ব্বোপরি উচ্চশ্রেণীকে উপস্থিত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে দেখেন। এই কদাকার তথ্যগুলি তাঁহাদিগের চক্ষের সমক্ষে বিরাজ করিতে থাকায়, এবং তাঁহারা নৈতিক চক্ষে প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, রাজপুরুষদিগের আশাপ্রদ গর্ব্বমূলক বাক্যগুলি কিরূপ অসার এবং ভ্রান্ত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে আপনাদিগের সেই অসন্তোষ প্রচার করিতে পারিতেন না, কারণ রাজপুরুষগণ উপস্থিত কোন বিষয়ে কোনপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দিতেন না, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের সেই মনোভাবগুলি কথাবার্ত্তায় এবং হস্তলিখিত পত্র বা গ্রন্থদ্বারা বন্ধুবান্ধবের নিকট ব্যক্ত করিতে থাকেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সাময়িকপত্রের লেখকগণের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন, যুবকসমাজের একশ্রেণীর মধ্যে উন্নতি এবং শিক্ষাসভ্যতার জন্য বিশেষ আগ্রহ উৎপাদন এবং সমুজ্জ্বল দিনের আবির্ভাবের অস্ফুট আশার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন।

এই নূতন কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনেকেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকই ইহাঁদিগকে—বিশেষতঃ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাষীরাষ্ট্রবিপ্লবের পর—রাষ্ট্রবিপ্লবকারী এবং মহদনিষ্টসাধক জ্ঞান করেন। এমতে শিক্ষিতশ্রেণী দুইদলে বিভক্ত হয়েন, একদল কিছুকাল উদারমতাবলম্বী এবং অন্যদল রক্ষণশীলমতাবলম্বী নামে অভিহিত হইতে থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের একদলকে "আকাঙ্ক্ষাযুক্ত লোক" এবং অন্যদলকে "উদাসভাবে তুষ্ট"

বলা যাইতে পারে। যদিও শেষোক্তশ্রেণী মধ্যে মধ্যে চলিত শাসনপ্রণালীর নিঃসন্দেহ কাঠিন্য অনুভব করিতেন, কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহারা আত্মতুষ্টি অনুভব করিতেন অর্থাৎ যদিও তাঁহারা স্বদেশে নিগৃহীত, কিন্তু বিদেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে বড়ই ভয় করে, এমত ভাবিতেন। আর একজন সমরনীতিকুশল বীর, তাঁহার অধীনে বহুল সুশিক্ষিত বীরসৈন্যদল অবস্থান করিতেছেন, এবং যে কোন মুহূর্ত্তেই তিনি ইচ্ছা করিলে, য়ুরোপে স্বীয় শক্তি বিস্তার করিতে পারেন, তাঁহারা এমন জ্ঞান করিতেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে সময় নেপোলিয়ন, মস্কাউর ধ্বংসস্তূপ ত্যাগ করিয়া কলঙ্কিতভাবে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, সেই প্রশংসনীয় সময় হইতে রুষীয় সৈন্যদল, অন্য সকল জাতির সৈন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এবং রুষীয় সৈন্যদল অজেয়, এই মতটী রুষীয় সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, এবং সম্রাট নিকোলাসের উক্তি পাশ্চাত্য য়ুরোপে যেরূপ সম্মানের সহিত গৃহীত হইতে থাকে, তাহাতে উক্ত মতটী বিদেশীয় বিভিন্নজাতি কর্ত্তৃক স্বীকৃত, এমতও প্রমাণিত হইয়া যায়। উক্ত কারণেই উদাসভাবে তুষ্ট উচ্চশ্রেণী, ঔদাসীন্য প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত বোধ করিতে থাকেন।

যখন পাশ্চাত্য রাজগণের সহিত রুষীয়াকে স্বীয় বাহুবল পরীক্ষা দান করিতে হইবে, এমত প্রকাশ হয়, তখন উক্ত ঔদাসীন্য আরও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সাধারণ্যে গণ্য হয়। সে সময়ে বলা হয় যে, "রুষীয়াকে য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সামরিকশক্তিযুক্তরাজ্যে পরিণত করিবার জন্যই রুষীয়ার অধিবাসীগণকে গুরুতর করভার বহন করিয়াআসিতে হইয়াছে, এবং রুষীয় প্রজাগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে, কষ্টভোগ এবং বীরভাবে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তাহার শুভফল ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। পাশ্চাত্য সকল জাতি, জানিতে পারিবে যে, তাঁহারা যে স্বাধীনতা এবং উদারনীতিমূলক অনুষ্ঠানের জন্য গর্ব্ব করিয়া থাকেন, বিপদকালে তাহার দ্বারা কোন উপকার পাইবেন না, এবং যে সকল রুষীয় উক্ত উদারনীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, জাতীয় মহত্বরক্ষার পক্ষে প্রবল এবং সকল বিষয়েই যথেচ্ছাচার-শাসনশক্তিই একমাত্র উপায়।" দেশহিতৈষিণীবৃত্তি এবং সামরিক আগ্রহ রাজ্যমধ্যে যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই নিকোলাস এবং তাঁহার শাসননীতির প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। অনেকে এই সংগ্রামকে একপ্রকার ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া গণনা করিতে থাকেন—এমন কি সম্রাটও ইহাকে "স্বদেশ এবং পবিত্র ধর্ম্মরক্ষা" বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন এবং সেই যুদ্ধের ভবিষ্য ফল নিতান্ত অতিরিক্ত আশামূলকভাবে অনুমিত হইতে থাকে। রুষীয়দিগের উচ্চাকাঙ্খামত প্রাচীন প্রাচ্য প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং নিকোলাস, ২য়া ক্যাথারাইনের মহাকল্পনামত তুর্কদিগকে য়ুরোপ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিবেন, এমত অনুমানও করা হয়। সৈন্যদল কোন্ দিনে কনষ্টাণ্টিনোপলে উপনীত হইবে, তাহা লইয়া সকলে আন্দোলন করিতে থাকেন,

এবং একজন শ্লাভফিল কবি, সম্রাটকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন কনষ্টাণ্টিনোপলে শয়ন করিয়া, পর দিন প্রাতে সমগ্র শ্লাভরাজ্যের জাররূপে গাত্রোত্থান করেন। কতকগুলি আগ্রহান্বিত ব্যক্তি আবার এমত আশা করিতে থাকেন যে, জেরুসালেমকে শীঘ্রই মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করা হইবে। তাঁহাদিগের এই উচ্চাকাঙ্খা পূরণের বাধাদান করিতে সক্ষম যে কোন শক্রর প্রতি তাঁহাদিগের কোন দৃষ্টিই প্রদত্ত হইত না। "আমরা তাহাদিগের উপর কেবল আমাদের টুপি ছুঁড়িয়া মারিব।" এই কথাই তখন সকলের মুখে শুনা যাইতে থাকে।

যাহা হউক, সে সময়ে রুষীয়ায় এমত কতকগুলি লোকও ছিলেন, যাঁহারা সম্ভাবিত সুখের পরিণামফল সম্পূর্ণ বিপরীত অনুমান এবং অন্যবিধ মত ব্যক্ত করিতে থাকেন। যাঁহারা নিশ্চয়ই রণজয়ী হইবেন ভাবেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই নিশ্চিত আশার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা বলিতে থাকেন, যে, "যে সভ্যতা, আমাদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রবল শক্তি প্রেরণ করিতেছে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার কি আয়োজন করিয়াছি? আমাদিগের দেশ বহুবিস্তৃত এবং অধিবাসীসংখ্যা অগণিত হইলেও আমরা সেই শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে অসক্ষম। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে আমরা প্রশংসনীয়রূপে জয়ী হইয়াছিলাম বলিয়া যখন উল্লেখ করি, তখন সেই যুদ্ধের সময় হইতে য়ুরোপ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, অন্যপক্ষে আমরা সেই পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থায় রহিয়াছি, ইহা আমরা স্মরণ করিতে ভুলিয়া যাই। আমরা জয়ের পথে নহে, পরাজয়ের পথে অগ্রসর হইতেছি, এবং এ সম্বন্ধে আমাদিগের একটু মাত্র এই প্রবোধ পাইতেছি যে, এই সংগ্রাম সূত্রে রুষীয়া যে শিক্ষা পাইবে, তদ্বারা ভবিষ্যতে তাহার বিশেষ উপকার দর্শিবে।" *

অবশ্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই উক্ত ভবিষ্য অশুভবাদীগণের মত সমর্থন করেন, এবং উক্ত মতবাদীগণ সাধারণে৷ পিতৃভূমির অনুপযুক্ত সন্তান এবং স্বদেশের বিশ্বাসহন্তা শত্রুরূপে গণ্য হয়েন। কিন্তু ঘটনার দ্বারা শীঘ্রই তাঁহাদিগের সেই অশুভ অনুমান প্রমাণিত হইয়া যায়। সংমিলিত রাজগণ ক্রিমিয়ার সমরে জয়লাভ করেন, এমন কি ঘৃণ্য তুর্কগণ পর্য্যন্ত ডানিউবের তীরে মহাবীরত্বে সমর করে। যুদ্ধক্ষেত্রের অসন্তোষজনক অশুভ সংবাদগুলি যাহাতে প্রচারিত না হয়, রাজপক্ষ হইতে তন্নিবারণ জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হইলেও ইহা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, রাজ্যের শাসনবিভাগ যেমন অকর্ম্মণ্য, সামরিকবিভাগও সেইমত অকর্ম্মণ্য এবং কোন কোন সৈনিক বা সেনানায়ক বীরত্বপ্রকাশ করিলেও প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের অযোগ্যতায় তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং রসদসংগ্রহবিভাগ নিতান্ত নির্লজ্জভাবে অর্থলুণ্ঠন করিয়াছে। প্রকাশ যে, সেনানায়কদিগের উদ্যম, ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক বল একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র কৃষ্ণসাগরের রণতরীসমূহের

* প্রাগোফস্কী এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

সেনানায়কগণ, যাঁহারা প্রচলিত সামরিক প্রণালীর অধীন ছিলেন না, কেবল তাঁহারাই এ ক্ষেত্রে উদ্যম, সুবিবেচনা এবং সুবুদ্ধি প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন। যতই যুদ্ধ চলিতে থাকে, ততই রুষীয়া বাস্তবিক কতদূর দুর্ব্বল, এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের উপযোগী আয়োজন-অনুষ্ঠান করিতে কতদূর অক্ষম, তাহা প্রকাশ পায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী দর্শক বলেন, "আর এক বর্ষ যুদ্ধ চলিলে, সমগ্র দক্ষিণ রুষীয়া একবারে বিধ্বস্ত হইবে।" ধনাগারে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, বহুল পরিমিত কাগজ-মুদ্রা বাহির করা হয়; কিন্তু টাকার বাজার দ্রুতগতি চড়া হইয়া উঠিবামাত্র প্রকাশ পায় যে, উক্ত উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করা শীঘ্রই অসম্ভব হইবে। দেশের সকল স্থানেই কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য নব নব সৈন্য সৃষ্ট হইতে থাকে, এবং অনেক ভূস্বামী বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া, অবৈতনিক সৈন্যদলের বেশভূষা দান করিতে থাকেন; কিন্তু অতি শীঘ্রই যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, এই সকল স্বদেশ-হিতেচ্ছামূলক চেষ্টার দ্বারা কেবলমাত্র কতকগুলি লোক ধনী হইয়া যাইতেছে, অথচ বিপক্ষপক্ষের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইতেছে না, তখন সেই আগ্রহ একবারে হ্রাস হইয়া যায়।

যে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী এত দিন রাজ্যের সকল বিভাগের কার্য্যই—সকল বিধিই অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া, উদাসভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে স্বজাতির মহাবনয়নরূপ দংশনে তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত সম-সামরিক শাসনের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল ইহাই হইল! নিকোলাসের শাসননীতি কঠোর পরীক্ষার মুখে পতিত হওয়ায়, তাহা যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইল। যে অবলম্বিত নীতি কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের সামরিক বল বৃদ্ধির জন্য অন্য সমস্ত বিষয়ের স্বার্থ নষ্ট করিয়াছে, এক্ষণে তাহা মহা ভ্রান্তি বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান জন্য যে সকল সমরকুশল লোক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের অসারতাও এই শোচনীয় পরীক্ষায় বেশ প্রমাণিত হইয়া যায়। প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল ধরিয়া, যে রাজকীয় শাসননীতি দেশের স্বতঃ উদ্রেকের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, এক্ষণে সেই নীতিই এই সামান্য উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। যে সময়ে য়ুরোপ, রাষ্ট্রবিপ্লবমূলক আন্দোলনে বিচলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে উক্ত নীতি রুষীয়ায় আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু সেই শান্তি স্বাভাবিক সবল শান্তি নহে, মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী শান্তি—সেই শান্তির তলে তলে গুপ্ত এবং দ্রুত বিস্তৃতিশীল ধ্বংসস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সুভোরফের রণক্ষেত্রে সৈন্যদল পূর্ব্বে যে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, বরোডিনোর সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্যদল, যে কঠোর দুর্দ্দমনীয় বল প্রয়োগে নেপোলিয়নের গতিরোধ করিয়াছিল, এবং যে অতি আশ্চর্য্যজনক কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা প্রধান সেনাপতিদিগের অমনোযোগিতা এবং রসদসংগ্রহবিভাগের অকর্ম্মণ্যতা চাপিয়া রাখিয়া প্রায়ই সফলতা প্রদর্শন করিয়াছিল,

এই সময়েও সৈন্যদলের সেই সমস্ত শক্তি এবং গুণই ছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার ফল জয় না হইয়া পরাজয় হয়। রাজপক্ষ নিতান্ত অনম্য ধৈর্য্যের সহিত যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, সেই প্রণালীর গুরুতর দোষই ইহার প্রধান কারণ। রাজপক্ষ ভাবেন যে, কেবলমাত্র আপন ইচ্ছা এবং উদ্যমের দ্বারা যাহা কিছু সমস্তই করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজপক্ষ কিছুই করেন নাই, বরং মহদনিষ্ট সঞ্চয়ই করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারীগণ কেবলমাত্র কলের পুত্তুলের ন্যায় কেমন করিয়া চলিতে হয়, সেইটীই বেশ বুঝিতেন; সম্রাট নিকোলাস যে, সতত সামরিক বিভাগের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিতেন, সেই উৎকর্ষতা কেবল রাজকীয় কাগজ পত্র ও বিজ্ঞাপনীতেই দৃষ্ট হইত; রসদসংগ্রহবিভাগের অকর্ম্মণ্যতা এত নিন্দনীয়, লজ্জাজনক এবং জঘন্যরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, যে সকল লোক দীর্ঘকাল যাবৎ রাজকার্য্যালয়ে উৎকোচ গ্রহণাদিতে লিপ্ত ছিল, তাহারা পর্য্যন্ত মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রজাসাধারণে যে রাজভাণ্ডারের অবস্থা সাধারণ্যে অতি সন্তোষকর জ্ঞান করিত, প্রথম সমর চেষ্টাসূত্রেই সেই ধনাগার একবারে শূন্য হইয়া যায়।

এই গভীর এবং সর্ব্বত্রব্যাপ্ত অসন্তোষ, সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না, কিন্তু লোকে হস্তলিখিত পত্রে বা প্রবন্ধে এবং কথোপকথনকালে এই অসন্তোষ বিশেষরূপেই প্রকাশ করিতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক বাটীতেই (আমি এখানে শিক্ষিত লোকের বাটীর কথা বলিতেছি) কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে সকল কথা অন্যায় অপবাদমূলক না হউক, ষড়যন্ত্রমূলক বলিয়া গণ্য হইত, সেই সকল কথা লইয়াই আলোচনা হইতে থাকে। পদ্যে এবং গদ্যে গ্লানি এবং ব্যঙ্গোক্তি- লিখিত হইয়া, তাহার শত শত অনুলিপি প্রচারিত হইতে থাকে। প্রধান সেনাপতির প্রতি বিদ্রুপ-প্রকাশক বা রাজপক্ষের গ্লানিসূচক যে কোন প্রবন্ধই তখন সাগ্রহে পঠিত এবং দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইত। উক্তপ্রকার প্রবন্ধের নিদর্শন প্রদর্শন জন্য এবং সে সময়ে সাধারণ মতবাদ কিরূপ ছিল, তাহা প্রকাশ নিমিত্ত আমি এই স্থলেই উক্তপ্রকার বহুল কবিতার মধ্যে একটীর অনুবাদ করিয়া দিতেছি। যদিও ইহা কখনও মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু ইহা বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইয়াছিল:—

"জার, আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'জগদীশ্বর আমাকে রুষীয়ার উপর স্থাপন করিয়াছেন, কারণ আমার সিংহাসনখানি তাঁহার বেদী। তোমরা সাধারণ রাজকার্য্য লইয়া কষ্ট পাইও না, কারণ আমি তোমাদের শুভচিন্তা করি এবং প্রতি ঘটিকায় তোমাদের উপর দৃষ্টি রক্ষা করি। আমার চক্ষে আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট-অশুভগুলি এবং বিদেশীয় শত্রুদিগের ষড়যন্ত্র এবং অনিষ্টসূচনা পতিত হয়। আমি কাহারও উপদেশ পরামর্শ চাহি না, কারণ জগদীশ্বর আমাকে জ্ঞানযোগে প্রত্যাদেশ করিয়া থাকেন। হে রুষীয়গণ! তোমরা যে আমার ক্রীতদাস হইয়াছ, তজ্জন্য গৌরবজ্ঞান করিতে থাক, এবং আমার ইচ্ছাকে তোমরা আইনস্বরূপ জ্ঞান করিতে থাক।"

"আমরা গভীর ভক্তির সহিত এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম এবং ইহাতে নীরবে সম্মতিও জানাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার ফল কি হইল? পর্ব্বতাকার রাজকীয় কাগজপত্রের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থটী বিস্মৃত হইয়া যায়। আইনের ধারাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় বটে, কিন্তু অমনোযোগিতা এবং অপরাধের কিছুমাত্র দণ্ড দেওয়া হয় না। রাজপুরুষগণ, উচ্চ পদ এবং উপাধিপদকপ্রাপ্তির আশায় মন্ত্রিগণ এবং বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের সমক্ষে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্লজ্জভাবে চুরি করিতে ক্ষান্ত হয়েন না ; এবং চুরি করা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, যে ব্যক্তি অধিক চুরি করিতে থাকে, সে-ই অধিক সম্মান পাইত। সৈন্যপ্রদর্শনীর স্থলে সেনানায়কদিগের যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্দ্ধারিত করা হইত ; এবং যিনি জেনেরল পদ পাইতেন, তাঁহাকেই তদ্দণ্ডে একজন যোগ্য শাসনকর্ত্তা, পারদর্শী স্থপতি বা মহাবিজ্ঞ ব্যবস্থাবিদ হইবার উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করা হইত। যে সকল লোক শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত হইত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই খাঁটী যথেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র নবাব এবং যে প্রদেশের শাসনভার তাহাদিগের হস্তে অর্পিত হইত, তাহারা সেই প্রদেশের শমনস্বরূপ হইত। প্রার্থীর যোগ্যতা কিছুমাত্র পরীক্ষা না করিয়া, অন্যান্য পদেও তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত। আস্তাবলের একটা বালক, মুদ্রাযন্ত্রের শাসক হয়! সম্রাট-দরারের একজন ভাঁড়, রণতরীবিভাগের একজন কর্ত্তা হয়!! ক্লেইনমাইকেল একজন কাউণ্ট হয়!!! এক কথায় একদল চোরের দয়ার উপর দেশটাকে অর্পণ করা হয়।

"আমরা—রুষীয়গণ এতকাল কি করিয়াছিলাম?

"আমরা—রুষীয়গণ অঘোরে ঘুমাইয়াছিলাম! কৃষকেরা আর্ত্তনাদের সহিত বার্ষিক কর দিয়া আসিয়াছে ; আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূস্বামীগণ জমিদারীর বাকি অর্দ্ধাংশ বন্ধক দিয়াছেন ; আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আমরা রাজপুরুষদিগের হস্তে গুরুভার কর দিয়া আসিয়াছি। মধ্যে মধ্যে আমরা কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া, চুপি চুপি বলিয়াছি যে, ইহা বড়ই লজ্জা—বড়ই কলঙ্কের কথা—আদালতে ন্যায়বিচার নাই, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সম্রাটের পর্য্যটন-পাথেয় ব্যয়ে, বিশ্রামালয়ে অপব্যয়িত হইতেছে, এবং সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলতা বিরাজমান ; এবং তাহার পরই আমরা স্বচ্ছন্দে হুইষ্ট ক্রীড়া করিতে বসিয়া যাই, রাসেলের প্রশংসা করিতে থাকি, ফ্রেটসোলিনীর গানের সমালোচনা করিতে থাকি, নীচপ্রকৃতি রাজপুরুষদিগের নিকট মস্তক নত করিতে থাকি, এবং আমরা যে রাজপুরুষদিগের কঠোর নিন্দা করি, সেই রাজপুরুষশ্রেণীতে উন্নত পদ পাইবার জন্য পরস্পরে কথোপকথন করিতে থাকি। যদি আমরা প্রার্থনীয় পদ না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদিগের পৈত্রিক জমিদারীতে গমন করিয়া, শস্যের কথা লইয়া আলোচনা করিতাম, আলস্যে অপরিমিত আহারে মোটা হইতাম, এবং প্রকৃত পশুর ন্যায় জীবনাতিবাহিত করিতে থাকিতাম। সেই সাধারণ উদাসীনতার মধ্যে যদি কেহ হঠাৎ উত্থিত হইয়া, আমাদিগকে রুষীয়া

এবং সত্যের জন্য অভ্যুত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে বলিত, তাহা হইলে, তিনি কিরূপ উপহাসিত হইতেন! কিন্তু রাজপুরুষগণ কেমন চতুরতার সহিত তাঁহাকে অপদস্থ করিতেন এবং যাঁহারা গত কল্য পর্য্যন্ত বন্ধু ছিলেন, তাঁহারাও কেমন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতেন! সাধারণ মতবাদের অভিশাপে তিনি দণ্ডস্বরূপ দূরবর্ত্তী সাইবিরিয়ার কোন খনিতে নিযুক্ত হইয়া, বুঝিতে পারিতেন যে, উদাসীন ক্রীত-দাসদিগের গভীর নিদ্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা কতই ঘোরতর জঘন্য পাপ। শীঘ্রই তাঁহাকে লোকে ভুলিয়া যাইত, অথবা তাঁহাকে হতভাগ্য পাগল বলিয়া স্মরণ করিত; এবং যে দুই একজন বলিত যে, 'হয়ত তাহার কথাটা ঠিক,' তাহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিত, 'সে কথায় আমাদের কোন কাজ নাই।'

"কিন্তু এই সকলের মধ্যে আমাদের প্রবোধের বিষয় একটা ছিল—আমরা একটা বিষয়ে গর্ব্ব করিতাম অর্থাৎ ভাবিতাম যে, রাজমণ্ডলীর মধ্যে রুষীয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। আমরা বলিতাম, 'বিদেশীয়গণ আমাদিগকে ভৎর্সনা করিলে, তাহাতে আমাদের কি যায় আসে? যাহারা আমাদের ভৎর্সনা করে, আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা বলবান।' এবং যে সময়ে প্রধান প্রধান সৈন্যপ্রদর্শনীক্ষেত্রে সুবেশধারী বাহিনীসকলকে স্বচ্ছ সাঙ্গীন, সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণসহ পতাকা উড়াইয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনকালে ভীষণ জয়ধ্বনিতে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিতে শুনিতাম, তখন দেশহিতৈষিতামূলক গর্ব্বে আমাদিগের হৃদয় উদ্বেলিত হইত, এবং তখন আমরা কবির কথাগুলি আবৃত্তি করিতে প্রস্তুত হইতাম:—

'আমাদের জন্মস্থান, মহাবলে বলীয়ান,
রুষীয়ার জার সে মহান।'

"তাহার পর ব্রিটিস রাজনীতিকগণ, ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রী রাজা, এবং বিশ্বাসহন্তা অষ্ট্রীয়ার সহায়তায় পাশ্চাত্য য়ুরোপকে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করে, কিন্তু আমরা সেই আগন্তুক বাত্যার প্রতি অবজ্ঞার সহিত হাস্য করিতে থাকি। আমরা তখন বলি, 'আততায়ী জাতিসকলের যাহা ইচ্ছা বলুক, আমাদিগের ভয়ের কিছুমাত্র কারণ নাই। জার নিশ্চয়ই পূর্ব্বে সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন, এবং অনেক দিন হইতেই প্রয়োজনীয় আয়োজন করিয়াছেন।' আমরা সাহসের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করি, এবং বিশ্বাসের সহিত জয় প্রতীক্ষা করিতে থাকি।

"কিন্তু হায়! আমাদিগের এত গর্ব্বের পর আমরা চমকিত হইয়া পড়ি, এবং চোর যেমন অন্ধকারে ধৃত হয়, আমরা সেইমত অজ্ঞাতসারে ধৃত হই। স্বাভাবিক নির্ব্বুদ্ধিতামূলক নিদ্রা আমাদিগের রাজদূতগণকে অন্ধ করিয়া রাখে, এবং আমাদিগের বৈদেশিক মন্ত্রী, শত্রুদিগের হস্তে আমাদিগকে বিক্রয় করে। * আমাদিগের লক্ষ লক্ষ সৈন্য কোথায় যায়? আত্মরক্ষার জন্য সুবিবেচনা পূর্ব্বক

* সেই সময়ে অনেক লোকে মনে করিয়াছিল যে, তৎকালীন বৈদেশিক মন্ত্রী কাউণ্ট নেসেল-রোড রুষীয়ার বিশ্বাসহন্তা হইয়াছিলেন। কাউণ্ট খাঁটী রুষীয় ছিলেন না।

যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার দশা কি হয়? একজন সংবাদবাহক, সৈন্যদলের অগ্রসর হইবার আজ্ঞা আনয়ন করে; অন্য জন পলায়ন করিবার আজ্ঞা আনে; এবং কোন একটা মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন হইয়া, সৈন্যদল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আমরা যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিয়া, লজ্জায় সিলিষ্ট্রীয়ার দুর্গ হইতে পলাইয়া আসি, এবং হাপসবর্গের ঈগলপক্ষীর নিকট রুষীয়ার গৌরব একবারে নত হইয়া যায়। সৈন্যদল উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই পরাজিত সমরের নায়ক রণতরীবিভাগের এডমিরাল (মেনসিকফ) স্বদেশের ভূবৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় সৈন্যদলকে ধ্বংসের মুখে পাঠাইয়া দেন।

"ও রুষীয়া! জাগ্রত হও। বিদেশীয় শত্রুদিগের দ্বারা আক্রান্ত, দাসত্বের দ্বারা বিধ্বস্ত, নির্ব্বোধ রাজপুরুষ এবং গুপ্তচরদিগের দ্বারা নির্লজ্জভাবে উৎপীড়িত হইয়াছ, এক্ষণে মূর্খতা ও ঔদাসীন্যরূপ দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠ! তোমরা তাতার খাঁদিগের স্থলাভিষিক্তগণের দ্বারা বহুকাল হইতে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছ। এক্ষণে যথেচ্ছাচারীর সিংহাসনের সম্মুখে ধীরভাবে অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হও, এবং স্বজাতির এই মহাবিপদ কেন হইল, তাঁহার নিকট হইতে তাহার কারণ জানিতে চাহ। তোমরা সাহসের সহিত তাঁহাকে বল যে, তাঁহার সিংহাসন জগদীশ্বরের বেদী নহে, এবং জগদীশ্বর আমাদিগকে ক্রীতদাসরূপে সৃষ্টি করেন নাই। ও জার! রুষীয়াই আপনার হস্তে অসীম শক্তি দিয়াছে, এবং আপনি জগতে ঈশ্বরের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু আপনি কি করিয়াছেন? আপনি অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছাচারিতায় অন্ধ হইয়া, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়াছেন এবং রুষীয়াকে ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনি কেবল সৈন্যপরিদর্শন, সৈন্যদলের নব নব বেশপরিবর্ত্তন, এবং মূর্খ হাতুড়েদিগের বিধিব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়া, আপনার জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। আপনি সুখে নিদ্রা যাইবার জন্য—প্রজাপুঞ্জের অভাব জ্ঞাত না হইবার জন্য—তাহাদিগের আর্ত্তনাদ না শুনিবার জন্য এবং সত্যের কথায় কর্ণপাত না করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ঘৃণ্য শাসকশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি সত্যকে সমাধিস্থ করিয়াছেন, সমাধির দ্বারে প্রকাণ্ড পাষাণ স্থাপনপূর্ব্বক তথায় প্রবল রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং আপনার হৃদয়ের উচ্চ গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন,—সত্যের আর পুনরাবির্ভাব নাই!—কিন্তু তৃতীয় দিবস আসিয়া দেখা দিয়াছে, এবং সেই সত্য, সমাধি হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছে।

"ও জার! জগদীশ্বর এবং ইতিহাসের বিচারালয়ের সমক্ষে দণ্ডায়মান হউন। আপনি নিষ্ঠুরভাবে সত্যকে পদে দলন করিয়াছেন, আপনি স্বাধীনতা দেন নাই, আপনি, আপনার নিজ প্রবৃত্তির দাস ছিলেন। আপনার গর্ব্ব এবং একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য রুষীয়াকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন, এবং সমগ্র জগৎকে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিয়াছেন। আপনার স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের নিকট মস্তক নত করুন, এবং ধূলায় পড়িয়া নম্রতা প্রকাশ করুন! ক্ষমাপ্রার্থনা এবং সুপরামর্শ

জিজ্ঞাসা করুন! প্রজাপুঞ্জের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করুন! মুক্তির আর অন্য উপায় নাই!"

যে অগণিত আক্রামক প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, তাহার নিদর্শনস্বরূপ উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, সেগুলি কোনপ্রকার বিশেষ রচনানৈপুণ্য বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য প্রশংসনীয় নহে। তন্মধ্যে অনেকগুলিই কেবল বড় বড় কথায় নিকৃষ্টশ্রেণীর কবিতায় লিখিত, এবং সেই জন্য সেগুলি বহুকাল হইতেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—বাস্তবিক সেগুলির কোন প্রতিলিপি এক্ষণে সংগ্রহ করা অতি কঠিন। * যাহা হউক, সেগুলির কিন্তু একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ সেই সময়ে শিক্ষিত-শ্রেণীর মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেছে। সেগুলির প্রকৃত গুরুত্ব অনুভব করিবার জন্য আমাদিগের স্মরণ করা উচিৎ যে, সেই সকল লেখক এবং পাঠকগণ ষড়যন্ত্রীদলস্বরূপ ছিলেন না, তাঁহারা সাধারণ সম্মাননীয় শুভাভিলাষী লোক ছিলেন, এবং তাঁহারা একমুহূর্ত্তের জন্যও কোনপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব-কল্পনা করিতেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সমাজই সকলপ্রকার রাজনৈতিক প্রশ্নে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিত এবং এই সময়েও সেই বড় বড় বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক ছিল না। যাঁহারা উক্ত আক্রামক প্রবন্ধটী পাঠ করিতেন ও যাঁহারা শ্রবণ করিতেন, "যথেচ্ছাচারী" সম্রাট যদি তাঁহাদিগের আহ্বানমত তাঁহাদিগের সমক্ষে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপ রহস্যজনক অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তাঁহারা তদবস্থায় তৎক্ষণাৎ আপনাদিগের স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন, এবং মান্য অপরাধীকে (সম্রাট) এই বলিয়া আশ্বাস দিতেন যে, তাঁহারা তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে অভিলাষী নহেন, তাঁহারা কেবল ক্ষণস্থায়ী দেশহিতৈষিতামূলক ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা সম্পূর্ণ রাজভক্ত প্রজা, এবং তাঁহারা বাস্তবিক তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র করিতে অভিলাষী নহেন!

তবে কি উক্ত উদ্রেক কেবলমাত্র বালকত্বপ্রকাশক? কখনই না। প্রজাসাধারণে বাস্তবিকই গুরুতররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, রাজ্যের সকল বিভাগেই গলদ উপস্থিত, এবং তাঁহারা সকলেই প্রকৃত আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট নূতন নিয়মপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হইতে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সম্মানের জন্য বলিতে হইবে যে, যাহারা প্রধান অপরাধী বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেবলমাত্র তাহাদিগকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া ও অপরাধীরূপে গণ্য করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। বরং তদ্বিপরীতে সাহসের সহিত তাহাদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিদান করেন, তাহাদিগের অতীত পাপের কথা প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করান, তৎ-

---

* যাঁহারা সেই সময়ে এই সকলের অনুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বন্ধুগণের নিকট হইতে আমি অনুলিপিগুলি প্রাপ্তিসূত্রে তাঁহাদিগের নিকট ঋণী আছি।

কালে কেন সেই বিপদ ঘটিল, তাহার প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিতে থাকেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ বিপদ না ঘটে, তাহার উপায়াবিষ্কার জন্য চেষ্টা করেন। সম্রাটের ইচ্ছার উপর যে, আবাহমানকাল সম্মান-প্রদর্শন চলিয়া আসিয়াছে, সেই ইচ্ছার উপর বলপ্রকাশ বা যথেচ্ছাচার শাসনশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবার উপযুক্তরূপে সাধারণের মনোভাব বা আকাঙ্খা প্রবলমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছিল না, কিন্তু তাহা এতদূর সবল হইয়াছিল যে, সম্রাট যদি আপন ইচ্ছায় সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহায়তা করিয়া, অনেক কাজ করিতে পারিত।

জাতির এই জাগ্রতাবস্থায় নিকোলাস জীবিত থাকিলে কি করিতেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে বলা কঠিন। বাস্তবিক তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, তিনি শাসননীতি পরির্ত্তন করিতে পারেন না, এবং আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি যে, তিনি নিজে যে সকল নীতির চিরজীবন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ব্বিত স্বভাব কখনই যেই নীত্যবলম্বন করিতে দিত না; কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ কয়দিন তিনি এরূপ নিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবলম্বিত শাসননীতির উপর তাঁহার যে, প্রাচীন বিশ্বাস ছিল, তাহা সংঘাত পাইয়াছিল এবং তিনি নিজে আজীবন স্বীয় বলে এবং অনম্য প্রকৃতিতে যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন, স্বীয় পুত্রকে সেই পন্থাবলম্বন করিতে বলিয়া যান নাই। কি হইত বা না হইত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বিফল। যে সময়ে স্বদেশ রক্ষার জন্য সমস্ত বল এবং উপায় একত্র সংগৃহীত হইতেছিল, এবং যে সময়ে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের সময় সুবিধা ছিল না, সেই সময়েই সেই লৌহস্বভাব নিকোলাস প্রাণত্যাগ করেন, এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতুতে গঠিত তাঁহার পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।

২য় আলেকজাণ্ডার, সদয়হৃদয়, নম্রপ্রকৃতি, এবং স্বজাতির সম্মানরক্ষার দৃঢ় অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার সামরিক গৌরবাকাঙ্খা ছিল না, কেবল মাত্র সৈন্যদলকে রণশিক্ষা দানদ্বারা রাজ্য চালাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং সাময়িক আকাঙ্খা-ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টিদানে অমনোযোগীও ছিলেন না। তিনি রাজ্যের নানা বিভাগের গলদগুলি—তন্মধ্যে অনেকগুলিই তাঁহার পিতার কতকটা অজ্ঞাত ছিল—তিনি পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং কেবলমাত্র কঠোর বিধিব্যবস্থার দ্বারা সেই গলদ দূর করিবার চেষ্টা কেমন বিফল হইয়া যায়, তাহাও তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। যুবরাজরূপে তিনি রাজ্য শাসনের কোন বিষয়ে বিশেষ লিপ্ত হইতেন না, সুতরাং কোন বিষয়ে তাঁহার একটা পূর্ব্বসূচিত মত বা কুসংস্কার ছিল না। যাহা হউক, তাঁহার পিতৃব্য ১ম আলেকজাণ্ডার যেমন উদারনীতিমূলক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বাচনিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাঁহার সেরূপ আগ্রহ ছিল না, বরং তদ্বিপরীতে তিনি স্বীয় পিতার ন্যায় বাক্যাড়ম্বরের প্রতি ঘৃণা করি-

তেন। সেই ঘৃণার সহিত তাঁহার অনেকটা উত্তম সহজবিবেকজ্ঞান বিজড়িত হওয়ায়, নিজের বিবেচনাশক্তির উপর সীমাবদ্ধ বিশ্বাস থাকায়, এবং আপনার উপর গুরুতর দায়িত্ব ভার অর্পিত, এমত জ্ঞান থাকায়, তিনি সে সময়ে প্রচলিত উত্তেজনার দ্বারা চালিত হয়েন না। সেই উত্তেজনার সময় যে কিছু উদার এবং সদয়মূলক প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে থাকেন, এবং প্রজা সাধারণকে স্বাধীনভাবে মতবাদ প্রকাশ এবং আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিতে অনুমতি দেন, কিন্তু তিনি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট শাসননীতিতে আবদ্ধ থাকেন না এবং যত্নের সহিত সংস্কারাগ্রহ সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা দান করিতেও ক্ষান্ত হয়েন।

যাহা হউক, সন্ধিবন্ধন সমাপ্ত হইবামাত্র নিকোলাসের কঠোর শাসননীতি পরিত্যক্ত হইবার অভ্রান্ত লক্ষণসকল প্রকাশ হইয়া পড়ে। সম্রাট, যুদ্ধসমাপ্তি বিজ্ঞাপন জন্য যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তন্মধ্যে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, রাজপক্ষ এবং প্রজাপক্ষ, উভয়পক্ষের একত্র সংমিলিত চেষ্টার দ্বারা সাধারণ শাসনকার্য্যের উন্নতি সাধন করা হইবে, এবং বিচারালয়সমূহে সুবিচার ও দয়ার আধিপত্য বিস্তার করা হইবে। সম্রাট, স্বীয় প্রজাপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া যে, মহান কার্য্য সকল সাধন করিবেনই, মন্ত্রিগণ, প্রজাদিগের হৃদয়ে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপনজন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং যে সকল রাজকীয় মন্তব্য এতকাল সংগোপনে রক্ষণীয়রূপে গণ্য ছিল, সাধারণের সমালোচনার্থ তৎসমস্ত প্রকাশ্যে প্রচার করিতে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী, স্বীয় বার্ষিক বিজ্ঞাপনীর মধ্যে সম্পূর্ণ অনুতপ্তের ন্যায় লেখনী চালনা করেন এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, তাঁহার অধীনস্থ কার্য্যালয়সমূহের কর্ম্মচারীগণের নৈতিক চরিত্র সমধিক পরিমাণে সংশোধন প্রয়োজনীয়। তিনি প্রকাশ করেন যে, সম্রাট এক্ষণে প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন যে, পুলিশের হস্ত হইতে ৯০০০ বন্দীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। শাসন বিভাগের অন্যান্য শাখাগুলিরও সেইমত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। উপরিতন কর্ম্মচারীগণ, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এবং সকলপদের রাজপুরুষগণ, প্রজাসাধারণের প্রতি এতকাল যে, উদ্ধত এবং প্রভুত্বপ্রকাশক ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহার স্থলে এই সময়ে নিতান্ত ভদ্রতামূলক ভাষা প্রয়োগ করা হইতে থাকে। ডিসেম্বরের বিদ্রোহে লিপ্তদিগের মধ্যে যাঁহারা এ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা হয়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র পাঠ করিবে, তাহার যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইত, সে প্রথা উঠিয়া যায়। বিদেশে গমন জন্য ছাড়পত্রপ্রাপ্তির যে কাঠিন্য ছিল, তাহা তিরোহিত হয় এবং মুদ্রাযন্ত্রের শাসকের কঠোরতা একেবারে কমিয়া যায়। যদিও আইনগত পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু সকলেই এ সময়ে মনে করেন যে, নিকোলাসের কঠোর শাসননীতি আর নাই।

প্রজাসাধারণে আগ্রহের সহিত যে শুভলক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল,

তাহারা এই পরিবর্ত্তন-লক্ষণ দর্শনে আপনাদিগের আশা পূর্ণ হইবেই অবিলম্বে এমত বিশ্বাস করিতে লাগিল, এবং তদ্দণ্ডেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, পূর্ব্বে যে যৎসামান্য সংস্কার করা হইত, তাহা যেমন কেবলমাত্র রাজপক্ষের দ্বারা গোপনে সাধিত হইত, এক্ষণে সেরূপে হইবে না, প্রকাশ্যরূপে রাজাপ্রজায় মিলিত হইয়া, রাজ্যের সকল বিভাগের পূর্ণসংস্কার করিবে। সে সময়ের একখানি প্রধান সংবাদপত্র বলেন, "প্রজাসাধারণের আশামত, ইচ্ছামত এবং আকাঙ্খামত যে মহান সামাজিক সংস্কার—সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হইবে, সেই আশায় হৃদয় নৃত্য করিতেছে।" আর একখানি সংবাদপত্র বলেন, "পূর্ব্বে রাজা এবং প্রজার মধ্যে যে একতা এবং একভাব বিরাজ করিত, এবং যাহা মধ্যে বর্জ্জনীয় অল্পদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রাচীন একতা এবং একভাব আবার সম্পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে। কোনপ্রকার জাতিভেদমূলক ভাব না থাকায়, সকলেই একজাতীয়, এবং সকলেই এক ভ্রাতৃসম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ, রুষীয় প্রজাদিগের মনে এই ভাব বিরাজ করায়, এবং সকলকে একজাতি ও একবর্ণরূপে রক্ষা করায়, য়ুরোপ বহু শতাব্দী চেষ্টা করিয়া, বহু রক্তপাতে যে সকল মহান সংস্কার করিয়াছে, কেবল সেইগুলি নহে, তদ্ব্যতীত জাতিগত কুসংস্কার এবং সামন্ত্যভাবধারণা থাকায়, পাশ্চাত্য জাতিগুলি আজিও যে সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে অসমর্থ রহিয়াছে, রুষীয়া শান্তির সহিত এবং বিশেষ চেষ্টা না করিয়া, সেইসকল বিষয়েও মহান সংস্কার করিতে সক্ষম হইবে।" অতীতকালকে অতি কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা হইতে থাকে, এবং জাতিকে ইতিহাসের গৌরবান্বিত নবযুগারম্ভ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। বলা হয় যে, "আমাদিগকে মহান সত্যের নামে আত্মম্ভরিতা এবং সাময়িক সামান্য স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে; এবং প্রত্যেক সরল মনুষ্যের পক্ষে যে সংগ্রাম অপেক্ষা করিতেছে, সেই সংগ্রামের জন্য আমাদিগের পুত্রগণকেও শৈশব হইতে প্রস্তুত করিতে হইবে। যে ক্রিমিয়ার সংগ্রাম আমাদিগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মন্দদিকের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিয়াছে, সেই সংগ্রামকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, এক্ষণে তাহার দ্বারা সুফল সংগ্রহ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। কেহ যেন এমত মনে না করেন যে, সম্রাট একাই অপরের সাহায্য না লইয়া, এই অভাবগুলি মোচন করিতে পারেন। রুষীয়ার ভাগ্য পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও সেইমত—যেন চড়ায় আবদ্ধ তরীর মত, কর্ণধার এবং নাবিকগণ কোনমতে সেই জাহাজকে চালাইতে অক্ষম, এবং কেবলমাত্র জাতীয় জীবনের প্রবল জোয়ারই সেই তরীকে উত্তোলিত এবং ভাসমান করিতে ক্ষমবান।" কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বানসূচক এই সকল বাক্যে হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে। আমরা যদি সাময়িক লেখকদিগের উক্তি বিশ্বাস করি, তাহা হইলে, অনেকে "সজলনয়নে" এই উপদেশ বাক্যগুলি শ্রবণ করিতে থাকেন; এবং পরে "তাঁহারা সবলে মস্তকোত্তলন করিয়া, ধর্ম্মভাবে শপথ করেন যে, তাঁহারা সম্মানের সহিত, যত্নের সহিত নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পালন করিবেন।" যে কতকগুলি লোক

পূর্ব্বে ঘটনাচক্রের অধীন এবং সাময়িক অবস্থার বশম্বদ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহারা হৃদয়ের দারুণ আবেগের সহিত আপনাদিগের পূর্ব্বাপরাধ স্বীকার করিতে লাগিলেন। একজন প্রশংসনীয় কবি বলিয়াছেন, "সানুতাপ চক্ষের জল, হৃদয়কে শান্ত করে, এবং আমাদিগকে নব নব কার্য্যসাধন জন্য আহ্বান করে।" রুষীয়াকে একটা প্রবল বিরাটকায় রাক্ষসের সহিত তুলনা করা হইতে থাকে, রাক্ষসটা যেন দীর্ঘনিদ্রার পর চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া, যেন বিশাল শরীরটা বিস্তৃত করিয়া দিল, আপনার বুদ্ধিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া, অসীমবলপ্রকাশক কার্য্যাবলীর দ্বারা স্বীয় সজীবতা প্রদর্শন জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকলেরই এমত বিশ্বাস—অন্ততঃ এরূপ ধারণা হইতে লাগিল যে, শাসনবিভাগের ক্রুটীগুলি স্বীকার করিয়া লইলে, অবশ্যই সেগুলি দূরীভূত করিতে হইবে। যখন সেণ্ট পিটার্সবর্গের এক নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চ হইতে একজন অভিনেতা উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "সমগ্র রুষীয়ার সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দাও যে, প্রত্যেক অশুভ অমঙ্গলকে সমূলে উৎপাটিত করিবার সময় উপস্থিত!" তখন সকল দর্শকই একান্ত প্রবল আগ্রহের সহিত সেই উক্তি সমর্থন করেন। সেই উত্তেজনায় যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলেন, "দারুণ সুদীর্ঘ শীতঋতুর পর মৃদুমন্দ বাসন্তী মলয়ানিল, যেমন বরফপাতসূত্রে পাষাণে পরিণত ধরণীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং প্রকৃতি যেমন মরণরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, রুষীয়ার সেইমত আনন্দের সময় উপস্থিত। পুলিস এবং মুদ্রাযন্ত্রের শাসকের বিধিগুলির দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদিগকে বাক্যের দ্বারা আদৌ মনোভাব প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না, এক্ষণে সেই বাক্যতরঙ্গিণীস্রোত যেন বরফরাশির আক্রমণ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত মহানদীর ন্যায় সমস্বরে প্রবলবেগে সরলভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।"

এই সময়ে উক্ত নবোদ্যমসূত্রে অনেক সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র সৃষ্ট হইতে থাকে এবং চলিত সাহিত্যের মূর্ত্তিও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র যে সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক প্রশ্নগুলি পাঠকসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের কোন মূলসূত্রের ব্যাখ্যার জন্য সেগুলির প্রয়োজন না হইলে, সেগুলিকে দূরে নিক্ষিপ্ত ও বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত করা হয়। এ সময়ে যাঁহারা প্রত্যক্ষ হিতসাধক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে অভিলাষী হইতেন, তাঁহারা কোন গ্রন্থের রচনাপ্রণালী বা মতের সমালোচনা, অথবা দার্শনিক মত সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতে থাকেন। সে সময়ে বলা হয়, "বিজ্ঞান, এক্ষণে দার্শনিকমতসূত্ররূপ উচ্চস্থান হইতে নামিয়া, প্রকৃত জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে।" সাময়িকপত্র সকল রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, স্বাধীনবাণিজ্য, শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা, গ্রাম্য সভাসমিতিসৃষ্টি, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, সম্ভূয়সমুত্থান সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইতে থাকে, এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মম্ভরিতা, অসীম বিলাসিতা, শাসনবিভাগের অত্যাচার, এবং রাজপুরুষদিগের স্বাভাবিক

উৎকোচগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে থাকে। শেষোক্ত বিষয়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইতে থাকে। নিকোলাসের শাসনকালে কোন রাজপুরুষের চরিত্র বা কার্য্য প্রকাশ্যরূপে সমালোচনা করিলে, তাহা অতি গুরুতর অপরাধের ন্যায় গণ্য হইত, কিন্তু এই সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণ কিরূপে সামান্য বেতন পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতেন, তদ্বিরুদ্ধে এবং শাসনবিভাগের অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিবর্ণিত ব্যঙ্গ, রহস্য, স্বগত উক্তি অসংখ্য পরিমাণে প্রচারিত হইতে থাকে। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সাময়িক কোন প্রশ্নসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিত না হইলে, সাধারণে সে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন না, এবং সেরূপে লিখিত যে কোন প্রবন্ধ বিশেষ আগ্রহের সহিতই পঠিত হইত। স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষ সমর্থন জন্য নাটক লিখিত হইবে, অথবা কোন একপ্রকার বিচিত্র প্রণালীর করের পক্ষ সমর্থন জন্য কাব্য লিখিত হইবে, এবং কোন গ্রন্থকার, গল্পচ্ছলে স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করিবেন, ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রহসন লিখিয়া তাহার উত্তর দিবেন, সে সময়ে ইহা বিচিত্র বোধ হইত না। এরূপ কার্য্যে সাহিত্য-কাব্যের নিয়োগসম্বন্ধে প্রাচীনতন্ত্রের কতকগুলি লোক আপত্তি করেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগের কথা শুনেন না, এবং কেবল সাহিত্য কাব্যের জন্যই সাহিত্যকাব্যালোচনা বা রচনা করিতে হইবে, তাঁহাদিগের এইমতটী সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের অলসতার আবিষ্কার বলিয়া ঘৃণা করা হইতে থাকে। এই সময়ের সাহিত্যসম্বন্ধে বলা হইতে থাকে যে, "সাহিত্য এক্ষণে স্বচক্ষে রুসীয়াকে দেখিতে আসিয়াছে, এবং পূর্ব্বে কবিগণ যে সকল বিচিত্র ব্যক্তিগণের বর্ণনা করিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহাদিগের প্রকৃত অস্তিত্ব আর নাই, ইহা দেখিতেছে। সাহিত্য এখন স্বীয় ফরাষী দস্তানা খুলিয়া, অসভ্য এবং কঠোরকার্য্যে দৃঢ় পরিশ্রমীদিগের সহিত করমর্দ্দন জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেছে, এবং রুষীয়ার প্রিয় গ্রাম্যজীবন দর্শনে, সাহিত্য এখন আপনার জন্মভূমিতে আসিয়াছে, এমত জ্ঞান করিতেছে! বর্ত্তমান লেখকগণ অতীতের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা উচ্চবংশীয় ধনীদিগের সাহিত্য, এবং উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত সমাজ হইতে পৃথক হইয়া, আপনাদিগের ভূতপূর্ব্ব প্রিয় পুত্তুলিকাগুলি চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন।"

উক্ত উদ্রেকের সময় যে সকল সাময়িক পত্র প্রচারিত হয়, তন্মধ্যে কলোকোল (ঘণ্টা) নামক যে খানি হারজেন কর্ত্তৃক পাক্ষিকরূপে লণ্ডনে প্রকাশিত হইত, সেই খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাবল্য বিস্তার করিয়াছিল। রাজনৈতিক পলাতকদিগের মধ্যে হারজেন একজন বিশেষ গণ্য লোক ছিলেন। হারজেন একজন শিক্ষিত সভ্য এবং অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সংস্কারকার্য্যে বিপ্লবসাধক উপায়াবলম্বন করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। রুষীয়ার অনেক প্রধান প্রধান লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ নিকট সম্বন্ধ ছিল, সুতরাং তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক গুপ্ত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিতে পারিতেন, এবং

তাঁহার বিশেষ ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক এবং পরিষ্কার, সুন্দর, উজ্জ্বল রচনাশক্তি থাকায়, তিনি সমধিকসংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়েন। মন্ত্রীসমাজের মধ্যে—এমন কি সম্রাটের গুপ্তকক্ষে কোন্ বিষয়ে কি হইত, তিনি তাহার প্রত্যেকটী জানিতে পারিতেন, এমত বোধ হইত, * এবং তিনি যে কোন অন্যায় অনাচার-সংবাদ জানিতে পারিতেন, নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবেই তাহা প্রচার করিয়া দিতেন। আমরা স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক আলোচনা করিতে অভ্যস্ত, সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধগুলি কিরূপ ব্যগ্রতার সহিত পঠিত হইত, এবং তাহার ফলই বা কিরূপ হইত, তাহা ধারণা করিতে পারি না। মুদ্রাযন্ত্রের শাসক দৃঢ়রূপে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেও হাজার হাজার সংখ্যক কলোকোল সীমাতিক্রম করিয়া রুষীয়ায় নীত হইত এবং শিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেই আগ্রহের সহিত পাঠপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন। সম্রাট নিজে নিয়মিতরূপে এক এক সংখ্যা প্রাপ্ত হইতেন, এবং উচ্চপদস্থ অনাচারী রাজপুরুষগণ নিতান্ত ভয়ে কম্পান্বিতকলেবরে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কিছু লেখা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এইরূপে হারজেন কয়েক বর্ষকাল রুষীয়ার একটা শক্তিমান লোকরূপে গণ্য ছিলেন, এবং তিনি সংস্কারাগ্রহের উদ্রেকসাধন এবং সেই আগ্রহ রক্ষার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে রক্ষণশীলমতাবলম্বীরা কোথায় ছিলেন? দুই বা তিন বর্ষ যাবৎ তাঁহারা কোন কথা বলেন না, কোন প্রতিবাদ—এমন কি নবজাত উদারমতের অতিরিক্ত প্রশংসার বিরুদ্ধেও কোন প্রতিবাদ করেন না, ইহারই বা কারণ কি? অতীত শাসনের প্রতিনিধিগণ, যাঁহারা সম্রাট নিকোলাসের শাসননীতির দৃঢ় পক্ষসমর্থক, তাঁহারাই বা কোথায় ছিলেন? যে সকল মন্ত্রী, অপরের দ্বারা নির্দ্ধারিত রাজ্যের শুভসাধক যে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কামনা একবারে বিদূরিত করিয়া দিতেন, যে সকল উগ্রমূর্ত্তি "ক্ষুদ্র নবাব" কিঞ্চিৎমাত্র অসন্তোষ বা অবাধ্যতার লক্ষণ দেখিলেই তাহা দূরীভূত করিতেন, যে সকল মুদ্রাযন্ত্র-শাসক কোনপ্রকার উদারমতবাদ প্রকাশ করিতে দিতেন না, এবং শাসনকার্য্যের চলিত বিধির বিরুদ্ধে অসন্তোষপ্রকাশকারীদিগকে যাঁহারা ভয়ঙ্কর স্বাধীনচিন্তাশীল এবং ষড়যন্ত্রী সাধারণতন্ত্রবাদী বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই "হিতৈষী" সহস্র সহস্র ভূস্বামীই বা সে সময়ে কোথায় ছিলেন? ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে

---

* ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটী বলা হয়,—এক সংখ্যক কলোকোলে সম্রাট-সভার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটী তীব্র প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, এবং উক্ত আক্রান্ত অপরাধী বা তাঁহার কোন বন্ধু, উক্ত আপত্তিজনক প্রবন্ধটী বাদ দিয়া, সম্রাটের পাঠ জন্য একখানা স্বতন্ত্র কলোকোল গোপনে ছাপাইয়া লয়েন। সম্রাট প্রথমে সেই প্রতারণা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই তিনি লণ্ডন হইতে ভদ্রভাবে লিখিত একখানি পত্র এবং যে প্রবন্ধটী উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, সেইটী প্রাপ্ত হয়েন এবং সম্রাট কিরূপে প্রতারিত হইয়াছিলেন, উক্ত পত্রে তাহাও তাঁহাকে জ্ঞাত করা হয়।

উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দশাংশের নয় অংশ পরিমিত লোক রক্ষণশীলমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের যষ্টির চালনায় তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া যাইলেন!

যে দেশ রাজনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত, সে দেশে যে সাধারণ মতবাদের এরূপ হটাৎ অবাধাপ্রাপ্ত বিপ্লব সাধিত হইতে পারে না, ইহা বলিবার দরকার নাই। কিন্তু এখানকার মূল রহস্য এই যে, রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় সকল কাহাকে বলে, বহুশতাব্দী যাবৎ রুষীয়া তাহা জানিত না। যাঁহারা রক্ষণশীল-মতাবলম্বী নামে অভিহিত হইতেন, আমরা রক্ষণশীলমতের যে অর্থ করি, তাঁহারা বাস্তবিক সেরূপ রক্ষণশীলমতাবলম্বী ছিলেন না। যদি আমরা বলি যে, তাঁহা-দিগের কতকটা প্রকৃত রক্ষণশীলমত ছিল, তাহা হইলে, অবশ্যই তৎসহ বলিব যে, সে মতটা গুপ্ত, ঔদাস্য এবং অহেতুসূচক ছিল,—সেটা জড়তা এবং আলস্যের দ্বারা প্রসূত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের রাজনৈতিক বিধির কেবল একটীমাত্র ধারা ছিল—তুমি জারকে যথাসাধ্য ভালবাসিবে, এবং তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন বাধাদান না করিতে—বিশেষতঃ জার যদি নিকোলাসের ন্যায় চরিত্রের লোক হয়েন—যত্নের সহিত সতর্ক থাকিবে। যতদিন নিকোলাস জীবিত ছিলেন, তাঁহারা ততদিন জড়ের ন্যায় তাঁহার অবলম্বিত নীতির অনুগত হইয়া থাকিতেন, (সজীব-ভাবে কোনকালেই তাঁহাদিগের আনুগত্য বা সম্মতি চাওয়া হয় নাই) কিন্তু সেই লৌহহৃদয় জারের মৃত্যুর পর তিনি যে নীতির আত্মাস্বরূপ ছিলেন, সে নীতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত হয়, সুতরাং তখন তাঁহারা আর কাহার পক্ষ সমর্থন করি-বেন? তাঁহাদিগকে এই সময়ে বলা হয় যে, তাঁহারা যে শাসনপ্রণালীকে সাম্রাজ্য-রূপ তরীর রক্ষাসাধনের বৃহৎ নঙ্গর জ্ঞান করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই শাসন-প্রণালীই জাতির বিপদসাধন করিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা সেই উক্তির কোন উত্তর দেন না, কারণ তাঁহাদিগের নিজের ভাল কিছুই বলিবার ছিল না। তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, রুষীয় সেনাদল জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈন্য, এবং তাঁহারা জানিতেন যে, আধুনিক সমরে সেই সৈন্যদল জয়ী হইতে পারে নাই, সুতরাং শাসনপ্রণালীই অবশ্য নিন্দনীয়। তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হয় যে, রুষীয়াকে অন্যান্য জাতির মধ্যে যথোপযুক্ত স্থানে পুনঃ স্থাপন জন্য বহুল বিরাট সংস্কারের প্রয়োজন, কিন্তু এ কথার তাঁহারা কোন উত্তর দেন না, কারণ তাঁহারা এরূপ প্রকার প্রশ্ন কোনকালেই আলোচনা করেন নাই। কিন্তু একটী বিষয় তাঁহারা বেশ জানিতেন—যাঁহারা বিরাট সংস্কারের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, সংবাদপত্র-সমূহ তাঁহাদিগকে অজ্ঞ, সংকীর্ণমনা, কুসংস্কারবিশিষ্ট, এবং আত্মম্ভরী বলিয়া চিহ্নিত করে, এবং যে সকল লোক রাজনৈতিক এবং অর্থবিজ্ঞানের সামান্য মূলসূত্র পর্য্যন্ত জানে না, তাহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের তুলনা করিয়া উপহাস করা হয়, এ কথাটীও তাঁহারা জানিতেন। রুষীয়ায় স্বাধীনভাবে প্রকাশিত সাধারণমতবাদ এই সময়ে

এরূপ নূতন লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে যে, সংবাদপত্রসমূহ কিছুকাল "উদারমতা-বলম্বী" স্বেচ্ছাচারশক্তি চালনা করিতে সক্ষম হয়, এবং ভূতপূর্ব্ব শাসনের "রক্ষণশীল-মতাবলম্বী" স্বেচ্ছাচারশক্তি অপেক্ষা তাহা কম ছিল না। যে সকল লোক রণক্ষেত্রে গোলাগুলির সমক্ষে সাহসের সহিত দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম, তাঁহারা পর্য্যন্ত কলোকোল পত্রে হারজেনের বিষাক্ত বাণ সহ্য করিতে ভীত হয়েন! এমত অবস্থায় যে দুই একজন লোকের রক্ষণশীলমতানুগত ধারণা ছিল, তাঁহারা তাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হয়েন।

যে সকল লোক নিকোলাসের শাসনকালে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিশেষ অংশা-ভিনয় করিয়াছিলেন, এবং সেই সূত্রে রক্ষণশীলমতসম্বন্ধে যাঁহাদিগের পরিষ্কার এবং গভীর ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, তাঁহারাই এই সময়ের প্রচলিত উদারমতমূলক আগ্রহের প্রতিবাদ করিতে বিশেষরূপে অসক্ষম হইয়া পড়েন। ভূস্বামীগণ—যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদিগের রক্ষণশীলমতের ন্যায় উক্ত রাজপুরুষ-দিগের রক্ষণশীলমতটা নিতান্ত ভগ্নপদ ছিল, কারণ নিকোলাসের শাসনকালে যে লোককে যতই উচ্চপদে স্থাপন করা হইত, সে লোকের কোনপ্রকার রাজনৈতিক ধারণা বা মত ততই কম হইয়া যাইত, কেবল উপরে যে রাজনৈতিক বিধির একটী মাত্র ধারার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা কেবল সেই একমাত্র ধারার মধ্যেই বিরাজ করিতেন। এতদ্ব্যতীত, যে শ্রেণী এই সাধারণমতবাদের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, এবং যে শাসনপ্রণালীকে জাতীয় অবনতির—অনিষ্টের প্রধান কারণ বলিয়া এ সময়ে গণ্য করা হয়, সেই প্রণালীর দ্বারাই তাঁহারা প্রত্যক্ষরূপে ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুকালের জন্য "চিনো-ভনিক" এই নামটী ভৎর্সনা এবং উপহাসের লক্ষ্যস্থল হয়, এবং যাঁহারা সেই "চিনোভনিক" নামে অভিহিত হইতেন, তাহারা বড়ই কষ্টকররূপে উপহসিত হইতে থাকেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, যদিও তাঁহারা রাজ-কার্য্যালয়ের কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা চিনোভনিক-দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত—খাঁটী চিনোভনিকের কোন দোষ তাঁহাদিগের নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা সময়ে অসময়ে সর্ব্বত্র আপনাদিগের রাজকীয় পদের গর্ব্ব করিতেন, ক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেন, এ সময়ে তাঁহারা তাঁহাদিগের জেনেরল পদ আছে, ইহা স্বীকার করিতে অর্দ্ধ লজ্জিত হয়েন, কারণ এ সময়ে উপাধির প্রতি কেহই আর সম্মান প্রদর্শন করিত না, এবং উপাধির সহিত নির্ব্বুদ্ধিতা, এবং গর্ব্বপ্রভুত্বপ্রকাশক সকল কার্য্যই বিজড়িত এমত জ্ঞান করিত। যুবক সাধারণে, উপাধিধারীদিগকে নিতান্ত অসম্মান-জনক "আড়ম্বরপ্রিয় নীরেট বোকা"র তুল্য জ্ঞান করিতে থাকেন। যে সকল উদ্যম-শীল রাজপুরুষ পূর্ব্বে নক্ষত্র এবং উপাধি লাভ করা মনুষ্য জীবনের অন্তিম আশা-পূর্ণতা জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা, পাছে কোন উদারমতাবলম্বী ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে, তজ্জন্য এই সময়ে সেই বহুকষ্টার্জ্জিত বিজয়চিহ্নগুলি সংগোপনে রক্ষা করিতে

যত্নবান হয়েন। "আপনাদিগের লাল ফিতা, আপনাদিগের চৈনেয় আদবকায়দা, এবং আপনাদিগের জীবনহীন অহেতুমূলক কলের পুত্তুলের ন্যায় আজ্ঞাপালনরূপ মূলসূত্র দ্বারা স্বদেশকে অপমানের কতদূর গভীরতলে আপনারা নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা একবার দেখুন! আপনারা সততই বলিতেন যে, কেবলমাত্র আপনারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী, এবং যাঁহারা আপনাদিগের উন্মাদজনক কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, আপনাদিগকে সতর্ক করিতেন, আপনারা তাঁহাদিগকে বিশ্বাসহন্তা উপাধি দিতেন। এখন শেষ ফল কি হইল, তাহা দেখুন। যে সকল লোককে আপনারা খনিতে নির্ব্বাসিত করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন, এখন কেবল তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী বলিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।" * এইরূপ ভৎর্সনা বাক্যগুলি সমস্বরে তাঁহাদিগের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কিন্তু এই ভৎর্সনার তাঁহারা কি উত্তর দিতে পারেন? বালকে যেমন অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনিচ্ছায় বাটীতে আগুণ লাগাইয়া দিয়া, অনুতাপী হয়, তাঁহারাও সেইমত অনুতপ্তরূপে দৃষ্ট হইতে থাকেন, এবং বলেন যে, এমন যে হইবে, তাহা জানিতাম না। তাঁহারা কোনপ্রকার সমালোচনা না করিয়াই প্রচলিত শাসনপ্রণালী ভাল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং রাজপক্ষ দ্বারা যাঁহারা "শুভেচ্ছু" নামে স্বীকৃত হয়েন, তাঁহারা সেই দলভুক্ত হইয়া যান। উদারমতাবলম্বীদিগকে বিচারালয়ে অর্পণ বিষয়ে তাঁহারা যে লিপ্ত হইতেন, তাহার কারণ এই যে, "শুভেচ্ছু" ব্যক্তিগণ বলিতেন যে, উদারমতাবলম্বীগণ "চঞ্চল" এবং সাম্রাজ্যের অনিষ্টকারী। যে সকল রাজপুরুষ আপনাদিগের ভ্রান্তি বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা নীরবে থাকেন, কিন্তু সমধিকসংখ্যকই উন্নতিশীলদলভুক্ত হইয়া যান এবং অনেকেই উদারকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা আপনাদিগের অতীত কার্য্যের কলঙ্ক মোচন করেন।

এই অতিরিক্ত সংস্কারাগ্রহের উদ্রেক সম্বন্ধে আমাদিগের ইহাও স্মরণ করা উচিত যে, কঠোর উত্তরীয় শীতে শারীরিক রক্ত ধীরগতিতে সঞ্চালিত হইলেও রুষীয় শিক্ষিতশ্রেণী নিতান্ত চঞ্চলচিত্ত। কোনপ্রকার ঐতিহাসিক মান্য কুসংস্কারশৃঙ্খলে তাঁহারা আবদ্ধ নহেন, এবং কোন একটা আড়ম্বরমূলক প্রকাণ্ড প্রস্তাবের আকর্ষণী শক্তি কিরূপ—বিশেষতঃ সেই প্রস্তাব যখন দেশহিতৈষিণাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়, তখন তাহার আকর্ষণী শক্তি কিরূপ হয়, তাহা তাঁহারা আশ্চর্য্যজনকরূপেই বুঝিয়া থাকেন। ইহার উপর আবার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

---

* সে সময়ে সাধারণে এই কথা বলিতেন যে, রুষীয়ার সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ লোকই সাইবিরীয়ায় আপনাদিগের জীবনের এক এক অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এবং সে সময়ে এরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, সেই সকল প্রশংসনীয় লোকের একখানি জীবনবৃত্ত লিখিয়া, প্রত্যেকের জীবনীর প্রথমেই লেখা হইবে যে, "১৮—খৃষ্টাব্দে—স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।" এই প্রস্তাবটী কতদূর আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পুস্তকখানি অবশ্যই প্রকাশ হয় নাই।

দেখা দেয়, এবং তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অতীত শাসনের প্রতি বিষম বিরাগ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান শাসনের প্রারম্ভে রুষীয়গণ, উগ্র শিক্ষকের কঠোরশাসনচ্যুত ছাত্রদিগের মত ছিলেন, এমত বলা যাইতে পারে, আমি কিন্তু তাঁহাদিগের অসম্মান জন্য একথা বলিতেছি না। স্বাধীনতার প্রথম মুহূর্ত্তেই অনুমিত হয় যে, আর কোন-প্রকার কঠোর শাসন বা বলপ্রয়োগ করা হইবে না। "মনুষ্যের জীবশ্রেষ্ঠপদের" প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইতে থাকিবে, এবং স্বজাতির পুনরভ্যুদয়সাধক মহান-কার্য্যে প্রত্যেক রুষীয়ই আপন ইচ্ছায় আগ্রহের সহিত নিযুক্ত হইবেন। সকলেরই সংস্কারকার্য্যের জন্য মহা তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। উচ্চশ্রেণীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সংস্কারপ্রস্তাব-তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া যান, কতক লোক নাম গোপন করিয়া, সংস্কার-প্রস্তাব পাঠায়, এবং অপর সমস্তগুলি অপরিচিত সামান্য লোকদিগের দ্বারা প্রেরিত হয়; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রস্তাব উপযুক্ত এবং কার্য্যমূলক, এবং অনেকগুলি নিতান্ত উন্মত্তপ্রলাপমত। এমন কি বৈয়াকরণিকগণও এই সাময়িক সংস্কারতরঙ্গে পড়িয়া প্রস্তাব করেন যে, রুষীয় বর্ণমালা হইতে অতিরিক্ত বর্ণগুলিকে একবারে পরিত্যাগ করা হউক!

যে অতি সমান্যসংখ্যক লোক, কিরূপ সংস্কার করা হইবে, ইহা জানিতেন, তাঁহারা সংস্কারাগ্রহের গতিরোধ না করিয়া, বরং তাহা বর্দ্ধিত করিয়া দিতে থাকেন। একটী বিষয়ে সকলেরই ঐকামত দেখা যায়, অর্থাৎ অতীত শাসনের যে কোন চিহ্নের প্রতিই সকলে ঘৃণাপ্রদর্শন করিতে থাকেন। যে সময়ে শাসনবিভাগের সকল বিষয়ের অসারতাসম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশ ত্যাগ করিয়া, প্রকৃত ব্যবস্থা করিবার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সাধারণের মতটী পরিষ্কার হইয়া দাঁড়ায় এবং বিভিন্নপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সকলেই একমতে সকল বিষয়ের গলদ দেখিতে থাকেন এবং সাধারণ্যে সকল বিষয়ের সংস্কার জন্য সচঞ্চল আগ্রহও দেখা দেয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয়, সর্ব্বাদৌ তদবলম্বনে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়। অতি আদিমকালের ন্যায় রসদাদি প্রেরণ ও সংবাদাদি আদানপ্রদানের যে প্রথা ছিল, তাহার ফল কতদূর ভয়ঙ্কর শোচনীয় হয়, উক্ত সংগ্রাম তাহা বিলক্ষণরূপেই প্রকাশ করিয়া দেয়; এই জন্যই সংবাদপত্রসমূহ এবং প্রজাসাধারণে রেলওয়ে, বিস্তৃত পথ, এবং নদীপথে বাষ্পতরী চালনা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিতে আরম্ভ করেন। যে দেশ স্বীয় প্রাকৃতিক শক্তি, উপায়, এবং বলকে কার্য্যে প্রয়োগ না করে, সে দেশ যদি কোন জাতীয় মহান কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে, শীঘ্রই যে, অবসন্ন হইয়া পড়ে, উক্ত সমর তাহা বিলক্ষণরূপে দেখাইয়া দেয়। এই জন্যই সংবাদপত্র এবং করদাতাসাধারণে দেশের প্রাকৃতিক শক্তি, বল, এবং উপায়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এবং কিরূপ উপায়া-বলম্বন করিলে, সেই প্রার্থনীয় ফললাভ করা যাইতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন। উক্ত যুদ্ধের দ্বারা ইহাও প্রকাশিত হয় যে, যে শিক্ষা-

প্রণালীর দ্বারা মানুষগুলা আরও কলের পুতুলের মত জড়ভাবে পরিচালিত হয়, সে শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা উত্তম বাহিনী সৃষ্টি হইতে পারে না; এজন্য সাধারণে এবং সংবাদপত্রসমূহ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রণালী এবং অধ্যাপন-মূলক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। ক্রিমিয়ার সংগ্রামসূত্রে ইহাও প্রকাশ পায় যে, যদি সমধিক সংখ্যক রাজপুরুষ অসৎ এবং অযোগ্য হয়, তাহা হইলে রাজার শুভ ইচ্ছাসকল সেই সূত্রে অবশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়; এই জন্যই সাধারণে এবং সংবাদপত্রসমূহ শাসনবিভাগের সমস্ত শাখার সংস্কার করা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া মতবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন।

যাহা হউক, ক্রিমিয়ার সমরে রুষীয়গণ যে শিক্ষালাভ করেন, কোনপ্রকার সামরিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র স্বীয় বিজয়ী শত্রুদলের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি সফল করিবার কামনার অধীন হইয়া, তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে সমঙ্কিত করিতে এবং সেই শিক্ষার সুভফল সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করেন, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। বরং তদ্বিপরীতে এই যে আগ্রহ উদ্রেক দৃষ্ট হয়, ইহা সম্পূর্ণ শান্তিসূচক। যদিও রুষীয়গণ সহজেই নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং যখন তাহাদিগের দেশহিতৈষিণাবৃত্তি প্রবল হয়, সে সময়ে তাহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, কিন্তু প্রত্যেক রুসীয় এবং রুষীয়জাতির দ্বেষ বা প্রতিহিংসাবৃত্তি আদৌ নাই। ক্রিমিয়ার সমর সমাপ্তির পর তাঁহারা পাশ্চাত্য জাতির বিরুদ্ধে বাস্তবিক কোনপ্রকার প্রতিহিংসা পোষণ করেন না। কেবল অষ্ট্রীয়ার উপরই তাঁহাদিগের প্রতিহিংসা দেখা দেয়, অষ্ট্রীয়াকে বিশ্বাসহন্তা ও অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করিতে থাকেন, কারণ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রুষীয়া, অষ্ট্রীয়াকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। রুষীয়গণের দেশহিতৈষিতা এই সময়ে প্রতিহিংসাদান জন্য নহে, কেবল রুষীয়াকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ করিবার কামনাতেই বর্দ্ধিত হয়। যদিও তাঁহারা এ সময়ে সামরিকবলের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন, কিন্তু সুশাসন এবং উচ্চ সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সামরিক বল সঞ্চিত হইবে, ইহা ভাবিয়াই দৃষ্টি দেন।

যে সকল বিস্তৃত সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলী উপস্থিত করা হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বাদৌ শিল্পকলকৌশল এবং বাণিজ্যগত উৎকর্ষসাধন জন্য স্বতঃসৃষ্ট সভাসকল দেখা দেয়, এবং সীমাবদ্ধ দায়িত্বযুক্ত কোম্পানি সৃষ্টিসম্বন্ধে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। দুই বর্ষের মধ্যে উক্ত প্রকার ৪৭টী কোম্পানি সৃষ্ট এবং সেগুলির সংমিলিত মূলধন মোট পঁয়ত্রিশ কোটি আশী লক্ষ রুবল মুদ্রা সংগৃহীত হয়। এই মূলধনের প্রকৃত তথ্যসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম যে সম্ভূয়সমুত্থান সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়, তদবধি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ২৬ টী সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়, এবং সেগুলির সংমিলিত মূলধন তিন কোটী কুড়ি লক্ষ রুবল মুদ্রা ছিল। এমতে বর্ত্তমান শাসনের পূর্ব্বে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যত মূলধন সঞ্চিত হয়, এই দুই বর্ষের মধ্যে (১৮৫৭—৫৮ খৃঃ) তাহার একাদশ গুণাধিক মূলধন সঞ্চিত হয়। এই কোম্পানি সৃষ্টিসূত্রে ব্যক্তিগত এবং জাতি-

গত মহান উপকার এবং লাভ হইতে থাকিবে, সে সময়ে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা প্রকাশিত হইতে থাকায়, সকলে দেশহিতৈষিতা প্রকাশ জন্য এ কার্য্যে সমধিক পরিমাণে অর্থ নিয়োগ করিতে থাকেন। সম্ভূয়সমুত্থান সম্প্রদায় সৃষ্টি দ্বারা অন্যান্য দেশে যে সকল শুভ ফল প্রসূত হইয়াছে, সাময়িক সংবাদপত্রসমূহ তাহা স্বরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করিতে এবং যে কোন বিষয়ে হঠাৎ প্রত্যয়কারী পাঠকগণ, শীঘ্রই ধনী হইবার একটা দেশহিতৈষিতামূলক উপায় পাইলেম, এমত বিশ্বাস করিতে থাকেন।

যাহা হউক, এ সকল কিন্তু গৌণ্যকার্য্যরূপে গণ্য হয়, এবং রাজপক্ষ কিরূপে মহান সংস্কার-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দেন, তাহা দেখিবার জন্য প্রজাসাধারণে উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। যে সময়ে শিক্ষিতশ্রেণী প্রথমতঃ বিরাট সংস্কার-কার্য্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন, সে সময়ে কোন্ বিষয়টীর অগ্রে সংস্কার আবশ্যক, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এত বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন ঘটে যে, কোন্‌টীতে অগ্রে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা কঠিন হয়। শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, সামাজিক, আর্থিক, আয়ব্যয়, এবং রাজনৈতিক সকল বিষয়ই সমান গুরুতর বলিয়া গণ্য হয়। যাহা হউক, ক্রমশঃ শেষ ধার্য্য হয় যে, দাসত্বপ্রশ্নটীই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। অধিবাসীগণের মধ্যে তিন অংশ পরিমিত লোক যতদিন পর্য্যন্ত ভূস্বামীগণের স্বেচ্ছাচারের অধীন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতি, পরস্পরের উপকারসাধন, শিক্ষা, স্বায়ত্বশাসন, আইনের চক্ষে সকলের প্রতি সমদৃষ্টিদান প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা নিতান্ত বিসদৃশ। রুষীয়ায় যতদিন দাসত্বপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের শেষ ফলানুসারে রুষীয়াকে সংস্কার করিবার আন্দোলন, কেবল বিদ্রূপ করা বলিয়া গণ্য হয়। যখন দুই কোটী অধিবাসী আইনের বহির্দ্দেশে বাস করিতেছে, তখন সর্ব্বত্র পক্ষপাৎশূন্য সুবিচারপ্রণালী কিরূপে প্রচলিত হইতে পারে? স্বাধীন শ্রমজীবী ব্যতীত কৃষি এবং শিল্পকলকৌশলের কিরূপে উন্নতি সাধিত হইতে পারে? যখন অর্দ্ধসংখ্যক কৃষকদিগের উপর সম্রাটের কোন প্রত্যক্ষ শাসনক্ষমতা নাই, তখন জাতীয় শিক্ষাবিস্তার জন্য সম্রাট কিরূপে উপযুক্ত সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিতে পারেন? সর্ব্বাপেক্ষা, দাসত্ব এবং ক্রীতদাসত্বপ্রথা রক্ষা করায়, জাতি যখন কলঙ্কিত, তখন জাতিসাধারণের নৈতিক উন্নতিসাধনের কিরূপে আশা করা যাইতে পারে?

শিক্ষিত সাধারণে এই বিষয়গুলি বিশেষরূপে অনুভব করিতে থাকেন, কিন্তু এ বিষয়ে সম্রাটের মত কি, ইহা জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে কেহই এই প্রশ্ন উপস্থিত করিতে সাহস করেন না। কিরূপে এই প্রশ্ন ক্রমশঃ উত্থিত হয়, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত-শ্রেণী এসম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করেন, এবং ১৯এ ফেব্রুয়ারির * বিখ্যাত আইন দ্বারা কিরূপে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়, এক্ষণে তাহা বলিব।

* রুষীয়ায় আজিও পুরাতন প্রণালীমত মাস ও তারিখ গণিত হয়, সুতরাং সেই পুরাতন প্রণালীমত ইহা ১৯এ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু আমাদিগের গণনানুসারে ইহা ৩রা মার্চ্চ বলিতে হইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

দাসগণ।

পুরাকালীন গ্রাম্য অধিবাসীগণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষকগণ—কিরূপে এই পরিবর্ত্তন হইল ?—সাধারণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা—স্থায়ী আর্থিক এবং রাজনৈতিক কারণ সমূহের ফল-স্বরূপ দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি—কৃষকদিগকে ভূমির সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কারণ—তাহার ফল—দাসদিগের অভ্যুত্থান—দাসত্বের ইতিহাসের পরি-বর্ত্তন-অধ্যায়—রুষীয়া এবং পশ্চিম য়ুরোপের দাসত্ব—দাসদিগের সংখ্যা—দাসদিগের দেয়—দাসাধ্যক্ষ ভূস্বামীগণের আইনগত ও প্রকৃত ক্ষমতা—দাসদিগের আত্মরক্ষার উপায়—পলাতকগণ—সাংসারিক দাসগণ—দাসত্বপ্রথার নৈতিক প্রাবল্য।

মুক্তিদানের কথা বলিবার পূর্ব্বে রুষীয় কৃষকগণ কিরূপে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, এবং রুষীয়ায় সেই দাসত্বপ্রথা কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা ভাল।

রুষীয়ার আদিমকালের ইতিহাসে গ্রাম্য অধিবাসীগণের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তিনটী শ্রেণী ছিল। সর্ব্বনিম্নে দাসগণ ছিল, এবং তাহাদিগের সংখ্যাও অগণিত দৃষ্ট হইত। যুদ্ধের বন্দীদিগের দ্বারা, যে সকল স্বাধীন লোক আপন ইচ্ছায় দাসরূপে আপনাকে বিক্রীত করিত, তাহাদিগের দ্বারা, যোত্রহীন অক্ষম ঋণীদিগের দ্বারা, এবং একশ্রেণীর অপরাধীদিগের দ্বারা সেই দাসসংখ্যা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই দাসদিগের অব্যবহিত উপরে স্বাধীন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমজীবীগণ ছিল, কিন্তু তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, তাহারা দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং যেখানে তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইত, সেই খানেই অস্থায়ীরূপে বাস করিত। এই দুই শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং সামাজিক তুলাদণ্ডে ইহাদিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উচ্চ কৃষক-শ্রেণী ছিল। *

প্রকৃত কৃষক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষগণের সহিত কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত স্বাধীন শ্রমজীবীগণের দুইটী বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইত ; কৃষকদিগের ভূসম্পত্তির উপর অস্থায়ী স্বত্বাধিকার ছিল, এবং তাহারা নিজে গ্রাম্যমণ্ডলীর সভ্য হইতে পারিত। গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি অতি আদিমকালের সমিতিস্বরূপ ছিল, এবং সেই

---

* বেলায়েফ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ হইতে "ক্রেষ্টিয়ানে না রুষী" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, প্রধানতঃ তদবলম্বনে আমি কৃষকদিগের এই প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিয়াছি। সেই গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এম, বেলায়েফের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায়, রুষীয়া, একজন অতীব পণ্ডিত শ্রমশীল ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষীকে হারাইয়াছে।

মণ্ডলীর মধ্যে যত পরিবার বাস করিত, সেই পরিবারবর্গের কর্ত্তাদিগকে সেই মণ্ডলীর কর্ম্মচারীরূপে নির্ব্বাচিত করিত, এবং বিচারপতি ও মধ্যস্থের কাজ করিবার জন্য রাজদরবারে আপনাদিগের প্রতিনিধি পাঠাইত। কতকগুলি মণ্ডলীর নিজের স্বত্বাধিকারভুক্ত জমি ছিল এবং অপর মণ্ডলীগুলি ভূস্বামীদিগের অধিকৃত জমিতে অথবা ধর্ম্মমঠের অধিকৃত বিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে অবস্থান করিত। মঠাধিকৃত জমিতে যাহারা বাস করিত, তাহারা মঠাধিকারীর সহিত নির্দ্ধারিত চুক্তিপত্রমত মঠাধ্যক্ষকে একটী নির্দ্দিষ্ট কর দিত, বা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ দিত অথবা তদ্বিনিময়ে শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া দিত; কিন্তু সে সূত্রে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোনরূপে নষ্ট হইত না। তাহারা চুক্তিপত্রমত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, এবং ভূস্বামীর সহিত হিসাবপত্র চুকাইয়া দিবামাত্রই আপন ইচ্ছামত অন্য যে কোন স্থানে চলিয়া গিয়া বাস করিতে পারিত।

এই আদিম সময় হইতে যদি আমরা একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতি দৃষ্টিদান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, মধ্যসময়ে এই গ্রাম্য অধিবাসীগণের অবস্থা একেবারে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ক্রীতদাস, কৃষিকার্য্যের শ্রমজীবী, এবং কৃষকদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে বিভিন্নতা ছিল, তাহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। সেই তিনশ্রেণীই একেবারে এক হইয়া সাধারণ্যে দাসশ্রেণীতে পরিণত হয়, এবং তাহারা ভূস্বামী বা সম্রাটের একটী সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। "ভূস্বামীগণ, তাঁহাদিগের অধীনস্থ কৃষকদিগকে যে কেবল একেবারে সপরিবারে বিক্রয় করিতে থাকেন, তাহা নহে, লোকে যেমন পশুদিগকে আপন ইচ্ছামত এক একটা করিয়া বিক্রয় করে, তাঁহারাও সেইমত যে কোন কৃষকপরিবারের যে কোন লোককে বিক্রয় করিতে থাকেন। জগতের কোন দেশেই এরূপ কাণ্ড দৃষ্ট হয় না। এই কাণ্ডের জন্য কৃষকপরিবার মধ্যে মহা আর্ত্তনাদ উঠিতে থাকে।" * কিন্তু সে সময়ে রাজপক্ষ এই কাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেও এতন্নিবারণ জন্য বিশেষ কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন না। বরং তদ্বিপরীতে দাসদিগের আইনসঙ্গত আত্মরক্ষার সমস্ত উপায় রহিত করিয়া দেন, এবং বিশেষরূপে আজ্ঞা দেন যে, যদি কোন দাস, স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অনুযোগপত্র অর্পণ করে, তাহা হইলে নাউট † দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে, এবং নারচিনস্ক নামক স্থানের খনিতে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইবে। (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২২ আগষ্টে রাজপক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণাপত্র। ‡)

---

* ১৭২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেলে সম্রাট যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তন্মধ্য হইতে এই কথাগুলি উদ্ধৃত হইল।

† রুষীয়দিগের দণ্ডদান জন্য একপ্রকার যন্ত্র।—অনুবাদক।

‡ উদারমতাবলম্বিনী দয়াশীলা ক্যাথারাইনের দ্বারা এই ঘোষণা প্রচার হয়! তিনি যে বেকারি কর্ত্তৃক সৃষ্ট ফৌজদারী দণ্ডবিধির সদয়ভাব প্রকাশের জন্য প্রশংসা করিতেন, তাহার সহিত কিরূপে

কিরূপে এই গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়, এবং কিরূপে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ?*

যে শিক্ষিত রুষীয়, কোনকালে রুষীয়ার দাসত্বপ্রথার মূল ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে বিশেষরূপে নিযুক্ত ছিলেন না, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তিনি সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত প্রকার উত্তর দিবেন—"রুষীয়ায় কোনকালেই ক্রীতদাসত্ব-প্রথা ছিল না (!), এবং পাশ্চাত্য য়ুরোপে যাহাকে দাসত্ব বলে, তাহাও এখানে আইনদ্বারা কোনকালে স্বীকৃত ছিল না! অতি প্রাচীনকালে গ্রাম্য অধিবাসীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এবং প্রত্যেক কৃষকই সেন্ট জর্জের দিনে অর্থাৎ কৃষি-বর্ষের শেষ দিনে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। জার বরিস গোডুনফ, এই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবার স্বত্ব রহিত করিয়া দেন, তিনি অর্দ্ধ তাতার এবং অর্দ্ধাধিক পরিমাণে অন্যায়রূপে বলপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুষীয়গণ উক্ত স্বত্ব লোপকেই দাসত্ব বলেন মাত্র। কৃষকেরা কোনকালেই ভূস্বামীদিগের বিক্রেয় সম্পত্তিস্বরূপ ছিল না, বরং তাহারা বরাবরই স্বাধীন ছিল; এবং আইনসঙ্গত কেবল এইমাত্র ব্যবস্থা ছিল যে, তাহারা ভূস্বামীর অনুমতি ব্যতীত একস্থানের বসবাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিত না। যদিই সেরূপ দাসগণ কোনকালে বিক্রীত হইত এমত সত্য হয়, তাহা হইলে কেবল ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হইত মাত্র, সেরূপ আইনসঙ্গত কোন স্বত্ব ছিল না।"

এই সরল ব্যাখ্যার মধ্যে যে একটু দেশহিতৈষিতামূলক গর্ব্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রুষীয়ায় সার্ব্বজনীনরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু বহুদূরবর্ত্তী অতীতকালের কোন একটা সর্ব্বজনবিদিত বিষয় যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, ইহাও সেইমত অনেকটা সত্যমিথ্যায় বিজড়িত। অধুনা বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভূস্বামীগণ, কৃষকদিগের উপর যে ক্ষমতা চালনা করিতেন, তাহা কেবলমাত্র সম্রাটের একটী ঘোষণাপত্র দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই, স্থায়ী আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাসূত্রে ক্রমশঃ তাঁহারা সেই স্বত্ব সঞ্চয় করেন, এবং এ বিষয়ে বোরিস গোডুনফ একা দোষী নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জারগণও এসম্বন্ধে নিন্দার পাত্র। *

যদিই অতি পুরাকালে রুষীয়ার কৃষকগণ আপন ইচ্ছা অনুসারে যে কোন স্থানে

এই বিধির সামঞ্জস্য করেন, তাহা তিনি ব্যক্ত করেন না এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের সভ্যতার বিশেষ উন্নতিসম্বন্ধে যে সুরঞ্জিত বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেও ভুলিয়া যান।

* পোবেদনোসনেফ কর্ত্তৃক লিখিত রুস্কি ভিয়েস্নিক, (১৮৫৮,১১ সংখ্যা) এবং তৎকৃত ইষ্টোরিচেস্কিয়া আইজস্লেডোভানিয়া, ই ষ্টাটাই (সেণ্ট পিটার্সবর্গ, ১৮৭৬) এবং পগোডিন কৃত রুষকাইয়া বেসেদা, ১৮৫৮ পৃ, ৪ সংখ্যা দেখুন।

চলিয়া গিয়া বাস করিতে পারিত, কিন্তু তাহার অনতিকাল পরেই—বোরিস গোডুনকের অনেক পূর্ব্বে—রাজগণ, ভূস্বামীগণ, এবং গ্রাম্যমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে সেরূপে যথেচ্ছ অন্যত্র গমন রহিত হয়, এরূপ মতসৃষ্টি হইতে থাকে। শ্রমজীবী ব্যতীত জমি বিফল হইয়া যায়, যদি আমরা ইহা স্মরণ করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে, কেন উক্ত মতের আবির্ভাব হইতে থাকে, বিশেষতঃ এই সময়ে রুষীয়ার কর্ষণভূমি যত ছিল, এবং সহজে যত ভূমি কর্ষণীয় করা যাইতে পারিত, তাহার সহিত তুলনায় অধিবাসীসংখ্যা অতি সামান্য ছিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ প্রজাসংখ্যা যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী ছিলেন, কারণ যাঁহার প্রজাসংখ্যা যত অধিক হইত, নির্দ্দিষ্ট আয়ও তত অধিক হইতে পারিত। অন্যপক্ষে ভূস্বামীগণ আপনাদিগের জমীদারীর মধ্যে যতদূর সম্ভব অধিক কৃষক রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কারণ সেই কৃষকদিগের দ্বারা তিনি নিজের ব্যবহার জন্য নির্দ্দিষ্ট জমিতে চাষ করাইয়া লইতেন, এবং অপর যে জমিতে কৃষকেরা চাষ করিত, তাহার জন্য একটা বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর বা উৎপন্ন দ্রব্য লইতেন অথবা শ্রমসাধ্য কাজ করাইয়া লইতেন। অপর পক্ষে যে সকল গ্রাম্যমণ্ডলীর নিজের অধিকৃত জমি ছিল, সেই সকল মণ্ডলী আপনাদিগের অধিকৃত সমস্ত জমিতে চাষ করাইবার জন্য মণ্ডলীর মধ্যে সমধিক কৃষককে বাস করাইতে চেষ্টিত ছিল, কারণ প্রত্যেক গ্রাম্যমণ্ডলী, রাজাকে একটা বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর বা উৎপন্ন দ্রব্য দান করিতে বাধ্য ছিল, সুতরাং মণ্ডলীর মধ্যে যতই শ্রমশীল সক্ষম লোক থাকিত, ততই প্রত্যেকের দেয় কর কম হইতে পারিত। অর্থনীতির উক্তিমত বলিতে হইলে রাজগণ, ভূস্বামীগণ এবং স্বাধীন গ্রাম্যমণ্ডলীসমূহ সকলেই শ্রমজীবীর বাজারের ক্রেতা ছিলেন; কিন্তু যত শ্রমজীবীর দরকার, তদপেক্ষা কম শ্রমজীবী পাওয়া যাইত বলিয়া, স্বভাবতঃই গুরুতর প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। এখনকার দিনে যদি কোন একটা নূতন উপনিবেশের বা জগতের কোন একটা দূর প্রান্তের কোন ভূস্বামীশ্রেণীর এইপ্রকার শ্রমজীবীর দরকার হয়, তাহা হইলে নিয়মিতরূপে উপনিবেশী আনয়ন জন্য ব্যবস্থা করেন, এবং স্থলবিশেষে অন্যায় বেআইনি বলপ্রয়োগ অর্থাৎ শ্রমজীবী হরণ করিয়া আনিয়া, উদ্দেশ্যসাধন করেন। কিন্তু প্রাচীন রুষীয়ায় নিয়মিত ব্যবস্থানুযায়ী উপনিবেশী আনয়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল, সুতরাং সেই জন্যই বেআইনী কার্য্য ও বলপ্রয়োগ করা একটা চলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যাহারা কেবল পরস্পরকে আক্রমণ ও যুদ্ধ করিত, কেবলমাত্র যুদ্ধের পর বন্দী ধরিয়া আনাই তাহাদিগের সেই যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কারণ সেই বন্দীদিগকে আনিয়া, তাহাদিগকে দাসশ্রেণীভুক্ত করা হইত। কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল বন্দী খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ছিল না, কেবল তাহারাই বিজয়ী দ্রব্যরূপে আইনের দ্বারা গ্রাহ্য হইত, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে, রুষীয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একমাত্র মস্কাউর জারের অধীন হইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে গোঁড়া রুষীয় ও অদীক্ষিত বিদেশীয়দিগের মধ্যে কিছুমাত্র

বাছাবাছি করা হইত না। * স্বাধীন কৃষকদিগকে হস্তগত করিবার জন্যও কখন কখন এইমত উপায় অবলম্বন করা হইত; প্রবলবলশালী ভূস্বামীগণ, কৃষকহরণ জন্য দলবল লইয়া বহির্গত হইতেন, এবং দুর্ব্বল প্রতিবাসী ভূস্বামীগণের জমীদারীর মধ্যে যে সকল কৃষক বাস করিত, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিতেন।

উপরোক্ত অবস্থায় যাহাদিগের অধীনে অধিক কৃষক থাকিত, তাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিত। সমস্ত না হউক, অনেকগুলি স্বাধীন মণ্ডলীই এরূপ সহজ বিধি অবলম্বন করে যে, কোন কৃষক, অন্যত্র চলিয়া যাইতে চাহিলে, তাহার বিনিময়ে তাহার স্থলে আর একজন কৃষককে দিয়া যাইতে হইবে, তাহা দিতে না পারিলে, সে যাইতে পারিবে না। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ভূস্বামীগণ এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি অবলম্বন করিতেন না, কিন্তু যে সকল কৃষক তাঁহাদিগের জমীদারীর মধ্যে নিয়মিতরূপে বাস করিত, তাহারা যাহাতে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। উক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য কতকগুলি ভূস্বামী কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ করিতেন এবং অপর কতকগুলি আইনের আশ্রয় লইয়া বাধা দিতেন। যে সকল কৃষক কোন ভূস্বামীর নিকট হইতে কৃষিকার্য্যের জন্য জমি লইত, তাহারা প্রায়ই কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্র, পশু, এবং অবিলম্বে কৃষিকার্য্যারম্ভ জন্য কোন মূল ধন, এবং আগামী ধান্যকর্ত্তন সময় পর্য্যন্ত আত্মপালন বা পরিবারপালন জন্য কোন অর্থ সঙ্গে করিয়া আনিত না। এই জন্য তাহারা ভূস্বামীর নিকট হইতে ঋণ লইত, এবং সেই ঋণগ্রহণ সূত্রেই সে যাহাতে আপন ইচ্ছামত অন্যত্র উঠিয়া যাইতে না পারে, তাহার উপায় সংগৃহীত হইত। আর আনুষঙ্গিক বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। ঘন ঘন অজন্মা, মড়ক, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, সামরিক আক্রমণ প্রভৃতির ন্যায় বিপদপাতের দ্বারা সঙ্গতিপন্ন কৃষকগণও প্রায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। মুঝিকগণ এখন যেমন কিরূপে পরিশোধ করিবে, তাহা স্থির না করিয়া, ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তখনকার মুঝিকেরাও এইমত করিত। ঋণসংক্রান্ত আইনও তখন অতীব ভয়ঙ্কর ছিল, এবং দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোনপ্রকার বিচারব্যবস্থাও ছিল না। এই সকল বিষয় যদি আমরা স্মরণ করি, তাহা হইলে আইনদ্বারা দাসত্বপ্রথা স্বীকৃত হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে, সমধিক সংখ্যক কৃষক রীতিমত দাসের ন্যায় ছিল, ইহা জানিতে পারিলে, কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইব না।

রুষীয়া যত দিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যগুলি স্বতন্ত্র কল্পিত সীমাবদ্ধরূপে গণ্য ছিল, এবং প্রত্যেক ভূস্বামী যতদিন পর্য্যন্ত স্বস্ব জমীদারির মধ্যে স্বাধীন রাজার ন্যায় অবস্থান করিতেন, ততদিন

---

* এসম্বন্ধে চিচেরিণ-লিখিত "অপিটি পো ইষ্টোরি রুস্কাগো প্রাভা," মস্কাউ, ১৮৫৮ খ্রীঃ, ১৬২ পৃষ্ঠা এবং লখভিস্কী-কৃত "ও প্লেনিখ পো ড্রেভনেমু রুস্কোমু প্রাভু" মস্কাউ, ১৮৫৫ খ্রীঃ, দেখুন।

পর্য্যন্ত কৃষকেরা একস্থান হইতে অন্যত্র পলায়ন করিয়া, অত্যাচার-উৎপীড়নের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। যে প্রতিবাসী জমীদার, তাহাদিগকে তাহাদিগের জমীদারের দাবী হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহারা তাঁহারই জমীদারিতে পলাইয়া যাইত অথবা নিকটবর্ত্তী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইত, কারণ সেখানে তাহারা আরও নিরাপদে থাকিতে পারিত। যখন রুষীয়ার সমগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য লোপ করিয়া, সমগ্র প্রদেশ একমাত্র মস্কাউর জারের অধিকারভুক্ত হয়, তখন এই উপায় একবারে রহিত হইয়া যায়। কৃষকগণ যাহাতে একস্থান হইতে অন্যত্র উঠিয়া না যায়, জারদিগের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা করিবার এক নূতন কারণ উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা উক্ত অন্যত্র গমন নিবারণের নূতন উপায়ও অবলম্বন করেন। প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ, অপনাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ভূমি প্রদান করিতেন, এবং কর্ম্মচারিরা নিজে যেমন ভাল বুঝিতেন, তাঁহারা ভূমি লইয়া সেইমত ব্যবস্থা করিতেন; কিন্তু জারগণ তদ্বিপরীতে অপনাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে কতক পরিমিত জমিতে কেবল অস্থায়ী স্বত্বাধিকার দিতেন, এবং সেই ভূমির বিনিময়ে সেই জমিপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কার্য্য এবং দায়িত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। এই পরিবর্ত্তনের জন্যই কৃষকদিগকে ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নূতন কারণ উপস্থিত হয়। জমির পরিমাণ অনুসারে কোন জমির প্রকৃত মূল্য ধরা হইত না, জমিতে যত কৃষক বাস করিত, সেই পরিমাণানুসারে মূল্য হইত। সেই জন্যই এক জমি হইতে অন্য জমিতে কৃষকেরা উঠিয়া যাইলে, জার যে ব্যবস্থা করিয়া দেন, সে ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে করুন, জার, একজন বয়ারকে বা তদপেক্ষা নিম্নপদস্থ কোন রাজকর্ম্মচারীকে এমন একখণ্ড জমি দেন যে, সে জমিতে দশটী কৃষক-পরিবার বাস করিত, কিন্তু পরে সেই দশটী পরিবারের মধ্যে পাঁচটী পরিবার, প্রতিবাসী ভূস্বামীদিগের জমীদারিতে উঠিয়া যায়। এমত অবস্থায় উক্ত কর্ম্মচারী (ভূমি-পরিমাণ পূর্ব্বমত থাকিলেও) ন্যায়সঙ্গতরূপেই এই বলিয়া অনুযোগ করিতে পারেন যে, তাঁহার জমিদারীর অর্দ্ধেক ক্ষতি হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তিনি তাহা পূরণ করিতে অক্ষম। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা প্রায়ই এরূপ অনুযোগ করিতেন না, কারণ কৃষকদিগকে স্বীয় জমীদারীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগের ছিল, * কিন্তু

* এই সময়ের কাগজপত্রে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ প্রথমে কৃষকদিগকে ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রতিবাদী ছিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে ক্ষুদ্র রুষীয়াতেও আমরা এইমত লক্ষণ দেখিতে পাই। ২য়া ক্যাথারাইন কর্ত্তৃক দাসত্বপ্রথা আইনসঙ্গত করিবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত রুমিয়ানসেফ, রাজুমোফ্স্কী, বেজবরোডকো; প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভূস্বামীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের জমীদারী হইতে কৃষকদিগকে আকৃষ্ট করিয়া আনিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ সংখ্যক রুষকাইয়া বেসেদার ১৫৪ পৃষ্ঠায় পগোডিন এসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করুন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিস্বামীগণের পক্ষে অনুযোগ করিবার উপযুক্ত কারণ থাকায়, জার, তাঁহাদিগের সেই অনুযোগ দূর করিতে বাধ্য ছিলেন। বাস্তবিক মস্কাউর জার-গণের শাসননীতির মূল অংশস্বরূপ সামন্ত্যশাসনপ্রণালীর স্বাভাবিক ফলরূপেই কৃষকদিগকে জমিদারীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন হয়। জার, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীকে আপনার অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বেতন-স্বরূপ নগদ অর্থ প্রদান করিতে ক্ষমবান হয়েন না। সেই নিমিত্ত তিনি তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ জন্য অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বাধ্য হয়েন। তাঁহা-দিগকে কতক পরিমিত শ্রমজীবীসহ জমিদান দ্বারা—অন্য কথায় দাসত্বপ্রথা প্রচলন দ্বারা জার সেই বিভ্রাট হইতে উদ্ধারলাভ করেন।

উপরোক্ত কারণেই স্বাধীন গ্রাম্যমণ্ডলীগুলির জন্যও তিনি উক্তমত ব্যবস্থা করেন। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মত গ্রাম্যমণ্ডলীগুলিও সম্রাটের নিকট কতিপয় দায়িত্ববন্ধনে আবদ্ধ থাকিত, সুতরাং কৃষকেরা এক মণ্ডলী হইতে অন্য মণ্ডলীতে উঠিয়া যাইলে, সেই দায়িত্বপালনের ব্যাঘাত হইত। সেই গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি জারের একপ্রকার সম্পত্তিস্বরূপই ছিল, সুতরাং জার, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর জন্য যে ব্যবস্থা করেন, আপনার জন্যও সেইমত ব্যবস্থা করিয়া লয়েন।

যে নূতন কারণে কৃষকদিগকে জমীদারির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আবশ্যক ঘটে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকেরা যাহাতে একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে না পারে, এমত উপায়ও অবলম্বিত হয়। পূর্ব্বে কৃষকেরা সহজেই এক ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে অন্য ক্ষুদ্র রাজ্যে পলাইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এ সময়ে রুষীয়ার সমগ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একত্র মিলিত ও এক রাজার অধীন হওয়ায়, একস্থান হইতেই শাসনকার্য্য সমাধা করি-বার সূত্রপাত হয়। যে সকল কৃষক একস্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, এবং যে সকল জমীদার সেই সকল পলায়িতদিগকে আশ্রয় দিতেন, তাহাদিগের বিরুদ্ধে অতীব কঠোর আইন জারি করা হয়। যাহারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিত, তাহাদিগকে মনুষ্যের অবাসোপযোগী উত্তরীয় গভীর জঙ্গলের মধ্যে অথবা আসিয়ার বিস্তৃত পতিত ভূমিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।* কেহই কুত্রাপি মস্কাউর জারের কঠোর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইতে পারিত না।

---

* উপরে আমরা রুষীয়ার দাসত্বপ্রথার উৎপত্তির যে বিবরণ প্রকাশ করিলাম, তাহা আমরা এতৎসম্বন্ধীয় যে সকল কাগজপত্র ও প্রমাণ পাইয়াছি, তৎসমস্ত বিশেষ পরীক্ষা করিয়াই লিখিত হইল, কিন্তু অনেকগুলি কাগজপত্র যে অনুমান দ্বারা লিখিত, প্রত্যক্ষ প্রমাণে লিখিত নহে, আমি এ কথা গোপন করিতে চাহি না। এই সমগ্র প্রশ্নটী বড়ই গোলোযোগপূর্ণ, এবং যতদিন না স্থানীয় প্রাচীন ভূমি রেজেষ্টরির পুস্তকগুলি প্রকাশ হইতেছে, ততদিন এ প্রশ্নটী সন্তোষপ্রদরূপে মীমাংসিত হইবে না। ইম্পিরিয়াল আর্কিওগ্রাফিকাল কমিশন যে সকল প্রাচীন কাগজপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত রেজেষ্টরি পুস্তকগুলি তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

কৃষকদিগকে এইরূপে একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পরোক্ষ ফল কিন্তু অবিলম্বেই প্রকাশ হইয়া পড়ে না। দাসেরা কেবলমাত্র একস্থান হইতে অন্য স্থানে উঠিয়া যাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদিগের সমগ্র দেওয়ানী স্বত্বই পূর্ব্বমত থাকে। তাহারা এ সময়েও আদালতে স্বাধীন মনুষ্যের ন্যায় উপস্থিত হইতে, স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে, সকলপ্রকার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে, এবং কৃষিকার্য্যের জন্য জমি জমা লইতে পারিত। * বাস্তবিক তাহাদিগের অন্যত্র যাতায়াত সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার যে বাধাদান করা হয়, প্রথমটা যেমন অনুমিত হয়, তাহা ততটা কঠোর বোধ হইত না, কারণ কৃষকগণ কোনকালেই সমধিক পরিমাণে একস্থান হইতে অন্যত্র বসবাস উঠাইয়া লইয়া যাইত না, এবং ভূস্বামীগণ প্রচলিত রীতিনীতির জন্যই কিছুকাল চলিত চুক্তির কোন একটা বিশেষ পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন না।

যাহা হউক যতই সময় অতীত হইতে থাকে, উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে আইনগত সম্বন্ধ ততই উজ্জ্বলরূপে দৃশ্যমান হইয়া পড়ে। রাজপক্ষ, কৃষকদিগকে উক্তপ্রকারে জমিতে আবদ্ধ করিয়া, কেবলমাত্র আর্থিক উদ্দেশ্য সাধনের দিকে এতদূর দৃষ্টি দিতে থাকেন যে, এই নীত্যবলম্বনসূত্রে যে সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন না অথবা ইচ্ছা পূর্ব্বক দৃষ্টিদানে ক্ষান্ত হয়েন। পূর্ব্বে জমীদার এবং প্রজার মধ্যে যে স্বেচ্ছা-চুক্তি ছিল, এক্ষণে তাহা রহিত করিয়া, চিরস্থায়ী চুক্তি অর্থাৎ কৃষকপক্ষ কোনকালেই চুক্তিভঙ্গ করিতে পারিবে না, এরূপ ধার্য্য করিবামাত্র শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, আইন দ্বারা চুক্তিবন্ধনে আবদ্ধ দুই শ্রেণীই রাজপক্ষের বিশেষ আশ্রয় এবং আইনের সহায়তা না পাইলে, দুর্ব্বলপক্ষ অবশ্যই প্রবলপক্ষের ক্ষমতাধীনে একেবারে পতিত হইবে। কিন্তু রাজপক্ষ সেই অবশ্যম্ভাবী ফলের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন না। ভূস্বামীদিগের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা দূরে থাক, এমন কি এই উভয়শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ এবং কিরূপ দায়িত্ব থাকা কর্ত্তব্য, তাহা আইন দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াও দেন না। রাজপক্ষের এই ভ্রান্তি দর্শনে সুবিধা পাইয়াই ভূস্বামীগণ আপনাদিগের যেমন ইচ্ছা, কৃষকদিগের উপর শীঘ্রই সেইমত দায়িত্ব অর্পণ করিতে থাকেন; কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করিয়া লইবার জন্য কোনরূপ আইনসঙ্গত উপায় না থাকায়, তাঁহারা পূর্ব্বে ক্রীতদাসদিগের উপর যেরূপ ব্যবহার করিতেন, কৃষকদিগের উপরেও এই সময়ে সেইমত শারীরিক দণ্ড এবং অর্থদণ্ড দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া, আপনাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লইতে থাকেন। ইহার উপর তাঁহারা আরও একপদ অগ্রসর হইলেন, অর্থাৎ কৃষকেরা তাঁহাদিগের যে জমিতে বাস করিতে থাকে, সে জমির কোন অংশ সেই কৃষককে না দিয়া, অপরের

---

* বেলায়েফ, ২০০ পৃষ্ঠা।

নিকট সেই কৃষক দাসকে বিক্রয় করিতে থাকেন। আইনদ্বারা কখনও এরূপ ধার্য্য হয় নাই যে, কৃষকেরা জমীদারদিগের বিক্রেয় সম্পত্তিস্বরূপ, সুতরাং প্রথম প্রথম জমীদারেরা বলপূর্ব্বক এই বেআইনী কাজ করিতে থাকেন; কিন্তু শেষ রাজপক্ষ এই দাসবিক্রয়কার্য্যে পূর্ণ সম্মতিদান করেন এবং ক্রীতদাস বিক্রয়ের উপর গবর্ণমেণ্ট যেমন শুল্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, এই দাসকৃষকবিক্রয়ের উপরও সেইমত শুল্ক স্থাপন করেন। অবশেষে রাজকীয় অনেকগুলি আদেশপত্র দ্বারা সেই কৃষক-দাসবিক্রয়-প্রথায় রাজসম্মতি প্রদত্ত হয়। *

গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি এ সময়েও ছিল, এবং আইনদ্বারা ইহার কোন ক্ষমতাও লোপ করা হয় না বটে, কিন্তু মণ্ডলীর কৃষকদিগকে রক্ষা করিতে এই সমিতি এই সময়ে একেবারে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে। যে সকল কৃষক জমীদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে সাহস করিত, জমীদার সেই কৃষককে বিক্রয় দ্বারা অথবা তাহাকে সাংসারিক দাসে পরিণত করিয়া, সহজেই সেই আপত্তি-প্রতিবাদ রহিত করিয়া দিতে থাকেন।

এমতে কৃষকগণ দাস-অবস্থায় অবনত হইয়া পড়ে, আইনসঙ্গত কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয় না, এবং সম্পূর্ণরূপে ভূস্বামীর স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়া যায়; কিন্তু এ সময়েও তাহারা আইনদ্বারা প্রত্যক্ষরূপে ক্রীতদাস এবং "আবাসহীন স্বাধীন ভ্রমণকারী লোকশ্রেণী" হইতে পৃথকরূপে গণ্য ছিল। কিন্তু পিটার দি গ্রেট এবং তাঁহার অব্যবহিতপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ সেই পার্থক্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেন।

শাসন এবং সামরিক সংস্কার জন্য পিটারের এত অর্থের প্রয়োজন হয় যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ স্বপ্নেও তত অর্থের চিন্তা করিতেন না। সেই জন্যই পিটার নূতন প্রকার কর সৃষ্টির উপায় অন্বেষণ করিতেন। উক্ত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হওয়ায়, ক্রীতদাস, সাংসারিক ভৃত্য, এবং স্বাধীন কৃষিকার্য্যের শ্রমজীবীদিগের উপর স্বভাবতই তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। ইহারা কেহই কোনপ্রকার রাজকর দিত না—ইহা তাঁহার অবলম্বিত নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধজনক ছিল, কারণ তিনি ধার্য্য করেন যে, রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকেই যে কোন উপায়ে রাজ্যের কার্য্য করিতে হইবে। এইজন্যই তিনি রাজ্যের মধ্যে একটা জাতীয় জনসংখ্যা গ্রহণের আজ্ঞা দেন, এবং সেই সূত্রে গ্রাম্য অধিবাসীগণের সকলশ্রেণী—ক্রীতদাস, সাংসারিক ভৃত্য, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমজীবী, এবং কৃষকগণকে লইয়া, একটী শ্রেণী সৃষ্টি করেন; এবং পূর্ব্বে কেবলমাত্র কৃষকদিগের নিকট হইতে যে জমির কর লইতেন, তৎপরিবর্ত্তে উক্ত শ্রেণীর সকলের উপর সমানহারে মাথাগুন্তি কর স্থাপন করেন। সেই কর-

* প্রমাণস্বরূপ ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর এবং ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জুনের রাজকীয় আদেশপত্র দেখুন। বেলায়েফের ২০৩ হইতে ২০৯ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

সংগ্রহে আদায় করিবার নিমিত্ত তিনি ভূস্বামীদিগকে তাঁহাদিগের অধীনস্থ দাসদিগের দেয় করের জন্য দায়ী করিয়া রাখেন। এবং যে সকল "আবাসহীন স্বাধীন ভ্রমণকারী লোক" সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে সম্মত হয় না, তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন গ্রাম্যমণ্ডলীর সভ্য বা কোন ভূস্বামীর দাস হইবার জন্য তাহাদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হয়।

কৃষকদিগের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে না হউক, তাহাদিগের আইনঘটিত অবস্থাসম্বন্ধে সাধারণের যে একটা ধারণা ছিল, তাহার উপর উক্ত ব্যবস্থা বিশেষ প্রাবল্য বিস্তার করে। জমীদারদিগকে তাঁহাদিগের অধীনস্থ দাসদিগের জন্য মাথাগুন্তিকর দান করিতে বাধ্য করায়, সেই দাসগণ যেন জমীদারদিগের ক্রীতদাস এবং পশুগুলির তুল্য গণ্য হইয়া যায়, এবং বাস্তবিকই সেই দাসগণ যেন তাহাদিগের অন্যান্য সম্পত্তির সমতুল্য একাংশস্বরূপ, আইন এমত স্বীকার করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত এই সূত্রে আর একটী সম্পূর্ণ নূতন বিধি প্রচলিত হয়, অর্থাৎ গ্রাম্য অধিবাসীগণের মধ্যে কোন লোক যদি আইনসঙ্গতরূপে কোন জমিতে আবদ্ধ না থাকে, অথবা কোন ভূস্বামীর অধীনে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দুশ্চরিত্র ভ্রমণকারী জ্ঞানে তাহার প্রতি তদুপযোগী ব্যবহার করা হইতে থাকে। রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীকেই কোন না কোনপ্রকারে রাজ্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বা সহায়তা করিতে হইবে, পিটার এই যে নীতি প্রচলন করেন, এমতে তাহা সম্পূর্ণরূপেই সফল হয়। এই সময়ে রুষীয়ার কোন ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে থাকিবার স্থান পায় না।

কৃষকদিগের উক্ত প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যে মহান কষ্ট ও উৎপীড়ন অত্যাচার আরম্ভ হয়, তাহাতে স্বভাবতই পলাতক এবং বসবাসশূন্য ভ্রমণকারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। হাজার হাজার দাস স্ব স্ব প্রভুদিগের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আসিয়ার বিস্তীর্ণ পতিত প্রদেশে গমন করে, অথবা সেনাদলে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু যাহাতে আর এরূপ হইতে না পারে, তজ্জন্য রাজপক্ষ কঠোর এবং প্রবল ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। প্রভুর আদেশ ব্যতীত কোন দাস, সেনাদলে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না, এমত আজ্ঞা দেওয়া হয়, এবং যাহারা সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বিশেষ জিদ করিতে থাকে, নিষ্ঠুররূপে শারীরিক দণ্ড-দানে তাহাদিগকে শেষ খনিতে কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইতে থাকে। * অন্যপক্ষে জমীদারগণ, এই সময়ে অবাধ্য দাসদিগকে বিনা বিচারে সাইবিরীয়ায় প্রেরণ করিবার বা যাবজ্জীবন খনিতে কাজ করিবার জন্য পাঠাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। †

---

* ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুনের রাজকীয় আদেশপত্র।

† ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি এবং ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারির রাজকীয় ঘোষণাপত্র দেখুন।

এই কঠোর ব্যবস্থার যদি কিছু ফল হইয়া থাকে, তাহা কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কারণ অতিশীঘ্রই দাস কৃষকদিগের মধ্যে ঘোরতর অসন্তোষ এবং অবাধ্যতার ভাব আসিয়া দেখা দেয়, এবং সেই সূত্রে কৃষকদিগের দেশব্যাপী অভ্যুত্থান হইবার ভীতি উপস্থিত হয়, এবং ফ্রান্সের জাকারি এবং জার্ম্মাণির কৃষকযুদ্ধের সহিত অনেক বিষয়ে তুলনীয় প্রকৃত অভ্যুত্থান দেখা দেয়। সেই অভ্যুত্থানের কারণের প্রতি দৃষ্টি-দান করিলেই আমরা এই দাসত্বের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইব।

অন্যায়রূপে ক্ষমতার যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ হইতে থাকিলেও এই সময় পর্য্যন্ত এই দাসত্বপ্রথা কতক পরিমাণে ন্যায়সঙ্গতরূপে থাকে, কারণ সকল শ্রেণীর অধিবাসীকেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং কোন না কোনপ্রকারে সহায়তা করিবার যে অবশ্য বাঁধা নিয়মপ্রণালী ধার্য্য হয়, আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, এই দাসত্বপ্রথাও সেই শাসননীতির এক অংশস্বরূপ ছিল। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তগণ যাহাতে জারের অধীনে কাজ করিতে সক্ষম হয়েন, এবং দায়িত্বপালন করিতে পারেন, তজ্জন্যই দাসগণ সেই উচ্চবংশীয়দিগের অধীনে কাজ করিত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পিটার উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তদিগের এই অবশ্যবাধ্য কার্য্যকরণপ্রথা উঠাইয়া দিয়া, যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, সেই সূত্রে উক্ত প্রচলিত প্রণালী একবারে উল্টাইয়া যায়। প্রকৃত ন্যায় বিচার করিতে হইলে, তৃতীয় পিটার যেমন উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারদিগকে মুক্তি দেন অর্থাৎ জমীদারদিগকে অবশ্যই রাজসরকারে কাজ করিতে হইবে, এই যে প্রাচীন বিধি রহিত করিয়া দেন, তাঁহার পক্ষে সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ে দাসদিগ-কেও মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য ছিল, কারণ উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী যখন দায়িত্বশূন্য এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তখন দাসদিগকে তাঁহারা কখনই পূর্ব্বমত আপনাদিগের অধীনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য দাবী করিতে ক্ষমবান ছিলেন না। কিন্তু যে মূল উদ্দেশ্যে দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই সময়ে রাজপক্ষ, তাহা একেবারে ভুলিয়া যান, সুতরাং যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হয়েন না। দাস কৃষকেরা সেই স্মরণা-তীতকালের প্রথাসম্বন্ধীয় ধারণা পোষণ করিতে থাকে এবং ভূস্বামীগণের অধীনতা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান পূর্ব্বক সম্রাট আর একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করি-বেন, তাহারা ইহা ভাবিয়া আশা-প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সর্ব্বত্র গুজব উঠে যে, বাস্তবিকই সম্রাট সেরূপ একখানি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, কেবল উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারশ্রেণীই সেখানি চাপিয়া রাখিয়াছেন। এই সূত্রে গ্রাম্য অধিবাসী-গণের মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দেয়, এবং সাম্রাজ্যের কয়েক প্রদেশে স্থানীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং বিগ্রহ উপস্থিত হয়।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ৩য় পিটার রাজদরবারের সদস্যদিগের ষড়যন্ত্রে সিংহাসন-চ্যুত এবং নিহত হয়েন। ষড়যন্ত্রকারীগণ কোন্ উদ্দেশ্যে জারকে হত্যা করে, কৃষক-গণ তাহা জানিত না, কিন্তু তাহারা ভাবে যে, যাহারা দাসত্বপ্রথা অক্ষত রাখিতে অভিলাষী, তাহারাই জারকে হত্যা করিয়াছে, এবং জার এই সৎকার্য্যের জন্য

আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এমত বিশ্বাসও করে। জারের সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাহাদিগের মুক্তির আশা একবারে দূর হইয়া যায়, কিন্তু শীঘ্রই আবার আর একটা নূতন গুজব ও জনরবে তাহাদিগের হৃদয়ে সেই আশার উদ্রেক হয়। গুজব উঠে যে, জার মরেন নাই, তিনি ষড়যন্ত্রীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া, গোপনে অবস্থান করিতেছেন, শীঘ্রই স্বীয় বিশ্বস্ত কৃষকদিগের নিকট উপনীত হইবেন এবং তাহাদিগের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসনাধিকার পূর্ব্বক অত্যাচারীদিগকে দণ্ড দিবেন। কৃষকেরা আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবং অবশেষে আনন্দপ্রদ সংবাদ পায় যে, জার, ডন প্রদেশে দেখা দিয়াছেন, হাজার হাজার কোশাক তাঁহার পতাকাধীনে মিলিত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বত্রই ভূস্বামীদিগকে নিহত করিতেছেন এবং শীঘ্রই প্রাচীন রাজধানীতে উপনীত হইবেন!

তৃতীয় পিটার বাস্তবিকই সে সময়ে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত জনরব গুজবের মধ্যে একটা শোচনীয় সত্য ছিল। পুগাচেফ নামক একজন কোশাক আপনাকে তৃতীয় পিটার নামে পরিচয় দিয়া, ডনপ্রদেশে আসিয়া দেখা দেয়, এবং কৃষকেরা মৃত জারকে যে কার্য্য সাধন করিতে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছিল, সে ব্যক্তি সেইমত কার্য্যসাধন করিতে থাকে। সে ব্যক্তি নিম্নভলগার দেশসমূহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া, কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থান অধিকার পূর্ব্বক যে সকল ভূস্বামীকে দেখিতে পায়, তাহাদিগেরই প্রাণবধ করিতে থাকে। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয়, সে একাধিকবার তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেয়, এবং শেষ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে আসিবার ভয় প্রদর্শন করে। দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত পতিত প্রদেশের কোশাকগণ অতি পূর্ব্বে যেমন একসময়ে সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিল, আবার বুঝি সেইমত দুঃসময় আসিয়া দেখা দিবে, সকলে এইরূপ ভাবিতে থাকে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যে অংশ অভিনয় করিবার ভার লইয়াছিল, সে, শেষ সে বিষয়ে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। যে সকল লোক তাহার অনুসরণ করিতে পারিত, তাহারা তাহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা দর্শনে তাহার সহিত যোগদানে ক্ষান্ত হইতে লাগিল এবং সুবিধাসুযোগ পাইলে কিরূপ ব্যবস্থা এবং উদ্যমপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য সে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। সে একটা কৃষকসাম্রাজ্য সৃষ্টি করিবার কল্পনা করিয়াছিল, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, তাহার দ্বারা সে কাজ হইত না। কয়েকবার পরাজয়ের পর সে ব্যক্তি ধৃত হয় এবং সেই সূত্রে সেই কৃষকোত্থান রহিত হইয়া যায়। *

---

* ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সামারা প্রদেশে যে সময়ে আমি বাসকিরদিগের মধ্যে ছিলাম, সে সময়ে এই ব্যক্তির সম্বন্ধে আমি অনেক প্রয়োজনীয় প্রবাদ-কথা শুনিতে পাই। যদিও প্রায় এক শতাব্দী হইল, (১৭৭৫ খৃঃ) এ ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার নাম, তাহার মূর্ত্তি, এবং তাহার বীরত্ব সম্বন্ধে অল্পবয়স্ক লোকগণও বিদিত আছে। যাহারা আমাকে এই বিষয় জ্ঞাত করে, তাহাদিগের দৃঢ়

ইত্যবসরে ৩য় পিটারের মহিষী সিংহাসনে অভিষিক্তা হন। তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করিবার আইনসঙ্গত কোন অধিকার ছিল না। তিনি বিজাতীয়া ছিলেন বলিয়া, প্রজাসাধারণের রাজভক্তি সঞ্চয় করিতেও পারেন না, সুতরাং অগত্যাই তিনি রাজদরবারের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীকে হস্তগত এবং তাঁহাদিগের অনুগ্রহ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়েন। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হওয়াতেই তিনি দাসত্বপ্রশ্ন মীমাংসার জন্য স্বীয় সদয় শাসননীতি প্রয়োগ করিতে পারেন না। এমন কি, তাঁহার শাসনের প্রথম কয়বর্ষকাল যে সময়ে কৃষকদিগের অভ্যুত্থানের কোন ভয় ছিল না, সে সময়েও তিনি কৃষকদিগের উপর জমীদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস না করিয়া বরং বাড়াইয়া দেন। তিনি পুগাচেফের কাণ্ড দেখিয়াই এই নীতি অবলম্বন করেন। তাঁহার শাসনকালে দাসত্বপ্রথার চূড়ান্ত হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। দাস কৃষকগণ, তাহাদিগের প্রভুগণের অস্থাবর সম্পত্তিরূপে *—রাজ্যের চলিত মূলধনের একাংশরূপে আইনের দ্বারা গণ্য হয়, † এবং সেরূপে শত শত এবং সহস্র সহস্র কৃষককে ক্রয় এবং বিক্রয় করা হইত এবং উপহার দেওয়া হইত। কোন কোন স্থলে ভূমিসহ বিক্রয় বা উপহার দেওয়া হইত, এবং কোন কোন স্থলে ভূমিসহ বিক্রয় করা বা উপহার দেওয়া হইত না। কোন কোন স্থলে সমগ্র কৃষকপরিবারকে বিক্রয় করা হইত, এবং কোন কোন স্থলে পরিবারের এক একজনকে বিক্রয় করা হইত। কেবল আইনসঙ্গত এই নিষেধক বিধি ছিল যে, যে সময়ে সৈন্যদলে নূতন লোক গ্রহণ করা হইবে, সে সময়ে কেহ তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে পারিবে না, এবং অন্য যে কোন সময়েই কেহ তাহাদিগকে প্রকাশ্য বাজারে নীলামের ডাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না, কারণ তাহা "য়ুরোপীয়রাজ্যের পক্ষে অযোগ্য" কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। অন্য সকল বিষয়েই দাসেরা যে, গুপ্ত সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা কেবল আইনে নহে, জাতীয় প্রচলিত ধারণা এবং বিশ্বাসের মধ্যেও জানিতে পারা যায়। শেষ এরূপ প্রথা চলিত হয় যে, (সে প্রথা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিত ছিল) কোন উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বার্ষিক আয় বা জমীদারীর পরিমাণ ধরিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি কত তাহা ঠিক করা হইত না,

---

বিশ্বাস যে, উক্ত ব্যক্তি জাল পিটার নহে, আসল পিটার, এবং তাঁহার মহিষীই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং তিনি কোনকালেই বন্দী হন নাই, তিনি বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না এবং কোন না কোন দিন ফিরিবেন কি না, তখন তাহারা বলে যে, আমরা তাহা জানি না।

* ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবরের রাজকীয় ঘোষণাপত্র দেখ।

† দাসদিগকে যে উপহারস্বরূপ অপরকে দেওয়া হইত, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাউণ্ট পালিন, রাজপক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে কিছু উপহার দান করেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা লইতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি স্বীয় জমিদারীর ৪০০০ দাসকে উপহারস্বরূপ সেই কর্ম্মচারীগণকে দান করেন।—বেলায়েফ, ৩২০ পৃষ্ঠা।

তাঁহার অধীনস্থ দাসসংখ্যা ধরিয়া তাহা ঠিক করা হইত। অমুক জমীদারের বার্ষিক এত লক্ষ টাকা আয় বা এত একার পরিমিত জমীদারী না বলিয়া, তাঁহার এত শত বা এত হাজার দাস আছে, ইহা বলা হইত, এবং সেই দাসগণের উপর তিনি অসীম শক্তি চালনা করিতেন। দাসগণের আত্মরক্ষা করিবার কোনপ্রকার আইনসঙ্গত উপায়ও ছিল না। বিচার বা শাসনবিভাগের দ্বারা দাসদিগকে কোনপ্রকার আশ্রয়-দান করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই অবাধ্য হইয়া উঠিবে, রাজপক্ষের মনে এমত ভয় হয়, এবং সেই জন্যই বিধি হয় যে, যে কোন দাস কোনপ্রকার অনুযোগ করিলে, তাহাকে নাউটের দ্বারা দণ্ডদানের পর খনিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। † কোন জমীদারের নিতান্ত নিষ্ঠুরতামূলক অত্যাচারের কথা কোনমতে জারের কাণে উঠিলে, তিনি কেবল সেই ভূস্বামীর ক্ষমতাচালনাসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন, কিন্তু সেরূপ ঘটনার দ্বারা ভূস্বামীসাধারণের ক্ষমতাচালনার কোন বাধা হইত না। ‡

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বর্ষে রুষীয়ার দাসত্বপ্রথার ইতিহাসের গতি যেন পরিবর্ত্তিত হয়। উক্ত সময় পর্য্যন্ত ভূস্বামীগণের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, এবং দাসত্বক্ষেত্র দ্রুতগতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সম্রাট পলের শাসনে আমরা প্রতিক্রিয়ার প্রথম লক্ষণ দেখিতে পাই। তিনি ভূস্বামীদিগকে স্বীয় সাম্রাজ্যের পুলিসবিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য কর্ম্মচারী জ্ঞান করিতে থাকেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিতে অভিলাষী হয়েন। এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি এই ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, দাসগণকে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিনের অতিরিক্ত প্রভুর জন্য কাজ করিতে বাধ্য করা হইবে না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ১ম আলেকজাণ্ডার সিংহাসনারোহণ করিলে, কৃষক দাসদিগকে একবারে মুক্তিদান জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত এবং ক্ষমতার নিতান্ত দৃশ্যমান অপপ্রয়োগ নিবারণ জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয়; এবং এই প্রশ্ন বিবেচনার জন্য সম্রাট নিকোলাসের শাসনকালের বিভিন্ন সময়ে ছয়টী তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতিও নিয়োজিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টার দ্বারা অতি

† ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ আগষ্টের এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মার্চ্চের রাজকীয় ঘোষণাপত্র দেখ।

‡ ভূস্বামীদিগের যে সকল অত্যাচার উৎপীড়নের কথা লিখিত আছে, তন্মধ্যে সানটিকফ নাম্নী ভূস্বামিনীর অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়ভেদী। সেই রমণী ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বিচারাধীনা হয়। তাহার অপরাধ সম্বন্ধে সম্রাট যে আদেশপত্র প্রচার করেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ১০।১১ বর্ষের মধ্যে সেই নারী পৈশাচিক উপায়ে স্বীয় অধীনস্থ ১০০ দাসকে হত্যা করিয়াছিল। নিহতদিগের মধ্যে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকই অধিক এবং তন্মধ্যে ১১।১২ বর্ষবয়স্কা কয়টী বালিকাও ছিল। সাধারণের বিশ্বাস যে, উক্ত নারী, নরমাংস আহার করিত বলিয়াই বধ করিত, কিন্তু বিচারকালে তাহা প্রকাশ পায় না। ১৮৬০খ্রীষ্টাব্দের "রুষকী আরচিব" গ্রন্থের ৬৪৪—৬৫২ পৃষ্ঠায় ইহার সবিস্তার বিবরণ লিখিত আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে ১ম আলেকজাণ্ডারের প্রিয়পাত্র কাউণ্ট আরাকচিয়েফ যে অত্যাচার উৎপীড়ন করেন, তাহাও বহুস্থলে বিবৃত হইয়াছে এবং তৎসমস্তও কম হৃদয়ভেদী নহে।

যৎসামান্য শুভফল ফলে। কৃষকসহ ভূমিদান-প্রথা একেবারে রহিত, ভূস্বামী-দিগের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটী অতি সামান্য নিষেধক বিধি সৃষ্টি, জমীদারশ্রেণীর মধ্যে যাহারা নিতান্ত অত্যাচারী উৎপীড়ক ছিলেন, তাঁহাদিগকে জমীদারী-শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত করণ, যে কয়জন জমীদার অত্যন্ত হৃদয়ভেদী অত্যাচার করিত, তাহাদিগকে সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসন; * এবং কয়েক হাজার দাসকে প্রকৃতরূপে মুক্তিদান করা হয়; কিন্তু বর্ত্তমান শাসনের পূর্ব্বে এসম্বন্ধে বিশেষ সংস্কারমূলক কোন বিধি সৃষ্টি—এমন কি দাসেরা রীতিমত অনুযোগ করিবার কোন ক্ষমতাও প্রাপ্ত হয় না। এই দাসত্বপ্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যের শাসন-নীতির একটা মূল অঙ্গস্বরূপ এবং স্বেচ্ছাচারশাসনের নিশ্চিতভিত্তিরূপে বিবেচিত হইত। সেই জন্যই ইহার প্রতি উক্ত প্রকার ব্যবহার করা হইত এবং রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা দাসদিগকে যে কিছু স্বত্ব বা আত্মরক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত, তাহা কেবল সেই ঘোষণাপত্রেই থাকিয়া যাইত, কাজে কিছুই হইত না।

যদি আমরা রুষীয়ার দাসত্বপ্রথার বিস্তৃতির সহিত পাশ্চাত্য য়ুরোপের দাসত্ব-প্রথার তুলনা করি, তাহা হইলে, অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু রুষীয়ার দাসত্বের একটা স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, এতদ্বারা সম্রাটের যথেচ্ছাচারশাসনশক্তি অতি দ্রুতগতি বর্দ্ধিত হয়। য়ুরোপে সামন্ত্য শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, এবং সামন্তদিগকে শাসনাধীনে রক্ষা করিবার উপযুক্ত কোনপ্রকার মধ্যস্থানীয় প্রবল শাসনশক্তি ছিল না, সুতরাং তথায় স্বাধীন গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি—প্রায় সমগ্র মণ্ডলীই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সেগুলি হয় উচ্চবংশীয় সামন্তশ্রেণীর অধিকারভুক্ত, নয় আপন ইচ্ছাক্রমে শক্তিশালী ভূস্বামীগণের অথবা মঠাধ্যক্ষদিগের অধীন হয় এবং এইরূপেই সমগ্র বাসভূমি ও কৃষিভূমি (অতি সামান্য সংখ্যক ব্যতীত) উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী বা ধর্ম্মমঠগুলির সম্পত্তি হইয়া যায়। রুষীয়াতেও এইমত হইতে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ সমগ্র ভূমি আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বেই সম্রাটের প্রবলশক্তি তাহাতে বিশেষ বাধাদান করে। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী আপনাদিগের জমীদারীর মধ্যে বাসকারী কৃষকদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমি আত্মসাৎ করিতে পারিতেন না, কারণ সেরূপ করিতে যাইলে সম্রাটের স্বত্বাধিকার এবং রাজস্ব হ্রাস হইয়া যাইত। ইহা সত্য বটে

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পেরাণস্কী যখন পেঞ্জাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সে সময়ে অপরাপরদিগের মধ্যে যে একজন ভূস্বামী বেত্রাঘাত করিতে করিতে একজন দাসকে মারিয়া ফেলে, তাহাকে বিচারাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। অপর এক ভূস্বামিনী, এক কৃষকবালকের নিকট একটা খর-গোস রাখিতে দিয়াছিল, কিন্তু বালক, খরগোসের প্রতি যত্ন না করায়, রমণী, ছুরীর দ্বারা বালককে খোঁচাইয়া হত্যা করিয়াছিল! সে রমণীকেও বিচারার্থ অর্পণ করা হয়।—করফ, "ঝিজন স্পেরাণস্কাগো" ২য় অধ্যায়, ১২৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

যে, বর্ত্তমান শাসনের * প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে সম্রাটের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণকে দাসসহ ভূমিদান করা হইত, এবং পলের শাসনে (১৭৬৯-১৮০১ খৃঃ) বহুসংখ্যক জমীদারী বৃত্তিস্বরূপ সম্রাট-পরিবারের অধিকারভুক্ত ছিল; কিন্তু, অন্যপক্ষে ২য়া ক্যাথারাইন যখন মঠসমূহের অধিকৃত বহুল জমীদারী বাজেআপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমস্ত অন্যান্য দেশের প্রথামত উচ্চবংশীয়দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া না দিয়া, খাসভুক্ত করিয়া লয়েন। এমতে কৃষকদিগের মুক্তিদানকালে (১৮৬১ খৃঃ) রাজ্যের সমধিক পরিমিত ভূমিই খাস এবং গ্রাম্য অধিবাসীগণের অর্দ্ধেক লোক, রাজ-কৃষক নামে গণ্য ছিল।

এই রাজ-কৃষক বা খাস কৃষকদিগের অবস্থাসম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, ইহারা অন্যান্য কৃষকদাসদিগের ন্যায় একপ্রকার ভূমিতে অবদ্ধ দাসস্বরূপ ছিল; কিন্তু দাস বলিলে যেমন বুঝায়, তাহাদিগের অবস্থা তদপেক্ষা কতকটা ভাল ছিল। তাহারা যে এক স্বতন্ত্র শাসকদিগের অধীনে বাস করিত, সেই শাসকদিগের দ্বারা অত্যাচারিত এবং নিগৃহীত হইত বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যেকের ভূমির পরিমাণ অধিক ছিল এবং বাসিন্দা ভূস্বামীদিগের অধিকৃত জমীদারির চাষাদিগের অপেক্ষা তাহারা সমধিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত এবং তাহাদিগের অবস্থাও কম অনিশ্চিত ছিল। প্রায়ই এমত শুনা যাইত যে, দাসাধ্যক্ষদিগের অপেক্ষা সম্রাটের খাস জমির রাজপুরুষগণ নিতান্ত মন্দ ছিলেন, কারণ কৃষকদিগের সুখসমৃদ্ধি সম্বন্ধে জমীদারদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের বিশেষ স্বার্থ ছিল না; কিন্তু যাঁহারা সবিশেষ জানেন, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন না।

উক্ত দুইটী গ্রাম্যশ্রেণীর লোকসংখ্যা কত এবং কোন্ শ্রেণীর ভূপরিমাণ কত ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া সামান্য প্রয়োজনীয় নহে। য়ুরোপীয় রুষীয়ার অধিবাসীগণের গড়ে আট ভাগের তিন ভাগ উচ্চবংশীয় শ্রেণীর অধীনস্থ দাস ছিল; † কিন্তু

---

* গ্রন্থকার, গ্রন্থের নানাস্থানে "বর্ত্তমান শাসন" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু পাঠকগণের যেন স্মরণ থাকে যে, গ্রন্থখানি বর্ত্তমান সম্রাটের পিতার শাসনকালে রচিত, সুতরাং সেই নিহত সম্রাটের শাসনকালেরই উল্লেখ হইতেছে। —অনুবাদক।

† নিতান্ত আধুনিক গণনা অনুসারে নিম্নলিখিত সঠিক সংখ্যা ধরা যায়,—

সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যা	৬০৯০৯৩০৯
সকলশ্রেণীর কৃষক	৪৯৪৮৬৬৬৫
শেষোক্তদিগের মধ্যে	
খাস-কৃষক	২৩১৩৮১৯১
জমীদারদিগের কৃষক	২৩০২২৩৯০
সম্রাট-পরিবার এবং অন্যান্য	
বিভাগের কৃষক	৩৩২৬০৮৪
	৪৯৪৮৬৬৬৫

আমরা যদি প্রত্যক প্রদেশকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধরিয়া গণনা করি, তাহা হইলে গড় পড়তায় অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটে। পাঁচটী প্রদেশের কৃষকসংখ্যা শতকরা তিনজনের কম, অন্যান্য প্রদেশে সেই কৃষকসংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সত্তর জনের অধিক! ঘটনাক্রমে যে এরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহা নহে। রাজ্যের কোন্ প্রান্তে দাসত্ব অধিক ছিল, যদি আমরা তাহার অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে তন্মধ্যে এই দাসত্বপ্রথার উৎপত্তির মূল এবং ইহার ইতিহাসের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।

দাস কৃষক অধিবাসীসংখ্যা রাজ্যের কোন্ প্রান্তে কত অধিক, ইহা প্রকাশ জন্য যদি আমরা তৎসম্বন্ধীয় একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করি, তাহা হইলে, দেখিতে পাই যে, মস্কাউ হইতেই প্রথমে সেই দাসত্ব-রেখা বাহির হইয়াছে। সেই নগরই দাসত্বের উৎপত্তিস্থান, এবং তথা হইতে দাসত্ব-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সেই রেখা যতই অধিকদূরগামী হইয়াছে, ততই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। মস্কাউর প্রাচীন জারদিগের রাজ্যসীমার মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিকই দাস কৃষক দৃষ্ট হয়। তাহার দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যে প্রদেশ সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জারের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, সেই সেই প্রদেশে দাসের পরিমাণ শতকরা পঞ্চবিংশতি হইতে শতকরা পঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, এবং অতি অল্পকাল হইল যে সকল প্রদেশ রুষ-রাজ্যাধিকারভুক্ত হইয়াছে, তথায় দাসসংখ্যা ক্রমশঃ এত কমিয়া আসিয়াছে যে, সর্ব্বশেষ প্রদেশে আদৌ দাসত্ব-রেখা দেখা যায় না।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা উত্তর প্রান্তে দাসসংখ্যা শতকরা সমধিক পরিমাণে কম হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, এই প্রদেশের দাস কৃষকেরা অতি অল্প দিন হইল কৃষিকার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছে। দক্ষিণ এবং পূর্ব্বাঞ্চল প্রচুরপরিমিত উর্ব্বর "কৃষ্ণমৃত্তিকার" জন্য বিদিত, কাজেই উচ্চবংশীয় যে সম্ভ্রান্তশ্রেণী উৎকৃষ্ট জমীদারীর জন্য চেষ্টিত ছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই অনুর্ব্বর অবাসোপযোগী কঠোরপ্রকৃতি উত্তরাঞ্চল ত্যাগ করিয়া, এই প্রদেশে জমীদারী স্থাপন ভাল বোধ করেন।

উক্ত কল্পিত মানচিত্রের * প্রতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টিদান করিলে, আমরা আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাউক। দেশজয়সূত্রে দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, যদি আমরা এমত সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে, আমরা স্লাভজাতিকে সম্রাটের খাসভূমিতে চাষ করিতে এবং ফিন ও তাতারজাতিকে উচ্চবংশীয় জমীদারদিগের জমীদারীতে দাসরূপে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এস্থলে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে; ফিন এবং

---

* বাস্তবিক এরূপ একখানি মানচিত্র ট্রইনিস্কী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবর্গে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ বিশদ হওয়া উচিৎ, তাহা তেমন হয় নাই।

তাতারজাতির প্রায় সকলেই রাজ-কৃষক বা সম্রাটের খাসভূমির কৃষক এবং জমীদার-দিগের দাস কৃষকেরা প্রায় সকলেই স্লাভজাতীয়। এরূপ ঘটিবার প্রধান কারণ এই দেখা যায় যে, ফিন এবং তাতারজাতি প্রধানতঃ দূরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত, এবং সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে দাসত্বপ্রথা যতদূর বর্দ্ধিত হয়, উক্ত স্থানে কোনকালেই সেরূপ হয় নাই।

দাস কৃষকেরা তিন শ্রেণীর কর দিত—শারীরিক শ্রম করিত, নগদ টাকা দিত, ও উৎপন্ন দ্রব্য দিত। শেষোক্ত বিষয়টী এক কথায় শেষ করা যাইতে পারে। প্রধানতঃ ডিম্ব, কুক্কুটশাবক, বেঙের ছাতা, বন্য বেরিফল, এবং বস্ত্র দিত। কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে প্রদত্ত হইত, তাহা প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। অপর দুইটী দেয় বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং সে দুটী বিষয় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কোন ভূস্বামীর প্রচুর পরিমিত উর্ব্বর জমি থাকিলে, এবং আপনার জন্য চাষ করিয়া লইতে অভিলাষী হইলে, দাস কৃষকগণকে যতদূর সম্ভব সেই কৃষিকার্য্যে শ্রম করাইয়া লইতে চাহিতেন। সেরূপ প্রভুর অধীনস্থ দাস কৃষকগণ নগদ কর দান হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইত, এবং গ্রীষ্মকালে প্রভুর কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করিত এবং শীতকালে সেই উৎপন্ন শস্যসকল বাজারে বহন করিয়া দিয়া আসিত। অন্য-পক্ষে যে জমীদারের অধীনে নিজের কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় দাস কৃষকের অতিরিক্ত দাস কৃষক থাকিত, তিনি সেই অতিরিক্ত দাসগণকে তাহাদিগের যথা ইচ্ছা গমনপূর্ব্বক চাষ করিতে দিতেন, কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাহাদিগের নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর লইতেন। কোন কোন সময়ে জমীদারেরা আপনাদিগের জন্য চাষ করাইতেন না, সুতরাং সেস্থলে তাঁহারা সমগ্র কৃষককেই অন্যত্র গমনপূর্ব্বক চাষ করিতে দিতেন, ও তদ্বিনিময়ে বার্ষিক নগদ কর লইতেন, এবং স্বীয় অধীনস্থ সমস্ত কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণভূমি গ্রাম্যমণ্ডলীর হস্তে অস্থায়ীরূপে দান করিতেন। এই স্থলে মীর, প্রজার কার্য্য করিত।

দাসত্বপ্রথার সময়ে জমীদারিগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকার তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) যে সকল জমীদারিতে দাসগণকে কেবলমাত্র শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত, (২) যে সকল জমীদারিতে দাস কৃষকগণ কতকটা শ্রম করিত এবং কতকটা করস্বরূপ নগদ অর্থ দিত; এবং (৩) যে সকল জমীদারীতে দাস কৃষক-গণকে কেবলমাত্র নগদ অর্থ করস্বরূপ দিতে হইত।

দাস কৃষকদিগকে যে শ্রমসাধ্য কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বত্র একবিধ নিয়ম চলিত ছিল না। ১ম পলের বিখ্যাত ঘোষণাপত্রমত ধার্য্য হয় যে, কৃষকগণকে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিনের অধিক শ্রম করান হইবে না, কিন্তু সেই বিধি সর্ব্বত্র পালিত হইত না, আবার যাঁহারা উক্ত বিধি পালন করি-তেন, তাঁহারা বিভিন্ন উপায়ে সেই বিধি প্রয়োগ করিতেন। অতি সামান্য

সংখ্যক জমীদার উক্ত বিধি অধিকল পালন করেন, এবং এরূপ নিয়ম ধার্য্য করেন যে, দাসদিগকে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন অর্থাৎ সোম, মঙ্গল এবং বুধবারে কাজ করিতে হইবে, কিন্তু এ উপায়টী বড়ই অসুবিধাজনক হয়, কারণ এতদ্বারা কৃষিকার্য্য নিয়মিতরূপে চলে না। অন্যত্র এরূপ নিয়ম হয় যে, সমগ্র দাস কৃষকের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককে প্রথম তিন দিন এবং অপর অর্দ্ধেককে বাকি তিন দিন কাজ করিতে হইবে। এরূপ উপায়ে আইন ভঙ্গ না করিয়া, নিয়মিতরূপে সমস্ত সপ্তাহই কৃষিকার্য্য চলিতে থাকে। যাহা হউক, অধিকাংশ জমীদারই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতেন না, এবং সম্রাট পল যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তৎপ্রতিও কোন দৃষ্টি দিতেন না, কারণ কৃষকেরা জমীদারদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন-প্রকার অনুযোগ করিতে পারিবে, উক্ত ঘোষণাপত্রে আইনসঙ্গত এমত কোন বিধিও নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তাঁহারা প্রত্যহই যত কৃষকের প্রয়োজন হইত, তত কৃষককে কাজ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। এই সূত্রে এই কুফল প্রসূত হইত যে, কৃষকেরা জমীদারের চাষ অগ্রে করিতে বাধ্য হইত, তাহারা আপনাদিগের ক্ষেত্রে যথাসময়ে বীজবপন করিতে পারিত না, কিছু বিলম্ব হইত, সুতরাং জমীদারের কৃষিকার্য্য শেষ অথবা প্রায় শেষ হইয়া যাইলে পর তাহাদিগের শস্য পক্ক হইত। আবার সকল সময়েই দুই ক্ষেত্রে চাষ করা সফল হইত না, এবং যেস্থলে দুই পক্ষের স্বার্থের সংঘর্ষণ হইত, সেস্থলে অবশ্যই কৃষকদিগের স্বার্থের ক্ষতি হইত। এরূপ অবস্থায় কৃষকেরা প্রাতঃকালে ৬ টার পূর্ব্বে এবং রজনীতে ৯ টার পর আপনাদিগের ক্ষেত্রে কতকটা কাজ করিত এবং তত অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইবার জন্য তাহারা দিনের বেলা প্রভুর ক্ষেত্রে যত কম সম্ভব শ্রম করিবার চেষ্টা করিত।

প্রায়ই এরূপ মত ব্যক্ত করা হইত এবং তন্মধ্যে কতকটা সত্যও ছিল (যদিও সেই মতটা অভেদে সকল স্থলেই প্রয়োগ করায় প্রায়ই আইনসঙ্গত উপায়াবলম্বন করিতে রাজপক্ষ সতত নিরস্ত থাকিতেন) যে, কোন একটা বিধানের বা অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ মূলনীতিসূত্রের দোষে যত না হউক, যাহারা সেই বিধান চালনা করে বা সেই অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকে, তাহাদিগের দোষেই অধিক কুফল উৎপন্ন হয়। এই দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধেও সেইমত হইয়াছিল। যেস্থলে কোন ভূস্বামী স্বভাবতই স্বীয় অধীনস্থ দাসদিগের উপর সভ্য, সদয়, এবং উদারভাবে ব্যবহার করিতেন, সেস্থলে সেই দাসেরা আপনাদিগের অবস্থাসম্বন্ধে অনুযোগ করিবার কিছুমাত্র কারণ পাইত না, এবং যে সমধিক সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত এবং অসীম অনিষিদ্ধ প্রতিযোগিতার মধ্যে বাস করিত, উক্ত দাস কৃষকেরা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিত। আমি যে, রুষীয় দাসদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক স্বাধীন লোকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ যেন বিবেচনা না করেন যে, আমি কোন বন্য বর্ব্বর জাতির মধ্যস্থ স্বাধীন লোকদিগের কথা—আইনের অনস্তিত্ব এবং যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও ধ্বংসকরণকে যে

জাতির স্বাধীনতা বুঝায়, আমি সেই জাতির স্বাধীন লোকদিগের কথা বলিতেছি। বরং তদ্বিপরীতে যে একশ্রেণীর লোক সৌভাগ্যক্রমে বহুদূরবর্ত্তী মনুষ্যের অবাসযোগ্য উপনিবেশে নহে, সেন্ট জর্জ চ্যানেল এবং উত্তর সাগরের মধ্যস্থ এক প্রদেশে উপকারী ব্রিটিস আইনের রক্ষণাধীনে বাস করিতেছে, আমি সেই শ্রেণীর লোকের কথা বলিতেছি। যে সকল লোক সকলপ্রকার দাসত্বকেই নিতান্ত জঘন্য জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এই উক্তি যতই কেন অসম্ভব সত্য বলিয়া গণ্য করুন না, ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, আমার উক্তিমত উপরোক্ত ভূস্বামীর অধীনস্থ দাস কৃষকদিগের অবস্থা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত বহুসংখ্যক ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের অবস্থাপেক্ষা সমধিক পরিমাণেই উৎকৃষ্ট ছিল। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব এক একটী বাটী, ফলমূলের উদ্যান, এক বা তদধিক ঘোটক, এক বা দুইটী গাভী, কতিপয় মেষ, মোরগ, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রাবলী, গ্রাম্য মণ্ডলীর জমিতে এক অংশ স্থিস্বা স্বত্ব, এবং সামান্যবিধ কৃষিকার্য্যোপযোগী সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল; এবং তাহার বিনিময়ে সেই পরিবারকে কেবল ভূস্বামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রম করিতে হইত, কিন্তু তাহা কোনপ্রকারে উৎপীড়নজনক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন দাসের তিনটী বয়স্ক পুত্র থাকিত (পরিবারের লোকসংখ্যা সে সময়ে সাধারণ্যে প্রায়ই অধিক ছিল), তাহা হইলে দুইটী পুত্র ভূস্বামীর কার্য্যে শ্রম করিত, এবং বাটীর কর্ত্তা স্বীয় অন্য পুত্রকে লইয়া কেবলমাত্র পারিবারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিত। কোনপ্রকার নৈসর্গিক ঘটনার দ্বারা তাহার চিরদিনের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইবার কোন ভীতিও ছিল না। যদি তাহার বাটী পুড়িয়া যাইত, বা মড়কে পশুগুলি মারা যাইত, ক্রমাগত দুর্ব্বৎসরের জন্য শস্য উৎপন্ন হইত না বা তজ্জন্য ক্ষেত্রের বপনোপযোগী বীজ না থাকিত, তাহা হইলে সে স্বীয় প্রভুর নিকট অস্থায়ী সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিত। রাজপুরুষদিগের সকলপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের হস্ত হইতেও তাহারা রক্ষা পাইত; কোন ঘটনাসূত্রে পুলিশের হস্তক্ষেপের আবশ্যক হইলে, পুলিশের লোকেরা ভূস্বামীর নিকটই আসিত, কারণ ভূস্বামীই স্বীয় দাসদিগের কার্য্যের জন্য কতকটা দায়ী থাকিতেন। এমতে দাসগণ শান্তি এবং সুখের সহিত সময়াতিবাহিত করিত, এবং দাসত্ব যে একটা অপ্রার্থনীয় গুরুভারমূলক তাহা জানিতে না পারিয়া, অতি বৃদ্ধবয়সে মরিত।

যদি সমস্ত দাসই উক্ত প্রকারে বাস করিতে পারিত, তাহা হইলে দাসত্বপ্রথার তিরোধানের জন্য দুঃখিত হইতে পারিতাম। বাস্তবিক ফরাসীরা যেমত বলে, চিত্রপটের মন্দ ভাগটাই দৃষ্ট হয়, সেইমত আমি দাসত্বের যে মূর্ত্তি চিত্রিত করিলাম, ইহার বিকৃত অংশ সাধারণ্যে প্রকাশ হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে ভূস্বামীগণের মধ্যে সকলেই সদয় এবং উন্নত ছিলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই স্বস্ব দাসদিগকে অতিরিক্ত শ্রম করাইতে চাহিতেন, এবং তাহাদিগের প্রতি নিতান্ত পৈশাচিক ব্যবহার করিতেন।

দাসদিগের প্রতি উৎপীড়নকারীগণকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।• প্রথম, যে সকল ভূস্বামী নিজেই আপনাদিগের জমীদারির তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহারা কেবলমাত্র আয় বাড়াইবার জন্য উৎপীড়ন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি চিরবিদায়প্রাপ্ত সৈনিক ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের জমীদারির মধ্যে কঠোর নিয়মপ্রণালী প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক হইতেন, এবং অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সৈন্যদল মধ্যে যে নিতান্ত কঠোর বর্ব্বর শাসন প্রচলিত ছিল, তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্যে সেই শাসনাবলম্বন করিতেন, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে, আলস্য, নিয়মভঙ্গ এবং অন্যান্য অপরাধ নিবারণের পক্ষে নিষ্ঠুর শারীরিক দণ্ডই অব্যর্থ ঔষধস্বরূপ। তৃতীয়তঃ কতকগুলি ভূস্বামী অন্যত্র বাস করিতেন, এবং আপনাদিগের আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের জমীদারির আয় যতদূর হওয়া সম্ভবপর, তদপেক্ষা অধিক আয় করিয়া, টাকা পাঠাইবার জন্য তাঁহাদিগের নায়েবকে লিখিতেন এবং টাকা না পাঠাইলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পুত্রকে সেনাদলে ধরাইয়া দিবেন অর্থাৎ সৈনিকদলে পাঠাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেন। দাসত্বপ্রথার শেষ অবস্থায় একদল লোক ব্যবসাবাণিজ্যের মত লাভ করিবার জন্য কতকগুলি জমীদারি ক্রয় করে, এবং যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব অধিক টাকা উঠাইয়া লইতে চেষ্টা করে।

উক্ত কঠোরস্বভাব প্রভুদিগের মধ্যে শেষোক্ত দলই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল। দাসদিগের মঙ্গলের দিকে এবং সম্পত্তির ভবিষ্য ভাগ্যের দিকে তাহাদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, তাহারা জমীদারির সমস্ত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিত, পশুগুলিকে বিক্রয় করিত, এবং কৃষকদিগকে ও তাহাদিগের সন্তানগণকে সেনাদলে ধরাইয়া দিবার ভয় প্রদর্শনে উৎপীড়ন পূর্ব্বক সমধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করিয়া লইত, এবং আইনমত তাহারা যত পরিমিত নূতন লোককে সেনাদলে প্রেরণ করিতে বাধ্য ছিল, তদতিরিক্ত সংখ্যক লোকের নাম সামরিক কর্তৃপক্ষগণের হস্তে প্রদান করিত, এবং যে সকল বণিক ও নগরবাসী, সেনাদলে প্রবেশের জন্য আইনমত বাধ্য ছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সেনাদলে প্রবেশ করিতে অনভিলাষী হইত, তাহাদিগকে উক্ত নূতন সৈনিক প্রদানের রসিদ বিক্রয় করিত, এবং তাহাদিগের অধীনস্থ সঙ্গতিশালী দাসদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ লইয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিত, এক কথায় তাহারা আইনসঙ্গত বা বেআইনী যে কোন উপায়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিত। এইরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারা কয়েক বর্ষের মধ্যেই জমীদারির ধ্বংস সাধন করিয়া ফেলিত, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই তাহারা আসল মূলধন উঠাইয়া লইত এবং তাহার উপর যথেষ্ট লাভও সংগ্রহ করিত এবং সর্ব্বোপরি অন্য জমীদারীতে চালান দিবার জন্য কতক দাস কৃষক-পরিবারকে বিক্রয় দ্বারা এবং ওপেকুলস্কি সোভেট নামক রাজকীয় কার্য্যালয়ে জমীদারী বন্ধক দিয়া আরও আয় বৃদ্ধি করিয়া লইত। উক্ত রাজকীয় কার্য্যালয়, প্রতিভূপত্রের

প্রকৃত অবস্থা বিশেষরূপে না দেখিয়াই, ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিত।

জমীদারগণ স্বস্ব দাস কৃষকদিগের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের যে উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা দ্বিবিধ ছিল, একপ্রকার আইনসঙ্গত, অন্য প্রকার প্রত্যক্ষ। আইন-সঙ্গত উপায় জমীদারদিগের সম্পূর্ণ প্রার্থনীয় মতই ছিল। আইনের মধ্যে (৯ বালাম ১০৪১ সংখ্যা, '১৮৫৭ খৃঃ) বর্ণিত আছে যে, "ভূস্বামীগণ, দাসদিগকে সকলপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্যকর লইতে পারিবেন, এবং তাহাদিগকে ব্যক্তিগত কার্য্যসাধন করিবার জন্য আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কেবল এই একমাত্র নিষেধ থাকিল যে, এ সূত্রে যেন তাহারা সর্ব্বস্বান্ত না হয়, এবং আইনদ্বারা যে শ্রম করিবার দিন ধার্য্য হইয়াছে, কৃষকেরা আপনাদিগের নিজের কার্য্যের সুবিধার জন্য সেই দিন স্থির করিয়া লইবে।" * এতদ্ব্যতীত ভূস্বামী, কৃষকদিগকে সাংসারিক ভৃত্যপদে নিযুক্ত করিতে পারিতেন, এবং তাহাদিগকে আপনার সংসারে নিযুক্ত না রাখিয়া, যে সকল লোকের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ন্যায় স্বত্বাধিকার ছিল (১০৪৭—৪৮), তাঁহাদিগের নিকট সেই কৃষকদিগকে ভাড়াও দিতে পারিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বা তাঁহার দ্বন্দার মধ্যস্থ কোন লোকের বিরুদ্ধে কোন দাস যে কোনপ্রকার অপরাধ করিলেই, তিনি অপরাধীকে বার্চ্চবৃক্ষের ছড়ীর দ্বারা অনধিক ৪০ বার আঘাত দণ্ড বা যষ্টির দ্বারা ১৫ বার আঘাত দণ্ড দিতে পারিতেন (১০৫২) ; এবং যদি তিনি কোন কৃষককে শাসিত করা কঠিন বোধ করিতেন, তাহা হইলে তিনি আপন ইচ্ছামত তাহাকে সেনাদলে গ্রহণ জন্য বা সাইবিরীয়ায় প্রেরণ জন্য রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিতে পারিতেন (১০৫৩-৫৫)। যেখানে তিনি সহজ উপায়ে অবাধ্যতা নিবারণ করিতে অসক্ষম হইতেন, সে স্থলে তিনি স্বীয় ক্ষমতা চালনার জন্য পুলিস বা সেনাদলের সাহায্য লইতে পারিতেন।

উক্ত প্রকার আইনসঙ্গত উপায়েই ভূস্বামীগণ দাসদিগকে উৎপীড়ন করিতে পারিতেন, এবং সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের সেই উৎপীড়ন-ক্ষমতা নিতান্ত প্রবল ছিল। জমীদারগণ নিজে যেমন যোগ্য বিবেচনা করিতেন, দাসদিগকে সেই-মত শ্রম করাইতে বা নগদ কর লইতে পারিতেন এবং দাসদিগকে এই সকল বিষয়ে নম্রভাবে আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, আইনে এমত ব্যবস্থা ছিল (১০২৭)। যদিও আইন দ্বারা শারীরিক দণ্ডদানের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূস্বামীগণ সেই সীমা অতিক্রম করিতেন। এই শারীরিক দণ্ডদানের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ইহা কোন কৃষকই জানিত না এবং ভূস্বামীগণের মধ্যেও অতি অল্প-

* আমি এখানে বিধিসংহিতার উল্লেখ করিলাম, কারণ রুষীয়গণ সাধারণ্যে বিশ্বাস করে এবং বলে যে, শারীরিক দণ্ডদান, এবং কৃষকদিগকে যে ভাড়া দেওয়া হইত বা সেপ্রকারের অন্য কোন কার্য্য, আইনসঙ্গত ছিল না।

লোকেই তাহা জানিতেন। সমগ্র ভূস্বামীই আপনাদিগের ইচ্ছামত শারীরিক দণ্ড দিতেন, এবং কোন ভূস্বামী নিতান্ত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনসূত্রে সর্ব্বত্র বিদিত না হইলে, রাজপক্ষ হইতে আদৌ তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইত না। কিন্তু কৃষকেরা সেই শারীরিক দণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিত না। ভূস্বামী যে, তাহাকে বা তাহার পুত্রগণকে সেনাদলে পাঠাইয়া দিতেন, বেত্র বা যষ্টি অপেক্ষা তাহাকেই তাহারা অত্যন্ত ভয় করিত। যে সকল দাসকে কোনমতে সংশোধন করা যাইতে পারিবে না বা যাহারা নিতান্ত অবাধ্য, কেবল তাহাদিগকেই সেনাদলে পাঠাইতে পারা যাইবে, আইনে এমত ধারা ছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া, জমীদার যাহাকে পাঠাইতেন, তাহাকেই সেনাদলে লইতেন, সুতরাং সেই সূত্রে জমীদারগণ উক্ত উপায়ে এই ভয় প্রদর্শনে কৃষকদিগের নিকট হইতে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিতেন।

উক্ত উপায়ে অর্থগ্রহণ বা উৎপীড়নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্বন্ধে কৃষকদিগের কোনপ্রকার আইনসঙ্গত উপায় ছিল না। জমীদারগণ, তাহাদিগের প্রতি যে কোন-প্রকার অত্যাচার করুক না, তাহার বিরুদ্ধে বাধা দিবার জন্য এবং যে সকল জমীদার তাহাদিগকে উৎপীড়িত, নিগৃহীত এবং সর্ব্বস্বান্ত করিত, তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত বিচারাধীনে আনয়ন করিবার জন্য তাহাদিগের কোনপ্রকার আইনসঙ্গত উপায় ছিল না। যাহাতে দাসেরা অতিরিক্ত গুরুভারাক্রান্ত এবং নিষ্ঠুর-রূপে ব্যবহৃত না হয়, যদিও রাজপক্ষ সরলভাবেই সেরূপ ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও প্রায়ই প্রভু এবং দাসদিগের মধ্যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না, কারণ ভাবিতেন যে, সেই সূত্রে জমীদারদিগের ক্ষমতা-প্রভুত্ব হ্রাস হইয়া যাইবে, এবং দাসদিগের মধ্যে অবাধ্যতার ভাব উৎপন্ন হইবে। এই জন্যই দাসদিগকে তাহাদিগের নিজের শক্তি-ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া হইত এবং সেই জন্যই তাহারা আপনাদিগের যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে থাকিত। তাহাদিগের আত্মরক্ষার পক্ষে কেবলমাত্র প্রকাশ্যে বিদ্রোহিতা করাই সহজ উপায় ছিল; কিন্তু প্রায়ই সে উপায় অবলম্বিত হইত না, কারণ তাহারা অভিজ্ঞতার দ্বারা বেশ জানিত যে, সেরূপ করিলে, সৈন্যদল আসিয়া, তাহাদিগকে শাসন করিবে এবং অতি নিষ্ঠুর দণ্ড পাইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা পলায়ন, অগ্নিপ্রদান এবং হত্যাকাণ্ডের দ্বারাই তাহারা আত্মরক্ষা করা ভাল বোধ করিত।

আমরা স্বভাবতঃই অনুমান করিতে পারি যে, উপরে বর্ণিত অসীম আইনসঙ্গত এবং প্রকৃত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, যে কোন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য জমীদারই সহজে স্বীয় দাস কৃষকদিগের নিকট হইতে যত ইচ্ছা অর্থ বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ-আশা একটা সম্ভাব্যসীমা অতিক্রম করিলে, নিশ্চয়ই বিশেষ বাধা পাইত। রুষীয় কৃষকদিগের এরূপ ধীর সহ্যগুণ আছে যে, তাহা জগতের যে কোন ধর্ম্মোদ্দেশে আত্মত্যাগকারীর পক্ষে গৌরবজনক বোধ